https://www.studiestoday.com

©BSTBPC

কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

লেখক পরিচয়

[বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭) তিন পুরুষের বাস বিহারের দ্বারভাঙ্গায়। দ্বারভাঙ্গায় পীতাম্বরী স্কুলে পড়েছেন, এবং পাটনার বি. এন. কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে শিক্ষকতা, ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদনা ও দ্বারভাঙ্গা মহারাজের সচিব ছিলেন। বিহার বাংলা একাডেমির প্রথম অধ্যক্ষ। বাংলা কথাসাহিত্যের বিশিষ্টতম শিল্পীদের অন্যতম বিভূতিভূষণের বিখ্যাত গ্রন্থ-নীলাঙ্গুরীয়, বরযাত্রী, রাণু সিরিজের গল্পমালা, স্বর্গাদপী গরীয়সী, দুয়ার হতে অদূরে, একই পথের দুই প্রান্তে, অযাত্রার জয়যাত্রা। 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি' রম্য ভ্রমণ কাহিনি। শরৎ স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট উপাধি ও বিশ্বভারতী থেকে দেশিকোত্তম উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করা হয়। 'কুশী প্রাঙ্গণের চিঠি' লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। সাধারণ ভ্রমণ কাহিনি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের রচনা। বিহারের গ্রামের জনপদের সুখ-দুঃখ ও জীবন বৈচিত্র্যের সরস ও সজীব চিত্র পরিবেশন করেছেন যা পাঠকের মনে নিবিড়ভাবে গেঁথে গিয়েছে। পঠিত অংশটি মূল রচনার একটি ছোট অংশ মাত্র।]

©BSTBPC

কুশীর এখানে আরও এক অভিনব রূপ, একদিকে স্নিগ্ধ শ্যাম তৃপ্তি, একদিকে অনন্ত দুঃস্বপ্ন ! কুশী এখানে ধরেছে তারা মূর্তি--তার এক হাতে খর্পর, এক হাতে বরাভয়। কিংবা অর্ধনারীশ্বর হর-পার্বতী। সেই স্তবটা পড়ছে মনে --

মন্দারমালা পরিশোভনায়ৈ, কপালমালা পরিশোভনায়
দিব্যাম্বরায়ৈ চ দিগম্বরায় নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়।

নদী বেশ চওড়া, জলের ধারাও প্রশস্ত, কিন্তু গভীর নয়, আমরা জীপসুদ্ধ আস্তে আস্তে পেরিয়ে গেলাম। দূরে কাছে মাঝে মাঝে চড়া জেগে উঠেছে, কাদা-খোঁচারা খুব ব্যস্ত; হাঁটুজলে জনতিনেক ছেলে জাল নিয়ে মাছ ধরছে। জীপের গায়ে বাধা পেয়ে নদীর স্রোতে একটা মৃদু কলতান উঠছে। যেন একটা ভাষারই কাছাকাছি; নিঃসঙ্গ নিরুদ্দেশ কৌশিকী কি কিছু বলতে চায় তার ক্ষণিকের অতিথিদের ?

একটা কথা বিশ্বাস করবে।... অবশ্য ঘরে বসে এই লেখনী চালনা করবার সময় সে অনুভূতিটা আমিও পাচ্ছি না, তবে অবগুণ্ঠন-মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে সেই রকম মুখোমুখি হয়ে বসলে সত্যিই মনে হয় তার যেন একটা ভাষা আছেই, আর অনন্ত কাল ধরে তার যেন সেই অস্ফুট কাকলিকে তোমার কাছে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অর্থবান করে তোলবার সাধনা; তুমি বোঝ না তাই তার বেদনাও অনন্ত...

বড্ড করুণ লাগছে আমার, কুশীকে মনে হচ্ছে অশ্রুমতী, ওর অশ্রুধারায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চলেছি আমি, মনে পড়ছে সেই কোন্ অতীত যুগের কথা...ঋষিকন্যা দু'টি গিয়েছিল পূজার পুষ্প চয়ন করতে, কৌশিকী আর কমলা—কৈশোর চাপল্যে বেলা গেল গড়িয়ে... বিঘ্নিত-তপঃ ঋষি দিলেন অভিশাপ—তোরা দুই বোনে নদী হয়ে চির—বিচ্ছেদে বিচ্ছিন্ন ধারা হয়ে বইবি ।...ধারায় হাত বুলুতে বুলুতে আমি শুনছি ওর কাকলি, অনুভব করছি ওর বেদনা, মনে মনে বলছি--'বুঝি কন্যা, বুঝি তোমার মর্মের কথা তোমার এই ধ্বংসের নিদারুণ অভিশাপ--তোমার বিচ্ছেদের জ্বালার মধ্যে যা অনিবার্যভাবেই বর্ষে বর্ষে মূর্তি নিয়ে উঠছে...'

গ্রামটার নাম সিংগিওয়ালা । অক্ষয়বাবু বলছেন--"এ গ্রামের একটু বিশেষ পরিচয় আছে, প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ ঘর বাঙালী পরিবারের বাস এখানে ।"

নতুন খবর নয়, ভাগলপুর জেলায় । (এখন সাহারসাতেও) আছে এ রকম অনেক। মেয়েরা কোঁচা করে শাড়ি পরে, 'হুক্কা' খায়, ওপর হাত পর্যন্ত চওড়া উল্কি করে। পুরুষেরা পরে নাগরা, এদিকে হুক্কার ওপর খৈনি । ভাষার দিক দিয়ে পুরুষানুক্রমে বাঙলা বিকৃত হতে হতে এখন বিশুদ্ধ স্থানীয় হিন্দীতে দাঁড়িয়েছে । অদ্ভুত লাগে এই রূপান্তর, কৌতূহল হয় এদের মধ্যে প্রবেশ করে এদের জীবন-প্রণালী দেখতে । কী ভাবে, কী করে, কী খায়, বাঙালীত্বের কতটা রয়েছে এখনও, কতটা হারিয়ে ফেলেছে । ভুল বুঝো না যেন, পলিটিক্স করছি না । এদের ফিরে আসা সম্ভব কিনা, এমন কি প্রয়োজনও কিনা--সে প্রশ্ন আমার কাছে--বিশেষ করে উপাধ্যায়-পদবী-চিহ্নিত এই কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বিভূতিভূষণের কাছে বড় নয়। আমার কোনও অতিবৃদ্ধ প্র-প্র প্রপিতামহ মাথায় বিরাট পাগড়ি বেঁধে পৌরুষ-রুক্ষ স্বরে যমুনা-সরযু-ঘর্ঘরার তটে বসে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতেন । এখন আমিই কি আমাদের বাউল-কীর্তন, বঙ্কিম-রবীন্দ্র নিয়ে, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারব, চাইব দাঁড়াতে, না, মানাবে দাঁড়ালে ? শশাংক যে কনৌজের সর্বনাশ সাধন করলে, তাই নিয়েও আমি বাঙালীদের জয়োল্লাসে যোগ দেব, না, কনৌজিয়াদের সঙ্গে শিরে করাঘাত হানব ?

মনে পড়ছে বিনয় ঝার কথা ? মুর্শিদাবাদে বাড়ি, মৈথিলী ব্রাহ্মণ । ছোকরা এসেছিল এদিকে (অর্থাৎ দ্বারভাঙ্গায়...মিথিলাতে !) চাকরির অন্বেষণে । বিদ্যে খুব বেশিদূর পর্যন্ত ছিল না, ট্যুইশনি করে কিছু উপার্জন করত-বাঙালীদের বাড়িতেই । এদিকে বেশি বিদ্যে ছিল না, কিন্তু তার বাঙলা জ্ঞান !...তখনও আমি লিখছি কিছু কিছু, কিন্তু সে যখন বাঙলা পড়াত মুগ্ধ হয়ে শুনতে হোত দাঁড়িয়ে, না হয় লজ্জিত হয়ে সঙ্গে পড়তে হোত । কথার্বাতা, চেহারা, রকমসকম-সব মিলিয়ে তাকে যেন বাঙালীর চেয়েও বেশি বাঙালী বলে মনে হোত—হয়তো আমি প্রবাসী বলেই ।...এখানে তার মন বসল না; "দেশ ছেড়ে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ভালো লাগছে না''--বলে একদিন পাত্তাড়ি গুটিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে গেল ।

বড় ইন্টারেস্টিং লাগে এই রূপান্তর; যুগে যুগে হয়ে এসেছে, প্রয়োজনে আবার অপ্রয়োজনেও । ওদিককার লক্ষ্মী এদিককার ঘরের ছেলেকে ডেকে পরিবেশন করছেন; যদি বল একই লক্ষ্মীর দুই রূপে লীলা তো সে আরও খাঁটি কথা-মূল খুঁজে দেখলে কী-ই বা তফাৎ বাঙলায়, মিথিলায় বা কান্যকুব্জেই-অথবা বাঙলায় আর গুর্জরে, মহারাষ্ট্রে, কর্ণাটে, অন্ধ্রে !

অল্প সামান্য প্রভেদটা যদি মেনেই নেওয়া যায়, তো এও বলতে হয়,-বাঙলা আমার চেয়ে বেশি করে বিনয় ঝার বাঙলা; মিথিলা ওর চেয়ে বেশি করে আমার মিথিলা।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'কুশীর এখানে আরও এক অভিনব রূপ'- এই অভিনব রূপটি কী ?
2. কুশীর প্রাচীন নাম কি ?
3. ঋষিকন্যা দুটির নাম কি ?
4. বিনয় ঝা কোথা থেকে কোথায় এসেছিল ?

তীরে বেলো চড়াই ঠেলে আমরা গ্রামের মধ্যে এসে পড়লাম। ঢুকতেই বাঁদিকে একটা পোড়া ঘর । অগ্নিকাণ্ড নতুন হয়েছে বলে মনে হোল, অক্ষয়বাবু জীপটা দাঁড় করালেন । দেখতে দেখতে লোক জুটে গেল, তবে খানিকটা তফাতে তফাতে । তার কারণ এসব প্রান্তে মোটর গাড়ি একটা দুর্লভ দৃশ্য হলেও জীপ সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব আছে, সে নাকি বেশি করে কর্তাদের বাহন--ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি দারোগা এইরকম জাঁদরেল সবদের। সুতরাং যাদের তফাতে রাখতে হবে বলে চাণক্য 'শতহস্তেন' পর্যন্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তাদের পর্যায়ে পড়ে। অক্ষয়বাবু ডাকতে ডান দিকের দলের মধ্যে থেকে জনকয়েক বয়স্ক গোছের এগিয়ে এল ।

© BTBPC

''এটা পুড়ল কি করে ? একটা স্কুল ছিল না ?''

''আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর, আপার প্রাইমারী স্কুল...''

''পুড়ল কি করে !''

অপর একজন একটু পেছন থেকে ঠেলে এগিয়ে এল, কতকটা যেন উৎসাহের সঙ্গে বললে-''ঘরটা অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় ছিল হুজুর--জায়গায় জায়গায় ভেঙেচুরে গিয়েছিল-চালাটার দুর্দশা, একটু জল পড়লে মাস্টারদের তবুও অতটা নয়-ছেলেদের ভিজিয়ে নাইয়ে দিত-জেলা বোর্ডকে লিখে লিখেও, হুজুর...''

''আপনি একজন মাস্টার ?''

''হ্যাঁ, হুজুর, মাস্টারই আমি ।''

''কিন্তু জল পড়লে বা জেলা বোর্ড কান না দিলে তো স্কুল পুড়ে যেতে পারে না !... জিগ্যেস করছি আগুনটা লাগল কি করে ?''

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

লোকটা একটু থতমত খেয়ে যেতেই আর একজন এগিয়ে এল, বললে-"সে এক আশ্চর্য কাণ্ড হুজুর তাই আমাদের গ্রামের সবার সন্দেহ যে "বড়ম্ আগ্' ।"

'বড়ম্ আগ্' তোমায় একটু বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ।এদিকে বেশির ভাগই ঘর উলু-খড়ের, জানই তো ওগুলো বিচালির চেয়ে ঢের বেশি দাহ্য, গোলপাতার চেয়ে তো বটেই । খোঁজ করে দেখা গেছে, এদেশে আগুন যে লাগে, তার একটা খুব বড় কারণ মেয়েদের তামাক খাওয়া, তবু কিন্তু আর একটা সম্ভাবনা আছেই যে, যদি ক্রমাগত ক'দিন ধরে টানা পশ্চিমা হাওয়া চলে তো একেবারে শুকনো খড়-বাঁশ-বাতায় ঘষাঘষি হয়েও অগ্নিকাণ্ড হতে পারে, এই হোল 'বড়ম আগ' অর্থাৎ ব্রহ্মাগ্নি ।তবে এ যতটা হোক না হোক, ব্রহ্মাকে খাড়া করে অনেক রহস্যময় অগ্নিকাণ্ডের কিনারা করার চেষ্টা হয় । এটাও সেইরকম ।

ব্যাপারখানা বুঝতেই পারা যাচ্ছে, এমনি ঘর ঠিক করে দেবে না জেলা বোর্ড, দে আগুন ধরিয়ে শেষ করে ।সামলাতে 'বড়ম্ বাবা' তো আছেনই।

©BSTBPC

"কখন লাগল আগুনটা ?"

"কাল রাত্রে তখন প্রায় দশটা । আমরা সবাই রাস্তার ঐ বাড়িটায় ভজন করছি... গান জমে উঠেছে--এমন সময়..."

ইঙ্গিত পেয়ে সোফার রামদয়াল মোটরে স্টার্ট দিয়েছে, অক্ষয়বাবু বেশ একটু ভারিক্কে হয়েই বললেন—"গানটা কি রাগে ছিল, দীপক ?... ওসব চলবে না, আগুন লাগান হয়েছে,...বড়ম্ ঠাকুরটিকে বের করতে হবে, নইলে..."

শেষের দিকটা সবাই ভয় ভাঙা হয়ে মোটরের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছে ।ছ সাতটি ছেলে-নয়, দশ, বারো, এইরকম, গুটি-কয়েককে একটু যেন কিরকম মনে হোল, এমনি কোন প্রভেদ নেই, তবু যেন ওরই মধ্যে একটু আলাদা ।হয়তো তারা যেভাবে চেয়ে ছিল আমাদের দিকে তার জন্যেই এই রকমটা হোল মনে, রামদয়ালকে বললাম থামাতে মোটরটা ।

বাঙলাতেই জিগ্যেস করলাম-"শোন তো, তোমাদের কেউ কি বাঙালী ?"

আন্দাজ ভুল হয়নি, ঐগুলিই যেন একটু বেশি সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, সলজ্জভাবে মাথা দোলালে।

"নাম কি তোমার ?"

"গোবিন্দ নয়েক" – তারপর শুধরে নিয়ে বললে –"নায়ক ।"

"বাঙলা বলতে পার ?"

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সেইরকম লজ্জিতভাবে মাথা নাড়লে-না, পারে না । একজন একটু সাহস করলে, একটু সামনে এসে লজ্জিতভাবে হেসে বললে –"আমার বাঙলা দেশমে বাড়ি –"

তাও যে ঠিক করে বলতে পারলে এমন নয়, কেমন যেন জড়িয়ে ফেললে।

জিগ্যেস করলাম–"বাঙলা দেশমে–কোথায়, জায়গাটার নাম কি ?"

আরও লজ্জিতভাবে হেসে মুখটা ঘুরিয়ে পাশের ছেলেটির ঘাড়ে গুঁজে দিলে। জানেই না, কিংবা হয়তো বাঙলার পুঁজিই শেষ হয়ে গেছে, আর সাহস করলে না । রামদয়ালকে এগুতে বললাম ।

ভালোই আছে সব, বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম । গোপালসুন্দর বললেন–শরৎ পাল সিংগিওয়ালের একজন খুব সম্পন্ন গৃহস্থ, প্রায় দু-আড়াইশ' বিঘা জমির মালিক, এ-তল্লাটে বিশেষ প্রতিপত্তি । আরও সব ছোট বড়, মাঝারি গৃহস্থ, মোটা ভাত, মোটা কাপড়টার অভাব বড় একটা নেই কারুর ।...ভাত কাপড় আর স্বাস্থ্য–সাধারণ মানুষের উচ্চাশার এই তো সীমা– ভালোই আছে ।

©BSTBPC

মোটর আবার ছুটল আমাদের । কি মনে হতে একবার গলা বাড়িয়ে ঘুরে দেখলাম। জীপ যে ধূলির মেঘ উড়িয়েছে, তাতে রাস্তার কাছাকাছি কিছুই আর দৃষ্টিগোচর হয় না । তারপর নজর পড়ল সেই মেঘের মধ্যে থেকে একটি ছেলে ছিটকে বেরুল–গ্রামের দিকে ছুটছে, তারপর আরও দু'টি, বাঙালী দেখার গল্প করতে ছুটল বাড়িতে–"মাইগে, বাঙালিয়া সবকে দেখলি!-তিন গোটে ছলেই গে । পুছল্‌কেই–'বঙলা বোলিতে পারো?' হম্ কহ্‌লিয়েই–'হু', হামি পারে ।' সচ্চে গে, তাহর কিরিয়া!"

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. জাঁদরেল কর্তাদের বাহন কোন্ গাড়ি ?
> 2. 'বঢ়ম্ আগ' শব্দটির শুদ্ধ রূপ কী ?
> 3. আগুন লাগার একটা বড় কারণ কী ?
> 4. সাধারণ মানুষের উচ্চাশার সীমা কী ?

জেনে রাখো

খপরি — খর্পরের বিভিন্ন মানে হয় । খাপরা বা ভিয়াপাত্রও হতে পারে । এখানে মড়ার মাথার খুলি ।

বরাভয় — অভয়দানের মুদ্রা বা ভঙ্গি ।

অন্বেষণ — খোঁজ

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

2. নিচের বাক্যগুলির বাংলা অনুবাদ করো –

'মাইগে, বাঙালিয়া সবকে দেখলি ! - তিন গোটে ছলেই গে । পুছলকেই - 'বঙলা বোলি তে পারো ? হম্ কহলিয়েই - 'হামি পারে'। সচ্চ গে, তাহর কিরিয়া।"

3. বন্যাত্রাণে সাহায্য চেয়ে স্কুলের নোটিশ বোর্ডে টাঙাবার উপযুক্ত একটি বিজ্ঞপ্তি (Notice) লেখো ।

©BSTBPC
©BSTBPC

আলোচনা করো

1. কুশী নদীকে বিহারের অভিশাপ বলা হয় । প্রতি বছর বন্যায় ভয়ঙ্কর ক্ষয় ক্ষতি হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে বন্যা রোধ করা কি অসম্ভব ? পত্রিকার সম্পাদকীয় কলমে তোমার বক্তব্য পেশ করতে পারো ।

করতে পারো

1. তোমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ভিন্ন ভাষা-ভাষীর বন্ধু নিশ্চয় আছে । বিহারেই কারও মাতৃভাষা মৈথিলী, ভোজপুরী, মগহী বা অবধি । তোমার মাতৃভাষা বাংলা। প্রতিদিনের ওঠা বসা যেসব বন্ধুদের সঙ্গে তাদের মাতৃভাষা তুমি শেখার চেষ্টা করো এবং তুমিও ওদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলে তাদের বুঝতে এবং শিখতে সাহায্য করো ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

লেখক পরিচয়

[জন্ম ১৯ জুলাই ১৮৬৩ - মৃত্যু ১৯১৩] । বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম কালজয়ী স্রষ্টা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র, মাতা প্রসন্নময়ী দেবী । ছেলেবেলা থেকেই তিনি মেধাবী ছাত্র বলে পরিচিত ছিলেন । কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৮ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করার পর হুগলী কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে ইংরাজি সাহিত্যে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে, এম. এ. পাশ করেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য প্রতিভা বিকাশের পথে তাঁর পারিবারিক পরিবেশের দান অনেকখানি । সাহিত্য ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের আলোচনা তাঁদের পরিবারে প্রচলিত ছিল ।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য - সাধনা ছাত্রাবস্থাতেই শুরু হয় । তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে । এটি কবিতা ও গানের সংকলন ।

১৮৮৪ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলেত যাত্রা করেন কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার উদ্দেশ্যে । বিলেত প্রবাসকালে তিনি 'সাপ্তাহিক পতাকা' পত্রিকায় 'বিলাতের পত্র' প্রকাশ করেন । এই সময়ে তাঁর জীবনে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল - একটি বিলেতি সংগীত শিক্ষা, দ্বিতীয়টি ইংরাজি কাব্যের প্রকাশ ।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য - সাধনা স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে উল্লেখযোগ্য। তিনি কাব্য বা কবিতা, বিশেষতঃ হাসির গান, নাটক ও প্রহসনে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন । আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ সালে । 'আষাঢ়ে', 'হাসির গান', 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেনী' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ । 'কল্কি অবতার', 'বিরহ', 'এ্যহস্পর্শ,' 'প্রায়শ্চিত্ত', 'সীতা,' 'পাষাণী', 'তারাবাই,' 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'নুরজাহান', 'রাণা প্রতাপ', 'দুর্গাদাস', প্রভতি তাঁর রচিত বিশিষ্ট নাটক ।

১৯১১ সালে হিন্দুযুগের ইতিহাস অবলম্বন করে তিনি রচনা করেন 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি। আলোচ্য পাঠটি এই চন্দ্রগুপ্ত নাটকেরই একটি দৃশ্য (দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য)। এই দৃশ্যে আবেগপ্রবণ চন্দ্রগুপ্তের নিষ্ক্রিয়তাকে দূর করার জন্য চাণক্যের যুক্তিজাল বিস্তার এবং মুরার ভগ্নস্বরে মাতৃ অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের আবেদনের সহযোগিতায় সুকৌশলে তাঁকে উত্তেজিত করার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে । এখানে চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষণীয় ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—সেতুপার্শ্বে অরণ্য। কাল—সন্ধ্যা।

চাণক্য একাকী

চাণক্য। ক্ষুধিত লেলিহান কুক্কুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তারা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরবরক্তধারা পান করুক। এই নিবিড় অরণ্যে ব্যাঘ্র-ভল্লুকের অভাব-আজ তারাই পূর্ণ কর্ছে। তফাৎ এই যে, ব্যাঘ্র ভল্লুক উদরের জন্য অনন্যোপায় হ'য়ে মানুষের রক্ত শোষণ করে। আর মানুষ লোভে, অন্ধ-হিংসায়, পরস্পরের টুঁটি কামড়ে ধরে। বলিহারি সৃষ্টি !— ঐ সূর্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারিদিকে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে! কাল আবার ঐ সূর্য উঠবে! উঠুক! একদিন আসবে, সে দিন ঐ সূর্য আর উঠবে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হয়ে যাবে। তা'র পাংশুরক্তবর্ণ ধুম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের উপর এসে পড়বে! তারপর তাও পড়বে না। কৃষ্ণ সূর্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই !—কে ?

কাত্যায়নের প্রবেশ

চাণক্য । কাত্যায়ন ? কি সংবাদ !

কাত্যায়ন । আমাদের যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েছে।

চাণক্য । পরাজয় !

কাত্যায়ন । চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত ! তাই দেশে আমাদের সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়েছে।

চাণক্য । চন্দ্রগুপ্ত পলায়িত !— কোথায় ?

কাত্যায়ন । পূর্বদিকে।

চাণক্য । কোন্ দিকে তা জিজ্ঞাসা করি নাই ! কোথায় ?

কাত্যায়ন । তা জানি না।

চাণক্য । যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম !—চন্দ্রকেতু কোথায় ?

কাত্যায়ন । তা জানি না। তবে আমি তাকে অশ্ব থেকে পড়ে যেতে দেখেছি।

চাণক্য । তুমি এতক্ষণ কি কর্ছিলে মূর্খ ?

কাত্যায়ন । আমি ঐ পর্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের গতি নিরীক্ষণ কর্ছিলাম।

চাণক্য । নিরীক্ষণ কর্ছিলে ! — যখন জয় নিশ্চিত, মুষ্টিগত !—ওঃ !

কাত্যায়ন । ঐ যে ! চন্দ্রগুপ্ত আসছে।

চাণক্য । *(সাগ্রহে)* কৈ ? *(করতালি দিয়া)* ঐ যে ! এখনও আশা আছে। কাত্যায়ন ! যাও,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

তুমি সৈন্যদের আশ্বাস দাও । বল চন্দ্রগুপ্ত আসছে, পালায়নি–যাও, শীঘ্র যাও,–দ্বিরুক্তি কোরো না।

কাত্যায়নের প্রস্থান

চাণক্য । চিন্তা নাই ! 'কন্টকেনৈব কন্টকম্' ! মুরা !

মুরার প্রবেশ

মুরা । কি গুরুদেব !

চাণক্য । এইখানে দাঁড়াও । (*দাঁড় করাইয়া*) কাঁদতে জানো নারী ?

মুরা । সে কি !

চাণক্য । ঐ চন্দ্রগুপ্ত আসছে । তোমায় কাঁদতে হবে ।

মুরা । পুত্র ! পুত্র ! (*অগ্রসর হওন*)

চাণক্য । খর্বদার ! এখন স্নেহ নয়--তিক্ত ভর্ৎসনা, উষ্ণ অশ্রুজল, পুত্রের উপর মাতার অভিমান, অভিনয় কর্তে হবে । প্রস্তুত ?

ধীরে ধীরে মুক্ত তরবারি হস্তে নতমুখে চন্দ্রগুপ্তের প্রবেশ

চাণক । এই যে চন্দ্রগুপ্ত !-- চন্দ্রগুপ্ত যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছে মুরা !– তাকে তোমার বক্ষে নাও । বীরপুত্র তোমার – উৎসব কর !

চন্দ্রগুপ্ত । না গুরুদেব ! আমি জয়লাভ ক'রে আসি নি ।

চাণক্য । সে কি !-- তবে !

চন্দ্রগুপ্ত । আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি ।

চাণক্য । সে কি ! অসম্ভব ! মুরার পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করে কিংবা প্রাণ দেয়, পলায় না ।

মুরা । পালিয়ে এসেছে ! -- স্থির চিত্তে এ কথা বলছ চন্দ্রগুপ্ত ! পালিয়ে এসেছে ! মর্তে পারো নি ?– ভীরু !

চাণক্য । না, এ ক্ষণিক দৌর্বল্য ।–যাও, যুদ্ধ কর চন্দ্রগুপ্ত;

চন্দ্রগুপ্ত । পার্ব না !

তরবারি পদতলে রাখিলেন

চাণক্য । কি পার্বে না ?

চন্দ্রগুপ্ত । ভাইয়ের গায়ে অস্ত্রাঘাত কর্তে !

মুরা । কাপুরুষ !

চন্দ্রগুপ্ত । কাপুরুষ নই–ভাই ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

চাণক্য । যে ভাই তোমাকে নির্বাসিত ক'রেছে !

চন্দ্রগুপ্ত । তবু সে ভাই ।

মুরা । যে ভাই তোমার মাতাকে অপমান ক'রেছে ! —কি, নীরব রৈলে যে ?

চাণক্য । যা'র রাজত্ব দৌরাত্ম্যের মাত্র ।

চন্দ্রগুপ্ত । গুরুদেব ! ভ্রাতৃবিরোধে কি আপনি আজ্ঞা দেন ?

চাণক্য । হ্যাঁ—ধর্মযুদ্ধে । কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কি ব'লেছিলেন ?

চন্দ্রগুপ্ত । মার্জনা কর্বেন গুরুদেব ! শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি আমার হৃদয়কে স্পর্শ করে না ।

চাণক্য । (*সপদদাপে*) এই পাপেই আর্যাবর্ত গেল । চন্দ্রগুপ্ত ! গীতার মাহাত্ম্য তুমি কি বুঝবে? — শাস্ত্রচর্চা ব্রাহ্মণের অধিকার ।

চন্দ্রগুপ্ত । ব্রাহ্মণের অধিকার ব্রাহ্মণ ভোগ করুন । আমায় বিদায় দিন ।

চাণক্য । চন্দ্রগুপ্ত ! তোমার এই দৌর্বল্য আমি মাঝে মাঝে লক্ষ্য ক'রেছি ! অন্য সময়ে এ দৌর্বল্যে যায় আসে না । শুষ্ক নৈরাশ্যে অলস প্রহর যাপন কর, উষ্ণ অশ্রুজলে নৈশ উপাধান অভিষিক্ত কর,—যায় আসে না । সময় সময় ক্রন্দনও বিলাস । কিন্তু কর্মক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এ দৌর্বল্য সাংঘাতিক । ভূমিকম্পের মত উঠে, সে নিমেষে শতাব্দীর রচনা ভূমিসাৎ করে । চন্দ্রগুপ্ত ! মুহূর্তে জীবনের সাধনা নিষ্ফল করে' দিও না, জীর্ণ বস্ত্রসম এই আলস্য হৃদয় থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও । যুদ্ধে অগ্রসর হও ।

চন্দ্রগুপ্ত । মার্জনা কর্বেন গুরুদেব !

মুরা । চন্দ্রগুপ্ত ! সত্যই কি আমার পুত্র তুমি !!! যে নন্দ—

চন্দ্রগুপ্ত । তাকে মার্জনা কর মা !

মুরা । মার্জনা ! সর্বাঙ্গে দিবারাত্রে শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালাকে শীতল কর্তে পারে এক—নন্দের রক্ত ।

চন্দ্রগুপ্ত । মা, শৈশবে কত তার সঙ্গে খেলা করেছি; তাকে কত খেলনা কিনে দিয়েছি; তোমার কাছে মিষ্টান্ন পেয়ে তার আধখানি ভেঙ্গে নন্দকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছি; পিতার তিরস্কারে তার ছলছল চক্ষু দুটি চুম্বন করে' অশ্রু মুছিয়ে দিয়েছি । একদিন এক পলাতক অশ্ব ছুটে যাচ্ছিল, নন্দ সম্মুখে প'ড়েছিল, তার আসন্ন বিপদ দেখে আমি তাকে বক্ষ দিয়ে ঘিরে অশ্বের পদাঘাত নিজের পিঠ পেতে নিয়েছিলাম । আজ যুদ্ধ ক্ষেত্রে আবার সেই কোমল তরুণ ঢল ঢল মুখখানা দেখলাম, আর সেই সব কথা এক সঙ্গে মনে পড়ে গেল । তা'র মাথার উপরে খড়্গ উঠাতে আমার পিতৃরক্ত হৃৎপিণ্ডে লাফিয়ে উঠে পঞ্জরের দ্বারে সবলে আঘাত করে' চেঁচিয়ে বলে' উঠলো,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

'সাবধান চন্দ্রগুপ্ত ! ও ভাই!—মগধের সাম্রাজ্য কি ভাইয়ের চেয়ে বড়!''

মুরা । নন্দ তোমার ভাই ! কিন্তু আমার কে ?

চন্দ্রগুপ্ত । নন্দ তোমার পুত্র । মা ! গর্ভে ধারণ না কর্লে কি পুত্র হয় না ? নন্দের মাতার মৃত্যুর পর তার মাতৃস্বরূপিণী হ'য়ে তুমি তাকে মানুষ কর নি ? স্তন্যপান করাও নি ? বুকে ক'রে ঘুম পাড়াও নি?

মুরা । সেই জন্যই ত ক্ষমা কর্তে পারি না । সে সব কথা নন্দ ভুলে যেতে পারে, আমি পারি না!– যখন অধম বাচাল আমার কেশ আকর্ষণ কর্লে–। আর নন্দ শূদ্রাণী মা ব'লে ব্যঙ্গ কর্লে—তখন কি বল্‌বো পুত্র—ওঃ !—তোমার কাছে মাতার অপমান কিছুই নয় ? মা তোমার কেউ নয় ?

চাণক্য । এক মাতৃগর্ভে জন্ম ব'লেই ভাইয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ না ? মায়ের চেয়ে ভাই বড় ? জগতে এই প্রথম হ'ল যে, সন্তান মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নেয় না !- (*মুরাকে*) কাঁদো অভাগিনী নারী ? এই তোমার পুত্র ! মা চিনে না !—জানে না যে জগতে যত পবিত্র জিনিষ আছে, মায়ের কাছে কেউ নয় !

চন্দ্রগুপ্ত । তা জানি গুরুদেব ।

চাণক্য । না, জানো না ! নইলে মায়ের অপমানের প্রতিশোধ নিতে সন্তান দ্বিধা করে ?—মা— যা'র সঙ্গে একদিন এক অঙ্গ ছিলে— এক প্রাণ, এক মন, এক নিশ্বাস, এক আত্মা— যেমন সৃষ্টি একদিন বিষ্ণুর যোগনিদ্রায় অভিভূত ছিল,—তারপর পৃথক হ'য়ে এলে- অগ্নির স্ফুলিঙ্গের মত, সঙ্গীতের মূর্ছনার মত, চিরন্তন প্রহেলিকার প্রশ্নের মত । মা—যে তার দেহের রক্ত নিংড়ে, নিভৃতে বক্ষের কটাহে চড়িয়ে, স্নেহের উত্তাপ জ্বাল দিয়ে, সুধা তৈরী ক'রে তোমায় পান করিয়েছিল – যে তোমার অধরে হাস্য দিয়েছিল, রসনায় ভাষা দিয়েছিল, ললাটে আশিস্—চুম্বন দিয়ে সংসারে পাঠিয়েছিল; মা—রোগে, শোকে, দৈন্যে, দুর্দিনে তোমার দুঃখ যে নিজের বক্ষ পেতে নিতে পারে, তোমার ম্লান মুখখানি উজ্জ্বল দেখবার জন্য যে প্রাণ দিতে পারে, যার স্বচ্ছ স্নেহমন্দাকিনী এই শুষ্ক তপ্ত মরুভূমিতে শতধারায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে যাচ্ছে; মা – যার অপার শুভ্র করুণা মানবজীবনে প্রভাত-সূর্যের মত কিরণ দেয়—বিতরণে কার্পণ্য করে না, বিচার করে না, প্রতিদান চায় না—উন্মুক্ত, উদার কম্পিত আগ্রহে দুহাতে আপনাকে বিলাতে চায় ! – এ সেই মা!

চন্দ্রগুপ্ত । গুরুদেব ! রক্ষা করুন, আমায় ভ্রাতৃবধে উত্তেজিত কর্বেন না ।

মুরা । চন্দ্রগুপ্ত ! এতদিনে বুঝলাম যে, আমি তোমার কেউ নই । নন্দ ক্ষত্রিয়, তুমি ক্ষত্রিয়-

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কুমার। নন্দই তোমার ভাই ! আমি শূদ্রাণী । আমি তোমায় গর্ভে ধারণ করেছিলাম মাত্র । আমি কে ? আমি ত' তোমার মা নই ।

চন্দ্রগুপ্ত । পুত্রের উপর তুমি এত নিষ্ঠুর হ'তে পারো মা ! তুমি আমার মা নও ? তুমি শুদ্ধ আমার মা নও—তুমি আমার ধর্ম, তুমি আমার সাধনা, তুমি আমার ঈশ্বরী । তোমার আজ্ঞা আমার কাছে দৈববাণী।

মুরা । তাই যদি সত্য হয়, তবে যুদ্ধে অগ্রসর হও ।—কি । তথাপি নীরব !—চন্দ্রগুপ্ত ! (*ভগ্নস্বরে*) আমি তোমার মা, তোমার অপমানিত প্রপীড়িত পদাহত মা । এই আমার আজ্ঞা !— এখন তোমার যেরূপ অভিরুচি !

চন্দ্রগুপ্ত । তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা । আর দ্বিধা নাই । তোমার আজ্ঞাই এ প্রশ্নসঙ্কুল কুটিল জগতে আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাক্ ! আমি যেন তোমাকেই আমার জীবনের ধ্রুবতারা ক'রে পার্শ্বে ভ্রূক্ষেপ না করে, সংসার-সমুদ্রে তরী বেয়ে চলে' যাই !—মা, আশীর্বাদ কর । এই মুহূর্তে আমি যুদ্ধে যাচ্ছি !

মুরা । এই ত আমার পুত্র ।

চাণক্য । এই ত আমার শিষ্য । এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও । একবার সবলে— দূর নেপথ্যে । ওই দিকে । এই দিকে ।

চাণক্য । ঐ তা'রা আসছে—এখানেই আসছে । একবার ওঠো বৎস ! মেঘনির্মুক্ত সূর্যের মত দ্বিগুণ তেজে জ্বলে' ওঠো । ঐ তূর্যধ্বনি । তোমার সৈন্যরাও আসছে । ভয় নাই । একা চন্দ্রগুপ্ত শত নন্দের সমান । কারও সাধ্য নাই যে আমার শিষ্যকে পরাস্ত করে !-- দূরে ঐ চন্দ্রকেতু সসৈন্যে তোমার সাহায্যে আস্‌ছে ।

নিকটতর নেপথ্যে । এই জঙ্গলের ভিতরে ।

চাণক্য । চন্দ্রগুপ্ত ! দৃঢ় হও !— এসো মুরা—জয়োস্তু !

মুরা । আমার পদধূলি নাও বৎস ।

পদধূলি দান

উভয়ের প্রস্থান । বিপরীত দিক হইতে সৈন্য চতুষ্টয়ের সহিত মুক্ত তরবারি হস্তে নন্দের প্রবেশ

নন্দ । এই যে এখানে কাপুরুষ !

আক্রমণ করিলেন

চন্দ্রগুপ্ত । আপনাকে রক্ষা কর নন্দ (তরবারি উঠাইলেন) — এ কি । হাত কাঁপে কেন !

যুদ্ধ হইতে লাগিল । দুইজন সৈনিক ভূশায়ী হইল । পরিশেষে চন্দ্রগুপ্তের

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

তরবারির আঘাতে নন্দের তরবারি করচ্যুত হইল । চন্দ্রগুপ্ত তাহার পর স্বীয় তরবারি দিয়া নন্দের শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে নন্দ হস্ত দিয়া নিবারণ করিতে গিয়া কহিলেন

নন্দ । আমায় বধ করো না ।

চন্দ্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন

চন্দ্রগুপ্ত । আমার বক্ষে এস,—ছোট ভাইটি আমার !

ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈনিকদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, সেই মুহূর্তে প্রথমে চন্দ্রকেতু ও ছায়া তৎপশ্চাতে অন্যান্য সৈনিক আসিয়া উহাদের প্রতি ভল্ল নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন । ঠিক এই সময়ে চাণক্যকে সেতুর উপর দেখা গেল ।

তিনি কহিলেন

চাণক্য । বধ কোরো না, বন্দী কর ।

জেনে-রাখো

1. **লেলিহান** — লক্‌লকে জিভ বিশিষ্ট

   পাণ্ডুর — ফেকাসে

   ছত্রভঙ্গ — বিশেষতঃ পরাজিত সৈন্যদলের বিশৃঙ্খলা

   নিরীক্ষণ — মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করা

   মুষ্টিগত — মুঠোর মধ্যে

   প্রপীড়িত — নির্যাতিত

   তূর্য — ভারতের প্রাচীন রণবাদ্য বিশেষ

   নির্মুক্ত — সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত ।

2. প্রথম দৃশ্যে চাণক্যের তীব্র জ্বালাময়ী উক্তিগুলির মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের কঠিন কঠোর রূপটি প্রকাশিত হয়েছে । তিনি ব্যক্তি জীবনে সমাজের কাছে বার - বার নির্যাতিত, অপমানিত, প্রতারিত, লাঞ্ছিত হতে হতে তাঁর হৃদয়ে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়, তাই তাঁকে কঠোর হৃদয়ের অধিকারী করে তোলে ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

3. নাটক কী ?

নাটক প্রধানতঃ পাঁচ অঙ্ক বিশিষ্ট সাহিত্যের একটি শাখা । এর মূল উপাদান হলো কাহিনী, সংলাপ, চরিত্র সৃষ্টি । এইসব কিছুর মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকতে হবে । নাটক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যগুলি ভেসে ওঠে । অর্থাৎ যদি এটি মঞ্চস্থ করতে পারা যায় তবেই নাটকের সার্থকতা বোঝা যায় ।

4. চাণক্য -- বিষ্ণুগুপ্ত বা চাণক্য কৌটিল্য একজন ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তি। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য পাওয়ার মূলে অর্থশাস্ত্র প্রণেতা এই বিদ্বান, শানিতবুদ্ধি, কূটনৈতিক ব্রাহ্মণের অবদান অনেকখানি ।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য -- মাত্র ২৫ বছর বয়সে চাণক্যের সহায়তায় শেষ নন্দবংশীয় শাসক নন্দ কে পরাজিত করে মগধের সিংহাসনে আসীন হন এবং মৌর্য সাম্রাজ্যের স্থাপনা করে ।

নন্দ -- নন্দ চন্দ্রগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভাই এবং মগধের রাজা শূদ্রাণীপুত্র বলে চন্দ্রগুপ্তকে তিনি সিংহাসনচ্যুত করেছেন এবং চন্দ্রগুপ্তের মা মুরা যদিও তাঁকে পালন করেছেন, স্তন্যদান করেছেন তবুও তাঁকে অপমানিত করতে দ্বিধা করেননি।

মুরা -- চন্দ্রগুপ্তের মাতা ।

5. এই নাটকটিতে কর্চ্ছে, মর্ত্তে, কর্চ্ছিলে, পার্বে, কর্বেন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলি করছে, মরতে, করছিলে, পারবে, করবেন প্রভৃতি শব্দগুলির বানানভেদ । ঐতিহাসিক নাটকের সংলাপের উপর বিশেষ জোর দেওয়ার জন্য এই বানানগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে । অন্যত্র এই বানান ব্যবহার ব্যাকরণ সিদ্ধ নয় বলে প্রয়োগ করা যাবে না ।

পাঠ বোধ

অতি সংক্ষেপে লেখো

1. মুরার পুত্র কে ?
2. 'আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছি'-- কে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে এসেছে?
3. চন্দ্রগুপ্ত 'গুরুদেব' বলে কাকে সম্বোধন করেছেন ?
4. মুরা কাপুরুষ কাকে বলেছেন ?
5. 'জগতে যত পবিত্র জিনিষ আছে; মায়ের কাছে কেউ নয়' — কে, কাকে একথা বলেছেন ?
6. 'বধ কোরো না, বন্দী কর' -- কাকে বন্দী করার জন্য বলা হয়েছে ? কার সংলাপ এটি ?

সংক্ষেপে লেখো

7. নন্দ কিভাবে মুরাকে অপমান করেছিলেন ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

8. চাণক্য কেন মুরাকে কাঁদতে বললেন ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

9. 'কাঁদতে জানো নারী'- যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়িত চন্দ্রগুপ্তকে আসতে দেখে চাণক্য একথা মুরাকে বলেছেন। কেন তাঁকে কাঁদতে বলা হয়েছে বলে মনে হয় ? লেখো।

10. চাণক্য আবেগপ্রবণ চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করে ভ্রাতৃযুদ্ধে প্ররোচিত করতে মুরার মাতৃমর্যাদার সুযোগ নিয়েছেন -- এ বিষয়ে লেখো ।

11. কোন্ কোন্ সংলাপের মধ্যে দিয়ে চাণক্যের দয়ামায়াহীন কঠোর কঠিন চরিত্রের রূপটি প্রকাশিত হয়েছে ? বুঝিয়ে লেখো ।

12. চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আলোচ্য অংশটিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বহুপদ থেকে একপদে পরিণত করো

(ক) যার জিভ লক্‌লক্ করে

(খ) যিনি অভিনয় করেন

(গ) যারা এক মায়ের গর্ভে জন্মেছে

(ঘ) যে সৈন্য পায়ে চলে যুদ্ধ করে

(ঙ) যিনি ইতিহাস জানেন

(চ) জয় করবার ইচ্ছা ।

2. বাক্যরচনা করে নিচের শব্দগুলির অর্থ পার্থক্য দেখাও

(ক) উপাধান, উপাদান

(খ) মাহাত্ম্য, মহত্ব;

(গ) বৃত্ত, বিত্ত

(ঘ) জ্বালা, জলা;

(ঙ) লক্ষ, লক্ষ্য

(চ) মুখ, মুক

(ছ) কোমল, কমল ।

3. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিণত করো

রক্ত, পৃথিবী, মলিন, দুর্বল, অপমান, দুঃখ, সংসার, ভয় ।

করতে পারো

তোমারা বন্ধুরা মিলে ঐতিহাসিক কোন নাটক মঞ্চস্থ করতে পারো । ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষত্ব এর পোশাক ও অস্ত্র-শস্ত্র ইত্যাদি । নাটকের প্রয়োজন অনুসারে এগুলি তোমরা নিজেরা তৈরি করতে পারো । এরজন্য খুব কম খরচেই নানা ধরণের রঙিন কাগজ, বোর্ড, পাতলা টিনের পাত, জড়ির সুতো, রাংতা ও রং ইত্যাদি ব্যবহার করো । এ ধরণের কাজ কুটির শিল্পের মধ্যে পড়ে । মনে রেখো, এগুলি যত ক্ষুদ্র শিল্পই হউক না কেন সৃষ্টির আনন্দের স্বাদই আলাদা ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

লালু

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখক পরিচয়

[জন্ম ১৮৭৬ - মৃত্যু ১৯৩৮ । কালজয়ী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শুধু বাংলার বরেণ্য কথাশিল্পী নন, ভারতের সর্বত্র সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেন । তাঁর গল্প - উপন্যাসগুলি ভারতের বিভিন্ন ভাষায় একাধিকবার অনূদিত হয়েছে । তাঁর কৈশোর ও প্রথম জীবন ভাগলপুরে মামার বাড়িতে কাটে । ইং ১৮৯৪ তে প্রবেশিকা পাশ করেন । শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে কাটে । ১৭ বছর বয়সে গল্প লিখতে শুরু করেন । পিতার মৃত্যুর পর ইং ১৯০৩ সালে জীবিকার সন্ধানে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। প্রবাসকালে আত্মীয় বন্ধুদের অনুরোধে সাহিত্য সৃষ্টিতে নেমে পড়েন । যমুনা পত্রিকায় 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' ও 'বিন্দুর ছেলে' প্রকাশিত হওয়া মাত্র চারিদিকে সাড়া পড়ে যায় । এরপর ১৩২০-২২-এ ভারত বর্ষ পত্রিকায় 'বিরাজ বৌ', 'পন্ডিত মশাই', 'পল্লী সমাজ', প্রকাশিত হলে সাহিত্য ক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করেন । সাহিত্য ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে গুরু বলে মনে করতেন । তাঁর প্রথম মুদ্রিত রচনা 'মন্দির' গল্পটি ১৩০৯ বঙ্গাব্দে কুন্তলীন পুরস্কার পান । অনিলা দেবী, ছদ্মনামে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন — 'নারীর মূল্য', 'কানকাটা', 'গুরুশিষ্যসংবাদ', 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । রাজনীতি বিষয়ক বহু প্রবন্ধ রচনা করেন । রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন । কয়েক বছর হাওড়া জেলা - কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব করেন । ১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিনী স্বর্ণপদক পান । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাম্মানিক ডি-লিট বা সাহিত্যাচার্য উপাধি পান । তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ - 'শ্রীকান্ত' (চারটি পর্ব), 'চরিত্রহীন', 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'দেবদাস', 'নববিধান', 'শেষপ্রশ্ন' । বাংলার বিপ্লববাদের সমর্থক এই অভিযোগে ব্রিটিশ সরকার তাঁর 'পথের দাবী' বাজেয়াপ্ত করে । এখনো তাঁর সাহিত্যের রসাবেদন অক্ষুন্ন আছে । তিনি নিজে বিপ্লবী না হলেও অহিংসবাদ ও চরখা আন্দোলনের প্রতি সদয় ছিলেন না ।]

আমাদের শহরে তখন শীত পড়েছে, হঠাৎ কলেরা দেখা দিলে । তখনকার দিনে ওলাউঠার নামে মানুষে ভয়ে অজ্ঞান হতো । কারও কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে-পাড়ায় মানুষ থাকতো না । মারা গেলে দাহ করার লোক মেলা দুর্ঘট হতো। কিন্তু সে দুর্দিনেও আমাদের ওখানে একজন ছিলেন যাঁর কখনো আপত্তি ছিল না । খুড়ো তাঁর নাম, জীবনের ব্রত ছিল মড়া-পোড়ানো । কারও অসুখ শক্ত হয়ে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে সংবাদ নিতেন। আশা নেই শুনলে খালি পায়ে গামছা কাঁধে তিনি ঘন্টা-দুই পূর্বেই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। আমরা জনকয়েক ছিলাম তাঁর চ্যালা। মুখ ভার করে বলে যেতেন,--ওরে, আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস ডাকলে যেন সাড়া পাই। রাজদ্বারে শ্মশানে চ—শাস্ত্রবাক্য মনে আছে ত ?

আজ্ঞে, আছে বৈ কি। আপনি ডাক দিলেই গামছা সমেত বেরিয়ে পড়ব।

বেশ বেশ, এই ত চাই। এর চেয়ে পুণ্যকর্ম সংসারে নেই। আমাদের দলের মধ্যে ছিল লালুও একজন। ঠিকেদারির কাজে বাইরে না গেলে সে কখনো না বলত না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা বিষন্নমুখে খুড়ো এসে বললেন, বিষ্টু পন্ডিতের পরিবারটি বুঝি রক্ষে পেলে না। সবাই চমকে উঠলাম। অতি গরীব বিষ্টু ভট্টাচার্যের কাছে বাংলা ইস্কুলে আমরা ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। নিজে সে চিররুগ্ন এবং চিরদিন স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল। জগতে আপনার বলতে কেউ নেই,--তার মত নিরীহ অসহায় মানুষ সংসারে আমি দেখিনি। রাত্রি আন্দাজ আটটা, দড়ির খাটে বিছানা-সমেত পণ্ডিত-গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠানে নামালাম ! পন্ডিত মশাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। সংসারে কোন-কিছুর সঙ্গে সে চাহনির তুলনা হয় না এবং সে একবার দেখলে সারা জীবনে ভোলা যায় না। মৃতদেহ তোলবার সময় পন্ডিতমশাই আস্তে আস্তে বললেন — আমি সঙ্গে না গেলে মুখাগ্নির কি হবে ? কেউ কিছু বলবার আগে লালু বলে ওঠল ও কাজটা আমি করবো পন্ডিত মশাই আপনি আমাদের গুরু, সেই সম্পর্কে উনি আমাদের মা। আমরা সবাই জানতাম শ্মশানে হেঁটে যাওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব। বাংলা ইস্কুল মিনিট-পাঁচেকের পথ হাঁপাতে হাঁপাতে সেটুকু আসতেও তার আধ-ঘন্টার বেশী সময় লাগতো।

পণ্ডিত মশাই একটু চুপ করে থেকে বললেন, নিয়ে যাবার সময় ওঁর মাথার একটু সিঁদুর পরিয়ে দিলিনে লালু ? নিশ্চয় দেব পণ্ডিতমশাই--নিশ্চয় দেব, বলে এক লাফে সে ঘরে ঢুকে কৌটো বার করে আনলে এবং যত সিঁদুর ছিল সমস্তটা মাথায় ঢেলে দিলে।

'হরিবোল' দিয়ে আমরা গৃহ হতে গৃহিণীর মৃতদেহ চিরদিনের মত বার করে নিয়ে এলাম,--পণ্ডিতমশাই খোলা দোরের চৌকাঠে হাত দিয়ে তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

গঙ্গার তীরে শ্মশান অনেক দুর, প্রায় ক্রোশ-তিনেক। সেখানে পৌঁছে যখন আমরা, শব নামালাম, তখন রাত দুটো। লালু খাট ছুঁয়ে মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। কেউ কেউ যেখানে-সেখানে শ্রান্তিতে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। শুক্লদ্বাদশীর পরিস্ফুট জোৎস্নায় বালুময় বহুদূর-বিস্তৃত শ্মশান অত্যন্ত জনহীন। গঙ্গার ওপার থেকে কনকনে হাওয়ায় জলে ঢেউ উঠেছে, তার কোন-কোনটা পায়ের প্রায় নীচে পর্যন্ত আছাড় খেয়ে-খেয়ে পড়ছে। শহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আসে, কি জানি যে কতক্ষণে পৌঁছবে ! আধ-ক্রোশ দূরে পথের ধারে ডোমদের বাড়ি। আসার সময়ে আমরা তাদের হাঁক দিয়ে এসেছি,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পড়ে কী বুঝলে ?

1. মড়া পোড়ানো কার জীবনের ব্রত ছিল ?
   ক. গোলাপ খুড়ো খ. লালু
   গ. পন্ডিতমশাই গ. নরু
2. পন্ডিতমশাই - র নাম কি ?

তাদের আসতেই বা না-জানি কত দেরি।

সহসা গঙ্গার ওপরে দিগন্তে একটা গাঢ় কালো মেঘ উঠে প্রবল উত্তরে হাওয়ায় হু হু করে সেটা এপারে ছুটে আসতে লাগল। গোপালবুড়ো সভয়ে বললেন, লক্ষণ ভালো ঠেকছে না হে,—বৃষ্টি হতে পারে। এই শীতে জলে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে না।

কাছে আশ্রয় কোথাও নেই,—একটা বড় গাছ পর্যন্ত না। কতকটা দূরে ঠাকুরবাড়ির আমবাগানে মালীদের ঘর আছে বটে, কিন্তু অতখানি ছোটা ত সহজ নয়।

দেখতে দেখতে আকাশ গেল ছেয়ে, চাঁদের আলো ডুবল অন্ধকারে, ওপার থেকে বৃষ্টিধারার সোঁ সোঁ শব্দ এলো কানে ক্রমশঃ সেটা নিকটতর হয়ে উঠল। আগাম দু-দশ ফোঁটা সকলেরই গায়ে এসে পড়ল তীরের মত, কি-করি কি করি ভাবতে ভাবতেই মুশলধারায় বৃষ্টি নেমে এলো। মড়া রইল পড়ে, প্রাণ বাঁচাতে কে যে কোথায় ছুট দিলে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

জল থামলে ঘন্টা-খানেক পরে একে একে সবাই ফিরে এলাম। মেঘ গেছে কেটে, চাঁদের আলো ফুটেছে দিনের মত। ইতিমধ্যে গরুর গাড়ি এসে পৌঁছেচে, গাড়োয়ান কাঠ এবং শবদাহের অন্যান্য উপকরণ নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার উদ্যোগ করছে। কিন্তু ডোমদের দেখা নেই। গোপালখুড়ো

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

বললেন, ও-ব্যাটারা ঐ রকম । শীতে ঘর থেকে বেরুতে চায় না ।

মণি বললে কিন্তু লালু এখনো ফিরলো না কেন ? সে যে বলছিল মুখে আগুন দেবে । ভয়ে বাড়ি পালানো না ত ?

খুড়ো লালুর উদ্দেশে রাগ করে বললেন, ওটা ঐ-রকম । যদি এতই ভয়, মড়া ছুঁয়ে বসতে গেলি কেন ? আমি হলে বজ্রপাত হলেও মড়া ছেড়ে যেতাম না ।

ছেড়ে গেলে কি হয় বুড়ো ?

কি হয় ? কত-কি ? শ্মশানভূমি কিনা !

শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করত না ?

ভয় ? আমার ? অন্ততঃ হাজারটা মড়া পুড়িয়েছি জানিস !

এর পরে মণি মরার কথা কইতে পারলে না । কারণ সত্যই খুড়োর গর্ব করা সাজে । শ্মশানে গোটা-দুই কোদাল পড়েছিল, খুড়ো তার একটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি চুলোটা কেটে ফেলি, তোরা হাতাহাতি করে কাঠগুলো নীচে নামিয়ে ফেল।

খুড়ো চুলি কাটচেন, আমরা কাঠ নামিয়ে আনচি; নরু বললে, আচ্ছা, মড়াটা ফুলে যেন দুগুণ হয়েছে, না ?

খুড়ো কোনদিকে না তাকিয়েই জবাব দিলেন, ফুলবে না ? লেপ-কাঁথা সব জলে ভিজেছে যে ! কিন্তু তুলো জলে ভিজলে ত চুপসে ছোট হয়ে যাবে খুড়ো, ফুলবে না ত । খুড়ো রাগ করে উঠলেন, --তোর ভারী বুদ্ধি । যা করচিস্ কর ।

কাঠ দাহ প্রায় শেষ হয়ে এলো ।

নরুর দৃষ্টি ছিল বরাবর খাটের প্রতি । হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে বললে,--খুড়ো, মড়া যেন নড়ে উঠল ।

খুড়োর হাতের কাজ শেষ হয়েছিল, কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, তোর মত ভীতু মানুষ আমি কখনো ত দেখিনি নরু তুই আসিস কেন-এ-সব কাজে ? যা --বাকী কাঠগুলো আন । আমি চিতাটা সাজিয়ে ফেলি । গাধা কোথাকার ।

আবার মিনিট-দুই গেল । এবার মণি হঠাৎ চমকে উঠে পাঁচ-সাত পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে সভয়ে বললে, না খুড়ো, গতিক ভালো না । সত্যিই মড়াটা যেন নড়ে উঠলো।

খুড়ো এবারে হাঃ হাঃ—করে হেসে বললেন, ছোঁড়ার দল—তোরা ভয় দেখাবি আমাকে ? যে হাজারের উপর মড়া পুড়িয়েছে —তাকে ?

নরু বললে, ঐ দেখুন আবার নড়ছে ।

খুড়ো বললেন, হ্যাঁ নড়ছে, ভূত হয়ে তোকে খাবে বলে--মুখের কথাটা তাঁর শেষ হ'লো না,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অকস্মাৎ লেপকাঁথা জড়ানো মড়া হাঁটু গেড়ে খাটের উপর বসে ভয়ঙ্কর বিশ্রী খোনা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো,—না না—নরুকে না—গোপালকে খাঁবো—

ওরে বাবা রে। আমরা সবাই মারলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়। গোপাল খুড়োর সমুখে ছিল কাঠের স্তূপ, তিনি উপরের দিকে আমাদের পিছনে ছুটতে না পেরে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লেন গঙ্গার জলে। সেই কনকনে ঠাণ্ডা একবুক জলে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন- বাবা গো, গেছি গো—ভূতে খেয়ে ফেললে গো!—রাম—রাম—রাম—

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. ঝড় বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য লালু কোথায় লুকিয়েছিল ?
> 2. ভূতের ভয়ে গোপাল খুড়ো কি করলেন ?
> 3. পন্ডিত গৃহিণীর মুখাগ্নি কে করলো ?
>
> ক. পন্ডিতমশাই খ. গোপাল খুড়ো
>
> গ. লালু ঘ. মণি

এদিকে সেই ভূতও তখন মুখের ঢাকা ফেলে দিয়ে চেঁচাতে লাগল—ওরে নির্মল, ওরে মণি, ওরে নরু, পালাস নে রে —আয় —ফিরে আয়—ফিরে আয়—

লালুর কণ্ঠস্বর আমাদের কানে পৌঁছলো। নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় অত্যন্ত লজ্জা পেয়ে সবাই ফিরে এলাম। গোপালখুড়ো শীতে কাঁপতে কাঁপতে ডাঙ্গায় উঠলেন। লালু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে সলজ্জে বললে, সবাই জলের ভয়ে পালাল কিন্তু আমি মড়া ছেড়ে যেতে পারলাম না, তাই লেপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম।

খুড়ো বললেন বেশ করেছিলে, বাবা খাসা বুদ্ধি করেছিলে। এখন যাও ভাল করে গঙ্গামাটি মেখে চান করো গে। এমন শয়তান ছেলে আমি আমার জন্মে দেখিনি।

তিনি কিন্তু মনে মনে তাকে ক্ষমা করলেন। বুঝলেন, এতবড় ভয়শূন্যতা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব। এই রাতে একাকী শ্মশানে কলেরার মড়া, কলেরার বিছানা—এ-সব সে গ্রাহ্যই করলে না!

মুখে আগুন দেবার কথায় খুড়ো আপত্তি করলেন, না, সে হবে না। ওর মা শুনতে পেলে আর আমার মুখ দেখবেন না ?

শবদাহ সমাধা হলো। আমরা গঙ্গায় স্নান সেরে যখন বাড়ি ফিরলাম তখন সেইমাত্র সূর্যোদয় হয়েছে।

জেনে রাখো

ওলাউঠা — কলেরা

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. 'আমি হলে ব্রজাঘাত হলেও মরা ছেড়ে যেতাম না'— এখানে 'আমি' কে ?

ক. গোপাল খুড়ো খ. মণি

গ. নরু ঘ. লালু

2. ভূতের ভয়ে গোপাল খুড়ো কি করলেন ?

ক. দৌড়াতে লাগলেন খ. মালীদের ঘরে ঢুকে গেলেন

গ. জলে ঝাঁপ দিলেন ঘ. কাঠের স্তুপের পাশে লুকোলেন

অতি সংক্ষেপে লেখো

3. কারো কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে পাড়ায় কেউ থাকতো না কেন ?
4. পন্ডিত গৃহিণী কোন রোগে মারা গেলেন ?
5. 'এর চেয়ে পুণ্যকর্ম সংসারে নেই' - 'এর চেয়ে' বলতে 'লালু' গল্পে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন ?
6. বিষ্টু পন্ডিত কে ছিলেন ?

সংক্ষেপে লেখো

7. পন্ডিতগৃহিণীর মুখাগ্নি লালু কেন দিতে চাইলো ?
8. পন্ডিতমশাই কেমন ধরণের লোক ছিলেন ?
9. গোপাল খুড়োর সঙ্গে মৃতদেহ সৎকারে কারা যোগ দিত ?
10. অত ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেও লালু কেন মরা ছেড়ে পালাতে পারেনি ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

11. 'ওরে আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস, ডাকলে যেন সাড়া পাই' -- লালু গল্পে কথাটি কে বলেছিল এবং কেন বলেছিল ?
12. লালুর নির্ভীকতার যে পরিচয় গল্পটিতে পাই সে বিষয়ে লেখো।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

13. 'লালু' গল্পটি অবলম্বনে গোপাল খুড়ো সম্বন্ধে যা জানো লেখো ।

14. পন্ডিতগৃহিণীর শবদাহ সমাধান কি ভাবে হলো সংক্ষেপে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিণত করো

ভয়, সংসার, দেহ, ভূগোল, জীব

2. বিপরীত শব্দ লেখো

শুরু, দুর্দিন, আলো, উপস্থিত, আশ্রয়

3. ব্যাসবাক্য সহ সমাসের নাম লেখো

ঝড় - বৃষ্টি, পন্ডিত-গৃহিণী, দিন-রাত্রি, দাদাভাই, চেনা-অচেনা

করতে পারো

আমাদের আশে পাশে এমন অনেক বৃদ্ধ বৃদ্ধা আছেন যাঁদের অসুখ করলে ওষুধ এনে দেবারও কেউ থাকে না । তাঁদের খোঁজ খবর নেওয়া সাহায্য করা কিন্তু আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে । কারও কোন বড় ধরণের বিপদ হলে বাড়ির বড়দের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্ধুরা মিলে বিপদের সাহায্য করার চেষ্টা করবে ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

যুগল প্রসাদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক পরিচয়

[জন্ম ১৮৯৪ - মৃত্যু ১৯৫০ । অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যকাল অভাব অনটনের মধ্যে কাটে। ইং ১৯১৪ তে ম্যাট্রিক, ১৯১৬ তে আই. এ. ১৯১৮ তে ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ. পাশ করে এম. এ ও ল ক্লাসে যোগ দেন । কিন্তু পড়া অসমাপ্ত রেখে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করেন । এই কাজ আমৃত্যু বজায় রেখেছিলেন । মাঝে ভাগলপুরে খেলাৎ ঘোষের এস্টেটে ম্যানেজার রূপে কাজ করেন । সেই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে 'আরণ্যক' উপন্যাসের সৃষ্টি । শৈশব থেকেই পল্লী প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা তাঁর স্বভাবের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা 'উপেক্ষিতা' নামে গল্পটি ইং ১৯২২ সালে প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । 'পথের পাঁচালি' ভাগলপুরে রচিত। মাত্র ২১ বছরের সাহিত্য জীবনে তিনি বহু উপন্যাস দিনলিপি, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী এবং শিল্পসাহিত্য রচনা করেন । উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক', 'ইছামতী', 'কিন্নরদল', 'দেবযান', 'চাঁদের পাহাড়', 'মরণের ডঙ্কা বাজে' আজও স্মরণীয় হয়ে আছে । গ্রামবাংলার দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে । তাঁর 'পথের পাঁচালি' ফরাসী ও ইংরাজি ভাষায় অনূদিত হয়েছে । মৃত্যুর পর ইং ১৯৫১ সালে 'ইছামতী' উপন্যাসের জন্য তাঁকে রবীন্দ্র পুরস্কার দেওয়া হয় । দৈনন্দিন, আটপৌরে, জীবনযাত্রার ভেতর গোপনে জীবনের যে আনন্দ ধারা সতত প্রবাহিত হচ্ছে, বিভূতিভূষণের দিব্য দৃষ্টিতে তার স্বরূপ ধরা পড়েছে । সহজ, সরল, অথচ ব্যঞ্জনাময় ভাষায় পাঠককে তিনি সেই রহস্যের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের কাহিনীতে অতিনাটকীয়তা, উত্তেজনা সৃষ্টি করে পাঠকের মনোরঞ্জনের ব্যবসায়িক ধূর্ততার প্রচেষ্টার বদলে পাঠককে প্রাণের স্পন্দনে স্পন্দিত এক অতলান্ত স্নিগ্ধ রহস্যময় জগতে নিয়ে যায়, মুগ্ধ করে । তাঁর গল্পে দারিদ্র্য আছে কিন্তু দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা নেই । রবীন্দ্রনাথ যাকে বেদনা মাধুরী বলেছেন বিভূতিভূষণের গল্পে তারই স্বাদ পাওয়া যায় ।]

সার্ভেক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে । প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে । ভুঁই-কুমড়া লতা-জাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চাল-কুমড়ার আকারের

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রকাণ্ড কন্দ্ জন্মায়—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতূহলবশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইয়াছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, তার ভিতর হইতে ছোট একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্ততঃ কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে ? এখানে কি করছ ?

সে বলিল—হুজুর কি ম্যানেজারবাবু ?

হ্যাঁ! তুমি কে ?

নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই। তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমাবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি – সেখানে একজন মুহুরির পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভাল লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক তো তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-ই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

মেজাজের, একরকম খামখেয়ালী উদাসীন ধরণের। নইলে কায়েথী হিন্দীতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখায় এলেম্ এ-অঞ্চলের বেশী লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কি করে ?

বনোয়ারী বলিয়াছিল –তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক। কিছু করে না, বিয়ে সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ঐ এক ধরণের মানুষ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. সার্ভেক্যাম্প থেকে ফিরবার পথে বনের মধ্যে লেখক কী দেখতে পেলেন ?
2. লেখক কোথাকার কাছারিতে থাকতেন ?
3. যুগলপ্রসাদ বিলিতি রাঙাফুলের লতা কোথা থেকে এনেছিল ?

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই ?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম–ও কি পুঁতছ ওখানে ?

লোকটা বোধহয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল–কিছু না, এই–একটা গাছের বীজ–

আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কি গাছের বীজ ছড়াইতেছে–তাহার সার্থকতাই বা কি ? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল –অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারি চমৎকার বিলিতি লতা–বেশ রাঙা ফুল ! তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতাফুল নেই। তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দুবছরের মধ্যে ঝাড় বেধে যাবে, বেশ দেখাবে !

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমি সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূ-স্বত্ব কিছুই নাই–কি অদ্ভুত লোকটা !

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল–আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

– তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে ?

– লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারি চমৎকার জায়গা–ওইসব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কিংবা এখানকার বনে-ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

— কি ফুল নিয়ে আসতে ?

— কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ী ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশী নদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ পনেরো কোশ দূরে। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপ কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়া জমিতে ভাণ্ডীর ফুলের একেবারে জঙ্গল। সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, ফুলের গাছ ও লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারা-জীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি!

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু ফুল সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম তুমি এরিষ্ট-লোকিয়া লতা চেন।

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংসলতা ? হাঁসের-মত চেহারা ফুল হয় তো ? ওতো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্য্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ!

পড়ে কী বুঝলে ?

1. লবটুলিয়ার বনের ফুল যুগলপ্রসাদ কোথা থেকে এনে লাগিয়েছিল ?
2. লেখক যুগলপ্রসাদকে কোথায় কিসের চাকরি দিলেন ?
3. লেখক কোন ব্যাপারে যুগলপ্রসাদকে একজন বিশেষজ্ঞ বলে মনে করেন ?

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে ? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এক বনকে নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরির চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে । কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের ! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম, এ উৎসাহ ও আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে । তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না । পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল । হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী ।

হলদে ধুতুরা জাতীয় একপ্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম । খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল । যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপের মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে । বয়ড়া লতার ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহার মৃদু সুবাস । হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে। যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দূরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল ।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না । সব লতায় নাকি ফুল ধরে না । দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে ।

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফ্ট' বলিয়া একপ্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুঁতিয়াছিলাম । সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে ।

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলে-ভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ উহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে । যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরণের । সেও বারণ করিল ।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই । একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে একপ্রকার অদ্ভুত ধরণের বনপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল । হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ— খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে-দেখিতে খুব ভাল তো

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পড়ে কী বুঝলে ?

1. 'ওয়াটার ক্রাফ্‌ট' বাড়তে দেখে যুগলপ্রসাদের ভয় কেন হলো ?
2. যুগলপ্রসাদ কাছাড়ি থেকে দৌড়ে সরস্বতী হ্রদের তীরে কেন এলো ?
3. লেখক যুগলপ্রসাদকে জয়ন্তী পাহাড়ে কেন পাঠালেন ?

বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায় দেখিতে দেখিতে এত হু হু করিয়া বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

('আরণ্যক'- এর অংশবিশেষ)

জেনে রাখো

কায়েথী — এক প্রাচীন ভারতীয় ভাষা

মুহুরি — জমিদারের হিসাব রাখার কাজ যে করেন

উর্বর — ফলনশীল

দুর্গম — যেখানে অতিকষ্টে যাওয়া যায়

গন্ডা — চারটিতে এক গন্ডা (দশ বারো গন্ডার অর্থ ৪০ + ৪৮ টি)

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দ লেখো

1. **'যুগলপ্রসাদ' গল্পটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন উপন্যাসের অংশ বিশেষ?**

ক. পথের পাঁচালী　　খ. আরণ্যক

গ. ইছামতী　　ঘ. চাঁদের পাহাড়

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

2. যুগলপ্রসাদ বনোয়ারীলালের কে ?

ক. মামাতো ভাই
খ. নিজের ভাই
গ. চাচাতো ভাই
ঘ. পিসতুতো ভাই

3. ভুঁই-কুমড়া কোথায় জন্মায় ?

ক. মাটির মধ্যে লতার নিচে
খ. মাটির উপর
গ. গাছের উপর
ঘ. লতার মধ্যে

4. কোনটি ঠিক লেখো।

ক. ভুঁই-কুমড়া হোমিওপ্যাথি ঔষধে লাগে
খ. ভুঁই-কুমড়া এলোপ্যাথি ঔষধে লাগে
গ. ভুঁই-কুমড়া কবিরাজি ঔষধে লাগে
ঘ. ভুঁই-কুমড়া কোন ঔষধে লাগে না।

5. যুগলপ্রসাদ বনের মধ্যে কী করছিল ?

ক. ভুঁই-কুমড়া তুলছিল
খ. গাছ পুঁতছিল
গ. বীজ পুঁতছিল
ঘ. গেঁড় পুঁতছিল

6. সার্ভেক্যাম্প থেকে ফেরার পথে বনের মধ্যে লেখকের কার সঙ্গে দেখা হল ?

ক. যুগলপ্রসাদ
খ. বনোয়ারিলাল
গ. গনোরী তেওয়ারি
ঘ. সন্ন্যাসী

অতি সংক্ষেপে লেখো

7. প্রথম দিন লেখক যুগলপ্রসাদকে দেখে সে কী করছে বলে অনুমান করেছিলেন ? প্রকৃতপক্ষে সে কী করছিল ?
8. যুগলপ্রসাদ বন্য বয়ড়ালতার বীজ কোথা থেকে এনেছিল ?
9. গনোরী তেওয়ারী কোন ফুলের সন্ধান লেখককে দিয়েছিল ?
10. লবটুলিয়া বইহারের উল্লেখ আমরা কোন গল্পে পাই ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অতি সংক্ষেপে লেখো

11. ফুলগাছ লাগানোর বাতিক যুগলপ্রসাদের কি ভাবে শুরু হয়েছিল ?

12. লেখক ও যুগলপ্রসাদ সরস্বতী কুন্ডীর জঙ্গলে বোগেনভিলিয়ার লতা লাগাননি কেন ?

13. যুগলপ্রসাদকে লেখক কেন শ্রদ্ধা করতে লাগলেন ?

14. যুগলপ্রসাদের শখ কি ছিল ? সে কিভাবে তা পুরো করতো ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

15. আজমাবাদ কাছারিতে যুগলপ্রসাদের প্রথমে চাকরি হয়নি কেন ? পরে কেনই বা হয়েছিল ?

16. যুগলপ্রসাদ সম্পর্কে বনোয়ারিলাল যা বলেছিল নিজের মতো করে লেখো ।

17. ভুঁই-কুমড়া, বয়ড়ালতা, হংসলতা, দুধিয়া ফুল -- এগুলি কী ? এদের বৈশিষ্ট্যই বা কী ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

প্রকান্ড, অপ্রতিভ, সাক্ষাৎ, স্বার্থ, শ্রদ্ধা, উৎসাহ, শান্তি, দুর্গম ।

2. সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় লেখো

ক. লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল । লোকটা সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূ-স্বত্ব কিছুই নাই– কি অদ্ভুত লোকটা !

খ. আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সংকল্প করিলাম । দুজনে মিলিয়া এক বনকে নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল।

3. শব্দগুলো বাক্যে প্রয়োগ করো

অপ্রতিভ দৃষ্টি, চাচাতো ভাই, সদর কাছারি, লেখাপড়ায় এলেম, বাতিক, ঝাড় বাঁধা, সৌন্দর্যের পূজারী, উর্বর ।

4. পর্যাবরণ দিবস (৫ জুন) কিভাবে পালন করবে সে বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি (Notice) স্কুলের নোটিশ বোর্ডে বা পাড়ায় লিখে টাঙিয়ে দাও ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

আলোচনা করো

পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে গাছপালার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা আমাদের চাহিদা মেটাতে গাছপালা কেটে ফেলছি। এর ফলে বর্তমানে পরিবেশ দূষণ এক ভয়ংকর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে তোমরা ক্লাসে শিক্ষকের নির্দেশ মতো আলোচনা করো।

করতে পারো

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখবার জন্য জংলীফুল ও পাতার প্রয়োজন এবং তার সৌন্দর্যেরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু এসব আজ আমাদের প্রকৃতি থেকে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। তোমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে স্কুলে, পাড়ায়, বাড়ির আশেপাশের উপযুক্ত খালি জায়গায় ফুলের বিভিন্ন ধরণের গাছ লাগাতে পারো ও তাকে বাঁচাবার দায়িত্ব নিজেরা নাও।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

মহামতি আকবর

প্রবোধচন্দ্র সেন

লেখক পরিচয়

[প্রবোধচন্দ্র সেন (জন্ম ১৮৯৭ - ৮৬) প্রসিদ্ধ ছান্দসিক, রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিক। ১৯২৭ সালে কলকাতা বি. বিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম. এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেনিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ১৯৪২ সালে বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের রবীন্দ্র - অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। পরে এর অধ্যক্ষ হন। প্রথম জীবনে বাংলা ছন্দের আলোচনা করে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ষাট বছরের অধিক কাল ধরে তিনি বাংলা ছন্দের বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা ও পরিভাষা রচনা করে রবীন্দ্রনাথের দেওয়া 'ছান্দসিক' আখ্যায় ভূষিত হন। প. বঙ্গ সরকারের বঙ্কিম পুরস্কার পান। জীবনে তিনি বহু সম্মান ও পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর লেখা বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও ইতিহাস মূলক বহু প্রবন্ধ তাঁর উন্নত উদার চিন্তা-ভাবনার সাক্ষর বহন করে। তাঁর লেখা 'বাংলার ইতিহাস সাধনা' গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় 'হিস্টারিয়োগ্রাফি'র প্রথম বই। ভারত পথিক রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, ইচ্ছা তন্ত্রের দীক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি প্রবন্ধ তাঁর নতুন ধরনের মুল্যায়ন, নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক -- রবীন্দ্র পূজা নয় মুল্যায়নের ঐতিহাসিক প্রচেষ্টার নিদর্শন। ইতিহাস সংক্রান্ত বই -- বাঙালায় হিন্দু রাজত্বের শেষ যুগ, রামায়ণ ও ভারত সংস্কৃতি, ভারতাত্মা কবি কালিদাস প্রমুখ। ছন্দের বই -- ছন্দগুরু রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ পরিক্রমা, ছন্দ- জিজ্ঞাসা, বাংলা ছন্দের ক্রমবিকাশ, প্রমুখ অপরিহার্য গ্রন্থ। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সংস্কার মুক্ত মানবিক ভাবনা ও গভীর স্বদেশ প্রেমের আদর্শ সমন্বয়ের প্রতিনিধি তিনি।]

প্রিয়দর্শী অশোকের মৃত্যুর পরে আঠারোশো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে এমন একজনও হননি, সকল রকম রাজকীয় গুণে অশোকের সঙ্গে যাঁর তুলনা করা চলে। আঠারো শো বছর পরে, আর এখন থেকে চার শো বছর আগে আকবর বলে তেরো বছর বয়সের একটি তুর্কি বালক পিতার মৃত্যুর পরে পঞ্জাবে একটি অতি সামান্য রাজ্যের অধিকারী হলেন। কিন্তু এই বিদেশী বালকটি ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে মেনে নিলেন ও ক্রমে ক্রমে উত্তর-ভারতের সম্রাট্ হলেন। তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি এত ভালো কাজ করেছিলেন আর তাতে দেশের এত উপকার হয়েছিল যে, ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অশোকের পরেই তাঁর নাম করে গর্ববোধ করেন।

আকবরের সমস্ত রাজত্বকালটাই কেটেছিল যুদ্ধবিগ্রহে। তিনি নিজেও ছিলেন একজন অসমসাহসী

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ও সুদক্ষ যোদ্ধা এবং তাঁর সেনাপতিরাও ছিলেন তাঁরই যোগ্য সহকর্মী । তাঁদের সহায়তায় আকবর আফগানিস্থান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত সমগ্র উত্তরভারত এবং দক্ষিণভারতেরও বেরার খান্দেশ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন । কিন্তু সমরপ্রতিভা ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেয়েও সুশাসন ও প্রজাবাৎসল্যের জন্যই তিনি অধিকতর খ্যাতি লাভ করেছিলেন । তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যটিকে পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক সুবায় সুশাসনের ব্যবস্থা করেন এবং জমির অবস্থা ও কৃষকের আয় অনুসারে রাজস্ব আদায়েরও অতি সুন্দর বন্দোবস্ত করেন ।

ব্যক্তিগত চরিত্রেও আকবর অসামান্য লোক ছিলেন । দৈহিক শক্তিতে ও দুর্জয় সাহসে তাঁর সমকক্ষ লোক খুব কমই দেখা যায় । প্রয়োজন হলে তিনি প্রবল স্রোতকেও উপেক্ষা করে বড়ো বড়ো নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে অনায়াসে পার হয়ে যেতেন। তাঁর মানসিক শক্তিও কম ছিল না । বাল্যকালে তিনি লেখাপড়া শেখেন নি। অতি কষ্টে নিজের নামটা লিখতে শিখেছিলেন । কার্যতঃ নিরক্ষর হলেও আকবর কিন্তু অশিক্ষিত ছিলেন না । আমাদের মতো চোখ দিয়ে পড়তে না পারলেও তিনি কান দিয়ে পড়তে খুব ভালোবাসতেন । তখনকার দিনের অনেক ভালো ভালো বই তিনি অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শুনতেন । এ ভাবে তিনি যথেষ্ট বিদ্যা লাভ করেছিলেন। তাঁর মনে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলও কম ছিল না । নূতন নূতন যন্ত্র-আবিষ্কারে তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। এই উৎসাহের ফলেই তিনি এক নূতন ধরনের বন্দুক তৈরি করাতে পেরেছিলেন। তাছাড়া তিনি খুব রসিক পুরুষ ছিলেন বলেও খ্যাতি আছে। আকবর নিরামিষ খেতেই ভালোবাসতেন । এই প্রসঙ্গে একবার তিনি বলেছিলেন : বিধাতা তো মানুষের উদরকে পশুপাখির গোরস্থান করে তৈরি করেন নি । সুরসিক সভাসদ্ বীরবলের সঙ্গে তাঁর রসালাপের অনেক গল্প এখনও প্রচলিত আছে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. প্রিয়দর্শী অশোকের পর কোন রাজার জন্য ভারতীয়রা গর্ব বোধ করে ?
   ক. বাবর　　খ. আকবর
   গ. হুমায়ুন　　ঘ. জাহাঙ্গীর
2. আকবর কোন জাতির লোক ছিলেন ?
3. আকবর প্রায় কতবছর রাজত্ব করেন ?

শিল্প এবং সাহিত্যের সমাদরের জন্য আকবর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তিনি আগরার নিকটে ফতেপুর সিক্রি নামক স্থানে এক নূতন রাজধানী নির্মাণ করিয়েছিলেন । তার প্রাসাদ সভাগৃহ ও মসজিদ প্রভৃতির শিল্পশোভা দেখলে আজও সকলেরই চোখ জুড়োয়; বিখ্যাত গায়ক তানসেন ও বজবাহাদুর আকবরের সভাসদ ছিলেন । তাঁদের গানের খ্যাতি ও প্রভাব আজও লোপ পায় নি । কবিদের মধ্যে ফৈজি ও বীরবল আকবরের কাছে বিশেষ সমাদর পেয়েছিলেন । ফৈজির খ্যাতি ফারসি কবিতার জন্য, আর বীরবল খ্যাত হয়েছিলেন হিন্দি কবিতা লিখে । কিন্তু এই যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দি কবি হলেন রাম-চরিত মানস কাব্যের লেখক তুলসীদাস এবং অন্ধ কবি সুরদাস । তাঁরা

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

আকবরের সভাকে অলংকৃত না করলেও তাঁর রাজত্ব কালকে গৌরবান্বিত করেছেন। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ফৈজির ভ্রাতা এবং আকবরের বিশেষ বন্ধু আবুল ফজল আকবরনামা ও আইন-ই-আকবরী নামে দুখানি গ্রন্থ লিখে বিখ্যাত হয়েছেন। এই সময়ে অনেক মুসলমান পণ্ডিত বিশেষ আগ্রহের সহিত সংস্কৃত শিখেছিলেন এবং আকবরের উৎসাহে অথর্ববেদ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ফারসি অনুবাদ করেছিলেন।

শুধু যে এইসব গুণ ও কীর্তির জন্যই আকবরকে একজন মহান্ সম্রাট্ বলে মানা হয় তা নয়। তাঁর মহত্ত্ব মেনে নেবার আরও বড়ো কারণ আছে। ভারতবর্ষের পক্ষে আকবর ছিলেন বিদেশী, জাতিতে তুর্কি এবং ধর্মে মুসলমান। আকবরের পূর্ববর্তী তুর্কি রাজাদের অধিকাংশই এ দেশকে স্বদেশ বলে মনে করতেন না এবং এ দেশের হিন্দু প্রজারা তাঁদের কাছে মুসলমান প্রজার সমান সুযোগ-সুবিধা পেত না। তা ছাড়া প্রত্যেক হিন্দু প্রজাকেই জিজিয়া ব'লে একটা অতিরিক্ত কর দিতে হত এবং হিন্দু তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে একটা বিশেষ তীর্থকরও আদায় করা হত। এসব কারণে হিন্দু প্রজারাও স্বভাবতঃই বিদেশী মুসলমান রাজাদের আপন জন বলে মনে করতে পারত না। আকবর দেখলেন এ দেশের অধিকাংশ লোকই হিন্দু, তারা যদি রাজাকে বিদেশী ও পর বলে মনে করে তা হলে রাজ্যের মঙ্গল হতে পারে না। তাই তিনি হিন্দু ও মুসলমানের সমস্ত পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে ক্রমে ক্রমে এ দেশে এক নূতন জাতি গড়ে তুলতে চেষ্টিত হলেন। তাঁর এই চেষ্টা যে শুধু সাহিত্য শিল্প সংগীত প্রভৃতি সংস্কৃতিক্ষেত্রেই প্রকাশ পেয়েছিল তা নয়। রাষ্ট্র সমাজ এবং ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি এই মহৎ ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করতে যত্নবান হয়েছিলেন।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জিজিয়া কর কারা দিত ?
2. 'রামচরিত মানস' কাব্যের কবি কে ?
3. তানসেন কোন রাজার সভাসদ ছিলেন ?
4. আকবর ধর্মে একজন....... ছিলেন। (মুসলমান, হিন্দু, তুর্কী)

রাজত্বের একেবারে প্রথম দিকেই তিনি জিজিয়া কর ও তীর্থ-কর তুলে দিয়ে হিন্দুদের আপন করে নিলেন। যোগ্যতা অনুসারে তিনি হিন্দুদের বড়ো বড়ো রাজকার্যে, এমন কি সেনাপতি ও সুবাদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে বসাতেও দ্বিধা করতেন না। আকবরের হিন্দু কর্মচারীদের মধ্যে টোডর মল্ল ও মানসিংহের নামই বিশেষ খ্যাত। টোডর মল্ল ছিলেন আকবরের প্রধান রাজস্ব সচিব এবং মানসিংহ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ও সুবাদার। এইসব হিন্দু কর্মচারীদের সহায়তা ছাড়া আকবরের পক্ষে এত বড়ো সাম্রাজ্য স্থাপন ও এমন চমৎকার শাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হত না।

সামাজিক ব্যাপারেও তিনি হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব ও ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করতে চেষ্টা

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

করেছিলেন। আকবরের মা ছিলেন একজন ইরানি মহিলা। কিন্তু তিনি নিজে বিয়ে করেন এক রাজপুত-কুমারীকে। এই রাজপুতপত্নীর পুত্র সেলিমই আকবরের মৃত্যুর পরে সম্রাট্ হয়েছিলেন। আকবর পুত্র সেলিমকেও রাজপুত কুমারী বিয়ে করিয়েছিলেন। এইসব বিবাহের ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা অনেকখানি বেড়েছিল। আকবর হিন্দুসমাজে প্রচলিত সতীদাহ এবং বাল্যবিবাহ-প্রথা দূর করতেও প্রয়াসী হয়েছিলেন। তখনকার দিনে কুপ্রথা নিবারণের এই চেষ্টায় আকবরের অসাধারণ দূরদর্শিতা উদারতা ও সৎসাহসের পরিচয় পাওয়া যায়।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আকবর বিয়ে করেন এক— রমণীকে।
   (বাঙালী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মুসলমান)
2. টোড়র মল্ল কে ছিলেন ?
3. 'দীন-ইলাহি' নামের নতুন ধর্মটির প্রবর্তক কে ?

হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগত ভেদ দূর করবার জন্য তিনি ফতেপুর-সিক্রিতে একটি ইবাদৎখানা বা উপাসনাগৃহ নির্মাণ করেন। এইখানে হিন্দু জৈন পার্শি খৃস্টান ও মুসলমান পণ্ডিতগণ মিলিত হয়ে সব ধর্মের আলোচনা করতেন। এক ধর্মের লোক যাতে অন্য ধর্মের গুণের কথা জেনে সেই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং সব সম্প্রদায়ের মধ্যে যাতে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। কিছুকাল পরে আকবর সব ধর্মের সার নিয়ে দীন-ইলাহি নামে একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করেন। এই ধর্ম মেনে নিলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভেদ ঘুচে গিয়ে সকলেই একত্র মিলিত হতে পারবে, এই ছিল তাঁর আশা।

তাঁর এসব আশা ও প্রচেষ্টা যদি সফল হত অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের লোক যদি এক শাসন, এক সমাজ ও এক ধর্মের আওতায় মিলিত হত তা হলে ভারতবর্ষে সে যুগেই এক অখণ্ড ও শক্তিশালী জাতি গড়ে উঠতে পারত।

আকবর অশোকের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্যজয়ের বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু, সুশাসন, প্রজাবাৎসল্য, সকল ধর্মের সারগ্রহণ, সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতিস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে অশোক এবং আকবরের আদর্শ ও অভিপ্রায় ছিল একই।

জেনে রাখো

উদর — পেট

রাজস্বসচিব — করআদায়কারী সচিব

সুবাদার — প্রাদেশিক শাসনকর্তা

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

জিজিয়া কর — মুসলমান রাজাদের দ্বারা অমুসলমানদের উপর ধার্য কর

প্রজাবাৎসল্য — প্রজার প্রতি স্নেহ

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. প্রিয়দর্শী অশোকের সঙ্গে তাঁর পরবর্তী কোন রাজার তুলনা করা হয় ?

ক. বাবার — খ. আকবর

গ. হুমায়ুন — ঘ. সেলিম

2. আকবরের মা কোন ধর্ম বা রাজ্যের মহিলা ছিলেন ?

ক. মুসলমান মহিলা — খ. ইরানি মহিলা

গ. বাঙালী মহিলা — ঘ. তুর্কী মহিলা

3. আকবরের ছেলের নাম কী ?

ক. সেলিম — খ. সাজাহান

গ. ঔরঙ্গজেব — ঘ. বাবর

4. আকবরের মৃত্যুর পর ——— রাজা হন।

(ঔরঙ্গজেব, সাজহান, সেলিম)

5. টৌডর মল্ল ছিলেন আকবরের প্রধান ——— ।

(সেনাপতি, সুবেদার, রাজস্বসচিব)

6. সুরদাস ছিলেন একজন বিখ্যাত ——— কবি।

(হিন্দী, ফারসী, মৈথিলী)

অতি সংক্ষেপে লেখো

7. সুশাসনের জন্য আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে কয়টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন ?

8. আকবরের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও উৎসাহ-দানের কারণে আমরা কী পেয়েছি ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

9. আকবরের দু'জন সভাসদের নাম বলো, যাঁরা গানের জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ?

10. ফৈজি এবং বীরবল কোন-ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ?

11. আকবরের সময়ের দুজন বিখ্যাত হিন্দী কবির নাম লেখো, যাঁদের জন্য এই কাল গৌরবান্বিত হয়েছিল ?

12. 'আকবরনামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' কার লেখা ?

13. তীর্থকর কাদের কাছ থেকে আদায় করা হতো ?

সংক্ষেপে লেখো

14. আকবরের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

15. 'কার্যতঃ নিরক্ষর হলেও আকবর কিন্তু অশিক্ষিত ছিলেন না' -- একথা কেন বলা হয়েছে ?

16. বীরবলের গল্প তোমরা পড়েছ কি ? বীরবল কে ছিলেন ?

17. 'বিধাতা তো মানুষের উদরকে পশুপাখির গোরস্থান করে তৈরি করেননি' -- কি প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলা হয়েছে এবং কে বলেছেন ?

18. 'জিজিয়া কর' কী ? সে যুগে কাদেরকে এই কর দিতে হতো ?

19. আকবরের রাজ্যে টোডর মল্ল ও মানসিংহ কে ছিলেন ?

20. 'দীন-ই-ইলাহি' কে প্রচার করেছিলেন এবং কেন করেছিলেন ?

21. সম্রাট অশোক ও আকবরের মধ্যে আমরা কী কী বিষয়ে মিল দেখতে পাই ?

22. আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের জন্য কী করেছিলেন ?

23. আকবরকে একজন মহান সম্রাট বলার পিছনে কোন কোন কারণ আছে বলে তোমার মনে হয় ?

24. ফতেপুর কোথায় অবস্থিত ? জায়গাটি কেন বিখ্যাত এবং কী দেখতে পর্যটকরা এখানে যায় ? এখানকার ইবাদতখানা আকবর কেন তৈরি করিয়েছিলেন ?

25. 'মহামতি আকবর' পাঠটিতে আকবরের শাসন ব্যবস্থার যে পরিচয় পাও, সে বিষয়ে লেখো ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

26. আকবর একজন ইসলাম ধর্মী হয়েও হিন্দুদের জন্য যে মহান কাজ করেছিলেন তার সম্বন্ধে লেখো।

27. 'মহামাতি আকবর' পাঠটি অবলম্বনে আকবরের প্রজাবাৎসল্যের পরিচয় দাও ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. অর্থ বলো ও বাক্যে ব্যবহার করো

অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, চেনা বামুনের পৈতের দরকার নেই, বামুন হয়ে চাঁদ হাত, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল ।

2. বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিণত করো

বৈজ্ঞানিক, দাক্ষিণ্য, কেজো, প্রান্তীয়, প্রাদেশিক, ধর্মীয়, বিশ্বাসী, সামাজিক

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ভগিনী নিবেদিতা

প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা

লেখক পরিচয়

[শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার পুর্ব নাম আশা । ১৯১৫ সালের জুন মাসে কোলকাতায় তাঁর জন্ম । পিতা প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসের নিঃস্বার্থ কর্মী ও দেশসেবক ছিলেন । মাতা হেমপ্রভা ছিলেন অতি গুণবতী, স্নেহময়ী ও ধর্মপরায়ণা। আশা মাতা পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান ।

আশা ছিলেন অসাধারণ মেধাবী । অল্পবয়স থেকেই তিনি বেলুড় মঠ ও মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন । ১৯৪০ সালে অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজের কাছে বেলুড় মঠে দীক্ষা গ্রহণ করেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের পড়াশোনাও চালিয়ে যেতে থাকেন । ১৯৪৬ সালে তিনি বি.এ. পাশ করেন । এরপর ১৯৪৯ সালে এম. এ. পরীক্ষা শেষ হলে আশা আশ্রমের কাজে মনোনিবেশ করেন ।

১৯৫১ সালে কিছুদিনের জন্য আশা নিবেদিতা স্কুলে প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করেন । ১৯৫২ সালে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পূর্ণ স্বাধীন এক স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় । ১৯৫৩ সালে আশা ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হন । ১৯৫৪ সালে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই স্ত্রীমঠ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নারী জাতির ইতিহাসে নব অধ্যায়ের সূচনা হয় । ১৯৫৯ সালে ব্রহ্মচারিণী আশা সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করে গৈরিক ধারণ করেন । সন্ন্যাস নাম হয় প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা । তাঁর এই নাম সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছিল । মুক্তি ছিল তাঁর পরম কাম্য -- অন্তর ও বাহিরের সকল বন্ধন থেকে মুক্তি । শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকার গুরুদায়িত্ব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পালন করেছেন । মঠবাসিনীদের জীবনে জপধ্যান, কাজকর্ম ও পড়াশোনা – এই তিনটির ওপর সমান গুরুত্ব দিতে বলতেন । আরও বলতেন, 'ভগবানলাভ কার কবে হবে জানি না, কিন্তু সৎচিন্তায়, সদ্ভাবে জীবনযাপন তো করতে পারি । প্রতিদিন রাতে বিছানায় শুয়ে একবার চিন্তা করবে সারাদিন কিভাবে কাটালে । সব মানুষকে ভালবাসতে পারলে কিনা, হৃদয়টা অদ্ভুত একটু প্রসারিত হল কিনা ? বিদ্যাচর্চায় ছিল প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার বিশেষ আগ্রহ । সব রকম বই তিনি পড়তেন । আধুনিক জগতের প্রতিটি খবর তাঁর নখদর্পণে থাকতো । প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা ছিলেন সুলেখিকা । তাঁর রচনার সারল্য ও প্রসাদগুণ ছিল বিশেষ আকর্ষণের বস্তু । ৬ মে ১৯৯৪ সালে স্বামিজীর আদর্শে গড়া এই তেজস্বিনী সন্ন্যাসিনীর জীবনাবসান হয় ।]

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পাঠ পরিচয় —

আলোচ্য পাঠটি 'ভগিণী নিবেদিতা' গ্রন্থের অন্যতম বিশিষ্ট প্রবন্ধ। স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে নিবেদিতার অসামান্য অবদান অবশ্য স্মরণীয়। নারী শিক্ষার ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ করেছিলেন নিবেদিতা। "মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা" নিয়ে ভারতবর্ষের নারী- "সকল মেয়ে পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে।"— এই ছিল ভাগিনী নিবেদিতার অন্তরের সাধনা।

স্বামী বিবেকানন্দের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ব্রত ছিল নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের উন্নতি সাধন। ইহা ব্যতীত ভারতের জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান অসম্ভব। "কখনও ভুলো না, নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি সাধনাই আমাদের মূলমন্ত্র"—। বিদেশে স্বামিজী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলে নিবেদিতা এই কথাটিই তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন।

এই উন্নতি সাধনের উপায় সম্বন্ধে অন্যান্য সমাজ সংস্কারকগণের সহিত স্বামিজীর মূলগত পার্থক্য ছিল। নারীজাতি ও নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে শিক্ষাদান পর্যন্তই অপরের অধিকার। তাহাদের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত সকল প্রশ্নের মীমাংসার ভার তাহাদের নিজেদের উপর। নারীগণ কিরূপ জীবনযাপন করিবে – বাল্য বিবাহ থাকিবে কিনা, বিধবা বিবাহের প্রয়োজন আছে কিনা অথবা যথাযথ শিক্ষালাভের পর কেহ কৌমার্যব্রত অবলম্বন পূর্বক নিজের জীবন উৎসর্গ করিবে কিনা, এ সকল সমস্যার সমাধানের ভার নারীগণের উপর।

তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল, ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন গৌরবময় ভারতকে অতিক্রম করিবে। নারীগণ সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অনুরূপ ছিল। রাণী অহল্যাবাঈ ভারতের আধুনিক ইতিহাসে নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয় হইলেও ভাবী নারীগণের মহত্ব উহার প্রতিরূপ মাত্র হইবে না। তাহাদের জীবনে নব নব ভাব বিকাশের অবকাশ থাকিবে। কিন্তু ভবিষ্যতের হিন্দু নারী যেন প্রাচীনকালের ধ্যান-- পরায়ণতা বর্জিত না হয়। প্রাচীন কালের যে মৌন, মাধুর্য ও নিষ্ঠা, তাহাই আদর্শ। আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু

পড়ে কী বুঝলে ?

1. শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ব্রত কী ছিল ?
2. নারীদের জীবনের নানারকম সমস্যার সমাধানের ভার কার উপরে থাকা স্বামিজী পছন্দ করতেন ?
3. ভারতের আধুনিক ইতিহাসে কে নারী সমাজের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রাচীন ধর্মভাব বিসর্জন দিয়া নহে। যে শিক্ষা কালে প্রত্যেক নারীকে একাধারে ভারতের অতীত কালের সকল নারীর শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশে সহায়তা করিতে সমর্থ, তাহাই আদর্শ শিক্ষা।

আগামীযুগের নারীর মধ্যে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সহিত জননী সুলভ হৃদয়ের সমাবেশ ঘটিবে। এইরূপ এক আদর্শ নারীরূপে অনন্ত করুণা ও প্রেমের সহিত হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারা ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিবার প্রেরণা দিয়া স্বামিজী এক সময়ে নিবেদিতাকে নিম্নলিখিত আশীর্বাণী উপহার দেন, —

"মায়ের হৃদয় আর বীরের দৃঢ়তা,
মলয়-সমীরে যথা স্নিগ্ধ মধুরতা,
যে পবিত্র কান্তি, বীর্য, আর্য বেদীতলে,
নিত্য রাজে, বাধাহীন দীপ্ত শিখানলে;
এ সব তোমার হোক,— আরও হোক শত
অতীত জীবনে যাহা ছিল স্বপ্নাতীত;
ভবিষ্যৎ ভারতের সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা তুমি একাধারে।"

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আগামী যুগের নারীর মধ্যে কিসের সমাবেশ ঘটাবে ?
2. স্বামিজীর মতে, আদর্শ নারীর হৃদয়ে কী কী গুণ থাকা উচিত ?
3. " এ সব তোমার হোক্ — আরও হোক শত —" কে কাকে এই কথা বলেছিলেন ?

তাঁহার এই আশীর্বাদ নিবেদিতার জীবনে কতখানি সার্থক হইয়াছিল, নিবেদিতার পরবর্তী জীবন তাহার প্রমাণ।

স্বামিজীর জীবনে দুটি সংকল্প ছিল — একটি রামকৃষ্ণ সংঘের জন্য মঠ স্থাপন এবং অপরটি নারীগণের জন্য অন্ততঃ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন।

সুতরাং যে ক্ষুদ্র বিদ্যালয়টি তাঁহার শুভ সংকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বামিজীর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরিয়া নিবেদিতার সহিত তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। কোনদিন হয়তো বলিলেন, "তোমার ছাত্রীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম কর, এবং ঐ নিয়ম সম্বন্ধে তোমার মতামতও স্পষ্টভাবে জানিয়ে দাও। সুবিধা হলে, একটু উদার ভাবের প্রশয় দিও।" স্বামিজীর মতে, "পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পূর্ণ শাসন— ইহাই আমাদের মৌলিকত্ব।"

কখনও শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া স্বামিজী বলিতেন, "পঞ্চযজ্ঞের ব্যাপার

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

নিয়েই কত কী করা যায় । কত বড় বড় কাজেই এগুলিকে লাগানো যেতে পারে ।”

কোনদিন আবেগভরে বলিয়া উঠিতেন, “আমাদের বিদ্যালয় থেকে এমন সব মেয়ে শিক্ষিতা হবে, যারা ভারতের সকল মেয়ে-পুরুষের মধ্যে মনীষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবে ।”

নিবেদিতার ভারতের নারী ও তাহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনাবলীর মধ্যে স্বামিজীর চিন্তাধারার গভীর প্রভাব ও উক্তির প্রতিধ্বনি সর্বত্র বিদ্যমান ।

বিদ্যালয়ের কার্যে নিবেদিতার অদম্য উৎসাহ এবং তাঁহার চরিত্রের পরিবর্তন দর্শনে স্বামিজী উহার ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন ।

নিবেদিতার তখন প্রথম উদ্যম । তিনি একটি পরীক্ষামূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । প্রথমেই অর্থ চিন্তা করিয়া উহা ত্যাগ করিতে মন চাহিল না । এক এক করিয়া অনেকগুলি মেয়ে তাঁহার স্কুলে ভর্তি হইয়াছিল । তখনকার দিনে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রী-সংখ্যা ত্রিশ নিতান্ত কম নয় । প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে নিবেদিতা ইংলন্ডে তাঁহার এক বান্ধবীকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ভারতে আসিবার জন্য। উভয়ে এক যোগে কাজ করিবেন । ইতিপূর্বে ইংলন্ডের যে বিদ্যালয়গুলিতে তিনি শিক্ষকতা করিয়াছিলেন, তাহাদের সহিত তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত এই ক্ষুদ্র বিদ্যালয়ের বহু পার্থক্য। কিন্তু এই ছোট ছোট মেয়েগুলির, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও তাহাদের স্বভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিন্ডারগার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়ায় তাঁহার আনন্দ ছিল । ইহাদের স্বাভাবিক শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ তাঁহাকে মুগ্ধ করিত । রঙ ও তুলির কাজে ইহাদের একান্ত উৎসাহ । সেলাই ও গৃহকর্মের প্রতি অনুরাগ যথেষ্ট । আর এই সকল শিক্ষার সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা বোধ আপনিই গড়িয়া উঠিয়াছে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. নিবেদিতার নারীশিক্ষা সম্বন্ধীয় রচনা — গুলিতে কার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়?
2. বিদ্যালয়ের ভবিষ্যৎ স্থায়িত্ব সম্পর্কে স্বামিজী নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন কেন ?
3. বিদ্যালয়ের ছোট মেয়েদের কিন্ডার গার্টেন প্রণালীতে শিক্ষা দিতে কেন চেয়ে ছিলেন তিনি ?

অবশেষে নিবেদিতা স্বামিজীর পরামর্শের সত্যতা উপলব্ধি করিলেন । ব্যাপকভাবে এদেশে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য তাঁহার কাজ হইবে একদল শিক্ষয়িত্রী গঠন করা, কেবল বিদ্যালয়ে অতি অল্প সময়ের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা নয়, যাহাদের তিনি শিক্ষা দিবেন, তাহাদের সমগ্র জীবন তাঁহার হাতে থাকা চাই । স্বামিজীরও তাহাই অভিমত। নিবেদিতাকে পাশ্চাত্যে গিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে। যাহাতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিদ্যালয়ের সহিত বিধবা এবং কুমারীদের জন্য একটি আশ্রম বা বোর্ডিং স্থাপন করিতে পারেন ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

এই বিদ্যালয় এবং ঐ ভবিষ্যৎ আশ্রম সম্বন্ধে নিবেদিতা তখন হইতেই কত উৎসাহী । আর স্বামিজীও কত আগ্রহের সহিত দিনের পর দিন ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতেন । বিধবাশ্রম বা বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত তাঁহার সকল পরিকল্পনায় বড় বড় সবুজ ঘাসে ঢাকা জমির ব্যবস্থা থাকিত । যাহারা এই সকল স্থানে বাস করিবে, শারীরিক ব্যায়াম উদ্যান সংরক্ষণ এবং পশুপালন প্রভৃতি তাহাদের নিত্য কর্তব্য বলিয়া গণ্য হওয়া প্রয়োজন । এই ছয় মাসের কাজ সত্যই পরীক্ষামূলক ছিল এবং পরীক্ষান্তে ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্বন্ধে উভয়েরই কোন সন্দেহ ছিল না । এখন লক্ষ্য অর্থ সংগ্রহ । নিবেদিতা ছিলেন বাগ্মী, লেখিকা এবং কর্মী; সুতরাং স্বভাবতই তাঁহার মন বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করিত । কিন্তু কত সময় তিনি আগ্রহ ভরে কল্পনা করিতেন যে, তাঁহার সমগ্র উৎসাহ বিদ্যালয়ের কার্যেই নিবদ্ধ রাখিবেন । কয়েকটি মেয়ে লইয়া তিনি যে আশ্রম খুলিবেন, উহাই হইবে তাঁহার কর্মকেন্দ্র । তাঁহার উদ্যম ব্যর্থ হয় নাই; তিনি অনেক শিখিয়াছেন, আশ্বাস পাইয়াছেন । বিদ্যালয়টি বন্ধ করিয়া যাইতে হইবে, দুঃখের কথা; কিন্তু এই পরীক্ষা ব্যতীত স্থায়ী কার্যের সম্ভাবনা ছিল না ।

নিবেদিতাকে বিষন্ন ও হতাশ দেখিয়া স্বামিজী ক্রমাগত উৎসাহ দিতেন, নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতেন । স্বামিজীর পরিকল্পনা শুনিতে শুনিতে উৎসাহিত হইয়া নিবেদিতা ভাবিতেন, তিনি একটি বড় সমিতি গঠন করিবেন, ইংলন্ড, আমেরিকা ও ভারতের সর্বত্র ঐ সমিতির সদস্য থাকিবে, এবং প্রত্যেক সদস্য প্রতি বৎসর মাত্র একটি পেণী, দুটি সেন্ট, অথবা এক আনা করিয়া দান করিলেই তাঁহার বিদ্যালয় চলিয়া যাইবে । অর্থের অভাব আর হইবে না । আর এইরূপে জনসাধারণ প্রদত্ত নিম্নতম মাসিক সাহায্য দ্বারা জন-সাধারণের কার্য সম্পন্ন হইলে কী আনন্দের ব্যাপার!

স্বামিজীর মাথায় বড় বড় পরিকল্পনা খেলিত । কোনদিন হয়তো বলিলেন, মঠে একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলিতে হইবে, আর নিবেদিতার মেয়েরাই উহাতে আমের মোরব্বা সরবরাহ করিবার ভার লইবে । নিবেদিতা মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বন্ধুকে লিখিলেন, ‘‘আমি নিশ্চিত জানি, এ কাজ আমরা বেশ চালাতে পারব । আর এর দ্বারা শিক্ষার পরিসরও বৃদ্ধি পাবে। একবার ভেবে দেখ, কাজটা সম্পূর্ণ রূপে মেয়েদের দ্বারাই পরিচালিত হবে । অবশ্য কাজের গোড়াপত্তন হবে অতি সামান্য ভাবে । যে ভাবে হোক, প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করা চাই ।’’

পড়ে কী বুঝলে ?

1. নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিবেদিতার প্রধান কার্য এবং উদ্দেশ্য কী ছিল ?
2. অর্থ উপার্জনের জন্য মঠে কোন প্রতিষ্ঠান খোলার কথা স্বামিজী চিন্তা করতেন ?
3. শ্রী মায়ের বাড়িতে মেয়েদের কী কী জিনিস দিয়ে প্রদর্শনী হয়েছিল ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ ১৬ই মে বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল । অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছাত্রীগণকে নিবেদিতা একদিন মিউজিয়াম বেড়াইতে লইয়া গেলেন । শ্রীমার বাড়িতে তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষে মেয়েদের বিভিন্ন পুস্তক, খাতা, মাদুর, সেলাই এর কাজ, তাহাদের গড়া বিভিন্ন পুতুল, হাতে আঁকা ছবি প্রভৃতি সুন্দর করিয়া সাজাইয়া রাখিলেন — ছোটখাট একটি প্রদর্শনী । পাড়ার মেয়েরা কৌতূহলের সহিত দেখিয়া যাইতে লাগিল । যে কয়জন ছাত্রী তাঁহাকে বড় আপনার বলিয়া জানিয়াছিল, তাহাদের মুখ ম্লান — সিস্টার চলিয়া যাইবেন । নিবেদিতা সকলকে আদর করিলেন, আশ্বাস দিলেন, আবার তিনি তাঁহাদের কাছে ফিরিয়া আসিবেন । তাঁহার নিজের মনও বেদনা - ভারাক্রান্ত ।

সকলের মন বিষাদগ্রস্ত । ২০ শে জুন বিকালের দিকে সকলে প্রিন্সেপ ঘাটে উপস্থিত হইলেন । স্বামিজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সিস্টার নিবেদিতাকে বিদায় দিবার জন্য মঠের সন্ন্যাসীগণ ছাড়াও বহু লোকজনের সমাবেশ হইয়াছিল । ধীরে ধীরে ‘গোলকুন্ডা’ জাহাজ তীর ছাড়িল । নিবেদিতার অন্তরে বেদনার সহিত দৃঢ় আশ্বাস — আবার তিনি ভারত ভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন ।

জেনে রাখো

ভগিনী নিবেদিতার নাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌ল । তাঁর ‘নিবেদিতা’ নামকরণ করেন স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ নাম দেন ‘লোকমাতা’ । তাঁর নামের সঙ্গে আমাদের দেশের নারী-শিক্ষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ।

ভারতবর্ষের নারী জাতির শিক্ষার জন্য তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে আত্ম-নিবেদন করেছিলেন । তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্যা । স্বামীজীর কাছে নারী সমাজের উন্নতি সাধন ছাড়া জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান ছিল অসম্ভব । নিবেদিতা স্বামীজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নারী শিক্ষার ব্রতে নিজেকে সমর্পণ করেন ।

সংস্কারক	—	যাঁরা পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নতি সাধন করেন ।
কৌমার্য ব্রত	—	আজীবন বিবাহ না করার সংকল্প ।
অতিক্রম	—	ছাড়িয়ে যাওয়া ।
শীর্ষস্থানীয়া	—	সবার উপরে স্থান যার ।
প্রতিরূপ	—	ছায়া ।
মনীষা	—	মেধা জ্ঞান ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

উপলব্ধি — অনুভব।

বাগ্মী — যিনি ভালো বক্তা।

বিষণ্ণ — বিষাদগ্রস্ত।

সমাবেশ — এক জায়গায় সকলে জমা হওয়া।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. স্বামী বিবেকানন্দের দৃঢ় ধারণা ছিল, ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন ——— ভারতকে অতিক্রম করিবে।

   (গৌরবময়, সৌন্দর্যময়, বীরোচিত)

2. স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই স্বীকার্য, কিন্তু প্রাচীন ——— বিসর্জন দিয়া নহে।

   (শ্রেষ্ঠত্ব, আদর্শ, ধর্মভাব)

3. নিবেদিতা ছিলেন ——— লেখিকা এবং কর্মী।

   (কবি, প্রাগ্মী, মেধাবী)

অতি সংক্ষেপে লেখো

4. ভারত সম্পর্কে স্বামিজীর দৃঢ় ধারণা কী ছিল ?
5. স্বামী বিবেকানন্দ মতে ভবিষ্যতের হিন্দু নারীর কেমন হওয়া উচিত ?
6. স্বামিজী আদর্শ শিক্ষা কাকে বলেছেন ?
7. স্বামিজীর জীবনের দুটি সংকল্প কী ছিল ?
8. স্বামিজীর মত অনুযায়ী আমাদের মৌলিকত্ব কী ?
9. নিবেদিতার বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যা কত ছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

10. শিক্ষার প্রণালী সম্পর্কে স্বামিজীর মত কী ছিল ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

11. স্বামিজী নিবেদিতাকে তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের জন্য কেমন মনোভাব পোষণ করতে বলেছিলেন ?
12. নিবেদিতার বিদ্যালয়ে ছোট ছোট মেয়েদের কোন্ প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হোত?
13. ছোট মেয়েদের কোন গুণ নিবেদিতাকে মুগ্ধ করতো ?
14. নিবেদিতার বিদ্যালয়ে ছোট ছোট মেয়েদের কাজের মধ্য দিয়ে কেমন ভাবে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে উঠতো ?
15. নিবেদিতার বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যমে স্বামিজী কী স্বপ্ন দেখতেন ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

16. এ দেশের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের জন্য নিবেদিতা কী ধরণের কাজের পরিকল্পনা করেছিলেন ?
17. কোন কাজের জন্য নিবেদিতাকে পাশ্চাত্যে গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছিল ?
18. নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শরীর চর্চা প্রভৃতি কাজের জন্য কী ধরণের ব্যবস্থা থাকতো ?
19. বিদ্যালয়ের কাজের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যাপারে নিবেদিতা কী চিন্তা করতেন ? কেমন ছিল তাঁর স্বপ্ন ?
20. নিবেদিতার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কাজে অর্থ উপার্জনের জন্য আজ থেকে বহু বছর আগে স্বামিজী ব্যবসায়িক শিক্ষার (Vocational Education) কথা চিন্তা করেছিলেন। আলোচ্য পাঠে তিনি কোথায় কেমন ভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন, বিস্তারিত ভাবে লেখো।
21. নারীজাতির উন্নতির উপায় সম্পর্কে স্বামিজীর কী মত ছিল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বাক্য রচনা করো

বাল্যবিবাহ, শিক্ষালাভ, উন্নতি, মহত্ব, সংকল্প, উৎসাহ।

2. পদ পরিবর্তন করো

জাতীয়, ঐতিহাসিক, স্বীকার্য, প্রয়োজনীয়তা, বীর্য, দৃঢ়তা।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

3. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

প্রাচীন, পবিত্র, সার্থক, স্পষ্ট, স্বাভাবিক, উদার।

4. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

পুনরুত্থান, একাধারে, স্বপ্নাতীত, বিদ্যালয়, গ্রীষ্মাধিক্য, বিধবাশ্রম।

5. বাক্যগুলিকে চলিত ভাষায় লেখো

(ক) ইহা ব্যতীত ভারতের জাতীয় জীবনের পুনরুত্থান অসম্ভব।

(খ) ভবিষ্যৎ ভারত প্রাচীন গৌরবময় ভারতকে অতিক্রম করিবে।

(গ) পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পূর্ণ শাসন — ইহাই আমাদের মৌলিকত্ব।

(ঘ) ইহাদের স্বাভাবিক শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ তাঁহাকে মুগ্ধ করিত।

(ঙ) শিক্ষার সাহায্যে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলাবোধ কেমন আপনিই গড়িয়া উঠিতেছে।

জেনে রাখো

সাধারণ ভাবে ভাষার দুটি রূপ দেখা যায়, সাধুভাষা ও চলিত ভাষা। সাধুভাষা হলো সাহিত্যের ভাষা আর চলিত ভাষা হলো কথোপকথনের ভাষা।

সাধুভাষায় তৎসম শব্দের প্রয়োগ বেশি; সর্বনাম এবং ক্রিয়াপদেরও পূর্ণরূপে ব্যবহার হয়। আজকাল সাহিত্যে চলিত ভাষার বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। চলিত ভাষায় তদ্ভব শব্দের বেশি প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে ক্রিয়াপদ ও সর্বনামের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়।

যেমন — করিয়া (সাধু); ক'রে (চলিত)

কার্য (সাধু) তৎসম শব্দ; কাজ (চলিত) তদ্ভব শব্দ।

আলোচনা করো

স্বামী বিবেকানন্দকে যুগনায়ক বা যুগপুরুষ বলা হয়। অর্থাৎ যিনি যুগকে অতিক্রম করেন। আজ থেকে ১০০ বছর আগে ভারতের উন্নতি সাধনে স্ত্রীশিক্ষা, ব্যাবসায়িক শিক্ষা প্রভৃতি বহু ধরণের প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করেছিলেন। স্বামীজী অসময়ে চলে যাওয়ার পর তাঁর মানস-কন্যা ভারতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ নিবেদিতা তাঁর অর্ধ সমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যান।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

নিচে আলোচনা বা ভাষণ প্রতিযোগিতার জন্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হোল ।

(ক) "আজ শতবর্ষ পরে ভারত উন্নতির পথে এগোবার জন্য স্বামীজীর নির্দেশিত পথেই অগ্রসর হচ্ছে ।" আলোচনা করো ।

(খ) স্বামী বিবেকানন্দ 'যুগনায়ক' এই উক্তিটি তোমার জানা স্বামীজীর জীবনের একটি বা দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার চেষ্টা করো ।

(গ) ভারতের মেয়েরা জ্ঞানে কর্মে কোনো কিছুতেই ছেলেদের থেকে পিছিয়ে নেই বরং কিছুটা এগিয়ে আছে । আজ মেয়েদের জন্য পড়শোনা বা পেশার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ কতটা প্রাসঙ্গিক তোমার মতামত দাও ।

(ঘ) প্রতিযোগিতায় না গিয়ে সংরক্ষণের মাধ্যমে ভর্তি হওয়া বা চাকুরি পাওয়ার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই বরং তা দুর্বলতার পরিচায়ক । স্বামীজী ও নিবেদিতার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত তোমরা এ বিষয়ে তোমাদের মতামত প্রকাশ করো ।

উদাহরণ স্বরূপ উপরে কয়েকটি বিষয়ের নমুনা দেওয়া হোল ।
তোমরা শিক্ষকের সাহায্যে এই ধরণের বিষয়গুলি নিয়ে লিখিত বা বাদ-বিবাদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারো ।

করতে পারো

স্কুলে ছুটির দিনগুলিতে তোমরা বন্ধুরা মিলে তোমাদের আশেপাশের গরীব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পরিচিত খোলা জায়গায় একত্রিত করো । তোমাদের মধ্যে যারা আসন কিংবা ব্যায়াম জানো, ছবি আঁকা বা গান জানো, রুটিন তৈরি করে তারা এক-একদিন তা শেখাতে পারো । এছাড়া সামর্থ্য অনুযায়ী খেলাধূলা, কবিতা পাঠ, গল্প বলা মাধ্যমে পড়াশোনা শেখাতে পারো । এই শেখানোর মধ্যে দিয়ে শিশুরা যাতে সঠিক পথে এগিয়ে যেতে পারে সেই চেষ্টা সবাইকে করতে হবে । মনে রেখো, এর মধ্যে দিয়ে তোমাদের নিজেদের মধ্যেও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এবং 'আই কিউ' বাড়তে থাকবে ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

শেষ পাতা

ও' হেনরি

লেখক পরিচয়

[ও' হেনরির জন্ম হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য নর্থ ক্যারোলিনার অন্তর্গত গ্রীনস্‌বরেবতে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর আসল নাম উইলিয়াম সিডনী পোর্টার। সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হওয়ার সময় 'ও' হেনরি' ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯০২ থেকে ১৯২০ - এই উনিশ বৎসরে তিনি ছয়শোরও বেশি গল্প রচনা করেছিলেন। ছোটগল্পে তিনি তাঁর এক নিজস্ব শিল্পকৌশল দেখিয়েছেন। ছোটগল্পের পরিসমাপ্তি অপ্রত্যাশিত ও আকাস্মিক হয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর ছোটগল্প গুলির মধ্যে পাওয়া যায়। 'শেষপাতা' ছোটগল্পটি তাঁর বিখ্যাত গল্প 'The Last leaf' - র বাংলা অনুবাদ।]

ওয়াশিংটন স্কোয়ারের পশ্চিমে ঐ যে গ্রীনউইচ অঞ্চলটা, ওটা বস্তুতঃ দরিদ্র শিল্পীদের একটা কলোনী। ওখানকার বাড়িগুলোর বৈশিষ্ট্য হল তে-কোনো ছাদ, ওলন্দাজী ঢং-এর চিলেকুঠুরি, আর অত্যল্প ভাড়া। কলোনীর বাসিন্দাদের বৈশিষ্ট্যও আছে কিছু। তাদের বাসনপত্র সব টিনের তৈরী। সব সিক্সথ অ্যাভেন্যু থেকে কেনা। গরম জামার বাহুল্য কারুরই বড় একটা নেই, যার দরুণ শীত পড়লেই এ-পাড়ায় কামরায় কামরায় দেখতে পাওয়া যায় নিউমোনিয়ার রোগ।

এক তেতলা ইটের বাড়ির একেবারে চূড়ায় একটা ঘর। সভ্য জবানে যার নাম স্টুডিয়ো– শিল্পশালা। এর মালিক হচ্ছে দুজন। স্যু আর জোয়ানা ওরফে জন্‌সি। একজনের বাড়ি মেইন, একজনের ক্যালিফোর্নিয়া। প্রথম দেখা হয় বছর দুই আগে, এই নিউইয়র্কের অষ্টম ষ্ট্রীটে। ডেলমোনিকো হোটেলে সস্তায় টিফিন খেতে গিয়ে সেই যে দু'জনে ভাব করে বসল, সেই থেকে এ যাবৎ একই সাথে আছে দুটি মেয়ে। রুচির মিল আছে ওদের। যেমন চিত্রকলা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণায়, তেমনি চিকোরি চাটনি আর যাজকীয় ঢং আস্তিনের প্রতি পক্ষপাতেও। সুতরাং আশা করা যায় যে এ ভাবে অভাব ঘটবে না কোন কালেই।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ঘটবে না যে, তার প্রমাণ এবার শীতের গোড়াতেই পাওয়া গেল। জন্‌সি পড়ল নিউমোনিয়ার। স্যু প্রাণপাত করে সেবা করতে লেগে গেল তার। কয়েকদিন যায়, রোগী দেখে বেরুবার সময় ডাক্তার স্যুকে ডেকে নিয়ে গেলেন সিঁড়ির চাতালে। ব্যস্ত মানুষ, হাতে নিউমোনিয়ার রোগী কয়েক ডজন। এই বাড়িতেই জনা দশ-বারো। যা বলবার, বলে ফেললেন বিনা ভূমিকাতেই। "জোয়ানের জীবনের আশা, এই ধর–দশে এক।" – ঝেড়ে ঝেড়ে ডাক্তার থার্মোমিটারের পারা নামাচ্ছেন, ঝাঁকড়া কাঁচাপাকা ভ্রু দুটো কুঁচকে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখেছেন সেইদিকেই। "হ্যাঁ দশে এক। বুঝলে তো? তাও সেই যে এক পরিমাণ বাঁচার আশা, তাও নির্ভর করছে তার নিজের ইচ্ছাশক্তির উপরে। রোগীর মনে যদি জোর থাকে, জেদ থাকে বেঁচে ওঠার জন্য, ওষুধের চেয়ে তাতেই কাজ দেয় বেশী। আমার বাছা তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে এদিক দিয়ে। বেশীর ভাগ রোগীই যেন রোগে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মন স্থির করে ফেলে মরবার জন্য। তাদের ভাবখানা এই রকম– 'মিছে কেন ওষুধপত্তর, কফিনওয়ালাদের খবর দাও আসবার জন্য।' সেরকম ক্ষেত্রে ডাক্তার কী করবে, বলতে পার?" একটু থামতে হল ডাক্তারকে থার্মোমিটার খাপে পুরবার জন্য। তারপরই তিনি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন স্যুর দিকে। বেশ অসন্তুষ্ট ভাবেই বলে উঠলেন- "তোমার প্রিয় সঙ্গীটি দেখছি, মরবার জন্যই মনস্থির করে বসে আছেন। এর কারণ কি বলতে পার? কোন গুরুতর নৈরাশ্য। মনের কোন ঐকান্তিক বাসনার নিষ্ফলতা কি ঘটেছে ও'র?"

স্যু গম্ভীর হয়ে গেল। মাথা নাড়ল। তারপর বলল – "না, তেমন তো কিছু জানি না। তবে নেপল্‌স উপসাগরের একটা ছবি আঁকার সাধ ওর বহুদিনের। তা, ইতালি যাওয়ার সুযোগ-সুবিধে তো সহজে হয়ে ওঠে না আমাদের মত অবস্থার মেয়েদের–"

"দূর! দূর! আরে ছবি-টবি নয়–" বলে উঠলেন ডাক্তার–"আমি বলছি অন্য কথা। মনের কথা- কিন্তু সেরকম যদি কিছু না হয়, তবে অন্য কারণ যা হতে পারে, তা হল নিদারুণ দুর্বলতা, পুষ্টির অভাবজনিত দুর্বলতা যা হোক, চিকিৎসায় যতদূর যা করা যায়, তা আমি করব। কিন্তু ঐ কথা! নিজের শবযাত্রায় গাড়ি আসবে কয়খানা, রোগী যখন সেই হিসাব করতে শুরু করে, আমি তখনই তাকে খরচের খাতায় লিখে দিই।"

চলে গেলেন ডাক্তার। স্যু স্নানের ঘরে গিয়ে এমন কান্না কাঁদল যে একখানা জাপানী তোয়ালে ভিজে গেল তার চোখের জলে। তারপর চোখ মুছে, মুখ ধুয়ে সে নাচতে নাচতে ঢুকল গিয়ে জন্‌সির ঘরে। হাতে ছবি আঁকার বোর্ড, মুখে হালকা সুরের শীস।

চাদর মুড়ি দিয়ে জন্‌সি শুয়ে আছে জানলার দিকে মুখ করে। এমন স্থির হয়ে শুয়ে আছে যে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পড়ে কী বুঝলে ?

1. ওয়াশিংটন স্কোয়ারের কোন দিকে গ্রীনউইচ অঞ্চলটি ?

   ক. উত্তর খ. দক্ষিণ

   গ. পূর্ব গ. পশ্চিম

2. গ্রীণউইচ অঞ্চলে বস্তুতঃ কারা বাস করে ?

3. নিউমোনিয়ায় কে আক্রান্ত হয়েছিল ?

চাদরটা একটুও নড়ছে না । স্যু ভাবল ও ঘুমিয়েছে । অমনি শীস বন্ধ করল ।

বোর্ড পেতে সে একটা একরঙা ছবি আঁকতে সুরু করল । সাময়িক পত্রিকার একটা গল্পের ছবি । তরুণ লেখকেরা পত্রিকায় গল্প লেখে সাহিত্য সৌধে ওঠবার সোপান হিসাবে । আর তরুণ চিত্রশিল্পীরা, চিত্রকলাসৌধের সোপান হিসাবে সেইসব গল্পের ছবি আঁকে অসীম অধ্যবসায়ে ।

স্যু আঁকছে একটি ঘোড়ায় চড়া রাখালের ছবি—কাউবয় । তারা পেশায় রাখাল, অথচ গল্পের চাহিদা অনুযায়ী তাকে পরানো হবে আধুনিক ফ্যাসানের পেন্টেলুন, তার চোখে পরিয়ে দিতে হবে চশমা । বিদ্‌কুটে লাগছে তার নিজের । কিন্তু করবে কী, চাহিদা মত ছবিই তো আঁকতে হবে তাকে ।

আঁকছে আঁকছে, হঠাৎ একটা চাপা আওয়াজ এল জন্‌সির চাদরের নীচে থেকে। একটা, আর একটা, তারপর আর একটা--স্যু তাড়াতাড়ি বিছানার কাছে এগিয়ে গেল –

জন্‌সি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে । জানালার বাইরে। তাকিয়ে রয়েছে আর গুনছে । উল্‌টো দিকে গুনে যাচ্ছে--বারো ! এগারো ! দশ ! নয় ! আট ! সাত ! – কখনও দু'টো সংখ্যার মধ্যে একটু বিরতি দিয়ে, কখনো বা দুটো সংখ্যা এক নিঃশ্বাসেই ।

এক দৃষ্টিতে জন্‌সি তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে । কী দেখছে ও ? কি গুন্‌ছে ? একটা ছাদ মাত্র বাইরে, রিক্ত, শূন্য, ফাঁকা । বিশ ফুট আন্দাজ তফাতে আর একটা ইটের বাড়ির এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল । সেই দেওয়ালে একটা আইভি লতা, কতকালের বুড়ো কে জানে, গায়ে গায়ে গিঁট তার । সেই লতাটা আছে বটে দেখবার জিনিস । ওবাড়ির ছাদ পর্য্যন্ত বেয়ে ওঠার মত শক্তি অবশ্য বুড়ো লতাটার নেই । জন্‌সির জানলার সোজাসুজি এসে থেমে গেছে তার উর্দ্ধগতি । আর কী হতশ্রী সেই লতাটার ! হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটি একটি করে প্রায় সব পাতাই তার ঝরে গেছে । শুকনো, ন্যাড়া, নির্জীব । কঙ্কালসার লতাটী যেন শীর্ণ বাহু মেলে কোনো রকমে আঁকড়ে ধরে আছে ইট বার করা এবড়ো-খেবড়ো দেওয়ালটাকে ।

স্যু জিজ্ঞাসা করে--"কী সই, কী ?"

জন্‌সির স্বর গলা দিয়ে বেরোয় কি বেরোয় না । "মোটে ছ'টা আছে । কী তাড়াতাড়িই যে ঝরে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

যাচ্ছে। পরশু দিনও প্রায় শ'খানেক ছিল। গুনতে গুনতে মাথা ঘুরে যাচ্ছিল ! এখন আর কষ্ট নেই। যাঃ গেল আর একটা, মোটে পাঁচটা রইল এখন।"

"কী পাঁচটা রইল ? কী পাঁচটা ? তোর স্যুকে বলবি না ?"

"পাতা, পাতা ! ঐ আইভি লতার পাতা। শেষ পাতাটা যেদিন ঝরে যাবে, সেদিন তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঝরে যাব। আজ কয়েকদিন থেকেই আমি জানি তা। কেন, ডাক্তার তোকে বলেন নি ?"

নাক সিট্‌কে স্যু বলল—"এ কী বোকার মত কথা, এ্যাঁ ? তোর ভাল হয়ে ওঠার সঙ্গে আইভির পাতা ঝরার সম্পর্ক কী ? নেহাৎ হাবার মত কথা বলছিস্‌ জন্‌সি। এই তো একটু আগেই ডাক্তার বলে গেলেন--দাঁড়া, ঠিক ঠিক কী তিনি বলে গেলেন, মনে করে নিই আগে--হ্যাঁ, তিনি বলছিলেন- তোর ভাল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা হচ্ছে দশে নয়। হ্যাঁ, হুবহু ডাক্তারের কথা--দশে নয়। তা দ্যাখ, ঐ যে একটুখানি আশংকা-- ঐ দশভাগের একভাগ, ও তো নিউইয়র্ক শহরের রাস্তায় ট্রামে-বাসে চড়তে গেলেও আছে, নতুন যে সব বাড়ি তৈরি হচ্ছে তার কোল ঘেঁষে হাঁটতে গেলেও আছে। তুই যে কী ! নে, এখন একটু শুরুয়া খেয়ে নে। তোর স্যুর এখন আঁকাজোকার ব্যাপার রয়েছে। ছবিটা সম্পাদকের কাছে গছিয়ে আসতে পারলে তবেই না তোর জন্য পোর্ট আর আমার জন্য মাংসের সংস্থান হবে।"

দুচোখ জানলার উপর নিবদ্ধ রেখে জন্‌সি বলল, "আমার জন্য আর পোর্ট বা অন্য কিছু আনতে হবে না। ঐ গেল আর একটা। আর শুরুয়াও আমি খাব না। মোটে আর চারটে পাতা রইল। সন্ধ্যার আগেই নিশ্চয় শেষ পাতাটাও ঝরে যাবে। দিনের আলো থাকতে থাকতেই ঝরবে। ঝরে যদি, নিজের চোখেই তো আমি দেখতে পাব। আর তাই দেখার পর আমিও যেতে পারব শান্তিতে।"

জন্‌সির উপরে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ল স্যু – "লক্ষ্মী সোনা, তুই একটু চোখ বুজে ঠাণ্ডা হয়ে থাক, তা না হলে তোকে রেখে আমি ছবি আঁকতে যেতে পারছি না। ঐ জানলার দিকে আর তাকাস না। আঁকার জন্য একটু আলো দরকার, নইলে আমি বন্ধই করে দিতাম জানলাটা।"

জন্‌সিও একগুঁয়ে কম না-- "তুই ওঘরে গিয়ে আঁক না।"

"তোকে একা রেখে ?" স্যু মাথা নাড়ল জোরে জোরে--"না, তুই একা শুয়ে শুয়ে ঐ ঝরাপাতা গুনতে থাকবি, তা হবে না। তুই চোখ বোজ।"

জন্‌সি চোখ বুজল। ধরাশায়ী মার্বেল মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল--"তোর আঁকা শেষ হলেই বলবি আমায়। শেষ পাতা-ঝরাটা আমি দেখতে চাই। দুলে দুলে নীচুপানে চলে যেতে চাই হাওয়ার সঙ্গে--ঐ হলদে পাতাগুলোর মত।"

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

"একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি"—বলল স্যু—"আমি একবার নীচে থেকে ঘুরে আসি; নিঃসঙ্গ খনি-শ্রমিক আঁকতে হবে একটা—বুড়ো বেরম্যানকে মডেল করতে চাই। এখুনি আসছি—"।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. স্যু কার ছবি আঁকছিল ?
2. কেন গাছের পাতা ঝরে-ঝরে পরে যাচ্ছিল ?
3. স্যু - তার নিঃসঙ্গ খনি শ্রমিকের জন্য কাকে মডেল করতে চাইলে ?

এরা যে দোতলায় থাকে, তার ঠিক নীচের একটা কামরায় থাকে বুড়ো বেরম্যান। সেও ছবি আঁকে। ষাট পেরিয়েছে বয়স। মাথাটা ছাগলের মাথার মত। দাড়িটাও ছাগল দাড়ি। কিন্তু ধড়টা বালকের। ছবি আঁকায় নাম হয়নি কোনদিন, তবু সারা জীবন ওতেই লেগে আছে—চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছরের সাধনাতেও কলালক্ষ্মীর কৃপা এক কণাও লাভ করতে পারেনি বেচারি। যেকোনো ছবি আরম্ভ করার আগে সে জাঁক করে—"দেখে নিও সবাই, আমার এবারকার ছবি যা হবে, দুনিয়ার সেরা ছবি একদম।" সে-ছবি এক সময় শেষও হয়। কেউ কিন্তু সে ছবিকে আগে আগের ছবির চেয়ে একটুও সেরা বলতে রাজি হয় না। ইদানীং এক-আধটা বিজ্ঞাপনের ছবি ছাড়া আর কিছুতে সে হাত দেয় নি। বরং তার আয় হয় অন্য শিল্পীদের মডেল হিসেবে কাজ ক'রে। বাইরে থেকে দেখলে তার স্বভাবটা বরং হিংস্র বলেই মনে হতে পারে। কারও ভেতরে কোন কোমলতার আভাস পেলেই তাকে ঠাট্টায় বিদ্রুপে অস্থির করে তোলে বেরম্যান।

এই লোকই আবার দোতলার শিল্পী মেয়ে দুটির অভিভাবক সেজে বসেছে, তাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ-খবর নিচ্ছে যখন তখন। প্রতিদানে তাদের কাছ থেকে পেয়ে আসছে খানিকটা আস্থা। বলবার মত কোন কিছু নিজেদের মধ্যে ঘটলে তা তারা আর কাউকে বলুক বা না বলুক, বেরম্যানকে বলবেই।

আজ তাই স্যু যখন বেরম্যানকে মডেল হবার কথা বলতে এল, তখন কাজের কথাটুকু এক মিনিটে সেরে নিয়েই বিস্তারিত বর্ণনা শুরু করে দিল জন্‌সির অদ্ভুত খেয়ালের। জন্‌সি বলছে — আইভি লতার শেষ পাতা ঝরার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহলতার জীবন কিশলয়টিও ঝরে পড়বে।

সেকথা শুনেই বেরম্যানের চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মুখে তার কি দাপাদাপি! "এমন বোকার মত কথা কেউ শুনেছে নাকি, এ্যাঁ ? আইভি লতার সঙ্গে মরা বাঁচার সম্পর্কটা কি ? এমন আজগুবি কথা তো আমি বাপের জন্মে শুনিনি কোনো কালে ! চুলোয় যাক্ তোমার মডেলগিরি, ও কাজ তুমি— বলি এই সব ছাইভস্ম খেয়ালের পেছনে পড়ে থাকলে সত্যিকার ভাল ছবি তুমি আঁকবে কবে ?"

"বাঃ রে, আজগুবি খেয়াল ঢুকেছে তার মাথায়"— এই বলেই স্যু করুণ রস থেকে একেবারে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

রৌদ্ররসে পৌঁছে গেল—"কী বললে ? মডেল হবে না ? তুমি একটা ইয়ে—ইয়ে—বুড়ো—"

বেরম্যান সুরটা একপর্দা নাবিয়ে বলল—"কী হল, কী ? এ না হলে আর মেয়ে মানুষ বলেছে কাকে ? কে বলেছে আমি মডেল হব না ? মডেল হব—মডেল হব — এ কথা তো আমি আধ ঘন্টা ধরে বলে আসছি। আসল কথা কি জান, এ জায়গাটাই বিশ্রী। এখানে থাক্‌লে ছেলেবুড়ো সকলেরই মাথায় বিশ্রী খেয়াল ঢোকে। দাঁড়াও না, আমার সেরা ছবিটা আগে শেষ করি আর তার দাম অন্ততঃ বিশ হাজার ডলার পকেটে পুরি, তারপর তোমাদের নিয়ে আমি ড্যাং ড্যাং করে চলে যাব সমুদ্রের ধারে কোন ভাল জায়গায়—"

বেরম্যানকে নিয়ে স্যু যখন উপরে উঠল, জন্‌সি তখন ঘুমোচ্ছে। জানলা বন্ধ করে দিল স্যু। বাইরে ঝড় উঠেছে, বরফ পড়ছে বৃষ্টির সঙ্গে, পাতা আর একটাও থাকবে না আইভি লতার। এই ঘুম যখন ভাঙবে জন্‌সির, যখন সে আইভিটাকে দেখবে একেবারে নিস্পত্র— । প্রাণটা যদি তার তখুনি সত্যিই বেরিয়ে যায় ?

আপাততঃ বাঁচোয়া, পাতা ঝ'রে গেলেও দেখতে পাবে না জন্‌সি, কারণ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। কিন্তু কাল ?

এই চিন্তাতেই সারারাত চোখ বুঝতে পারল না স্যু।

পরদিন সকালে উঠেই স্যু গেল জন্‌সির কাছে। জন্‌সি তখন জেগে গেছে, তাকিয়ে আছে জানলাটার দিকে, বলল—"জানলাটা খুলে দে স্যু।"

স্যুকে উঠতেই হ'ল। না খুললে এখুনি রেগে উঠবে জন্‌সি, উত্তেজিত হবে, তারও তো ফল খারাপ। ভয়ে ভয়ে জানলাটা খুলল স্যু। নিস্পত্র ? না, একেবারে নিস্পত্র নয়। কাল ছিল চারটে পাতা, তার তিনটে ঝরে গেছে। একটি মাত্র পাতা না জানি কেমন করে লতার গায়ে টিকে আছে ! পড়েনি ! পড়েনি ! শেষ পাতাটা এখনো পড়েনি !

জন্‌সি অবাক হয়ে তাকালে—তাকিয়েই রইল সেই একমাত্র পাতাটার দিকে–"এত ঝড়বাদলা, বরফ — তবুও আছে ? কী জানি কেমন করে আছে !"

একটু থেমে সে মুখ ফেরাল অন্যদিকে — কতক্ষণ বা আর থাকবে ? যা হাওয়া! টুপ করে ঝরে যাবে এখনি।"

পাতাটা কিন্তু ঝরে গেল না। সারাদিন — সারা দীর্ঘ দিন কী মাতামাতি চলল পাগল হাওয়ার। তবু সে পাতা অনড়, কিছুতেই পড়ল না। দিন গেল, সন্ধ্যা হল যখন তখনও সে পাতা টিকে আছে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

লতার গায়ে । "আজ রাতেই পড়ে যাবে"— নিঃশ্বাস ফেলে বলল জন্‌সি — "কাল সকালে পাতাটা আর দেখবি না। আর হয়ত দেখবি না আমাকেও ।"

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে, জন্‌সির মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে স্যু কেঁদে ফেলল। সারারাত সমানে চলল ঝড়ের তাণ্ডব। কিন্তু সকালের দিকে রাঙা রোদে ঝলসে উঠল পৃথিবী। হাত কাঁপছে, তবু, দুরুদুরু বুকে জানলা খুলে বাইরে তাকাল স্যু, তাকাল জন্‌সিও। কী আশ্চর্য ! কী বিস্ময় ! শেষ পাতাটা এখনো টিকে রয়েছে! ঝড়ও তো নেই আর ! তবে কি ও টিকেই গেল ?

জন্‌সিও উঠে বলে — "আমিও তাহলে বোধহয় টিকে গেলাম স্যু ! দে একটু ভাল করে শুরুয়া করে দে, আর পোর্ট ।"

একটু বেলায় ডাক্তার এলেন, জন্‌সিকে দেখতে দেখতে তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। স্যুকে ডেকে বললেন — তোমারই জিত। যার বাঁচার কথা ছিল না, তাকে তুমি বাঁচালে ।"

জন্‌সি বাঁচল, কিন্তু নিউমোনিয়ায় পড়ল বেরম্যান। মরবার আগে প্রলাপ বকছিল বুড়ো — সেই বরফ ঝড়ের রাতে সে নাকি একটা টিনের উপর আইভি পাতার ছবি এঁকেছে। আর সেই হাতে আঁকা টিনের পাতাটা তার দিয়ে বেঁধে এসেছে কোন এক আইভি লতার গায়ে। সেইটাই নাকি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বেরম্যান কোথায় থাকে ?
2. আইভিলতার শেষ পাতাটি কিসের ছিল ?
3. টিনের পাতটি আইভিলতার গায়ে কে বেঁধে দিয়ে এসেছিল ?

আইভি লতাটার গোড়ায় একটা মই পাওয়া গেল, আর দেখা গেল, শেষ পাতটা সত্যিকারের পাতা নয়, টিনের পাতা — বেরম্যানের হাতে আঁকা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি। অবশ্য তার জন্য সে বিশ হাজার টাকার নগদ দাম পেল না।

জেনে রাখো

চিকোরি — এক রকম বুনো গাছের শেকড়, যা ভেজে গুঁড়ো করে কফির সঙ্গে মিশিয়ে ফরাসীরা খায়।

নিষ্পত্র — পাতাহীন।

কিশলয় — গাছের কচি পাতা বা নতুন পাতাযুক্ত শাখা।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. স্যু আর জন্‌সির প্রথম পরিচয় কোথায় হয় ?

ক. গ্রীনউইচ খ. নিউইয়র্ক

গ. বোস্টন ঘ. ক্যালিফোর্নিয়া

2. বেরম্যানের আয়ের প্রধান স্রোত কী ?

ক. ছবি আঁকা খ. ফল বিক্রি করা

গ. মডেল হওয়া ঘ. গান গাওয়া

3. 'শেষপাতা' গল্পটি কার লেখা ?

ক. ও হেনরি খ. মোপাসাঁ

গ. সেক্সপীয়র ঘ. টলস্টয়

4. জন্‌সি বিছানায় শুয়ে শুয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কী দেখতো ?

ক. বাগানের ফুল খ. বাইরের দেওয়াল

গ. আইভিলতার পাতা ঘ. আকাশের রং

5. বেরম্যান তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবির জন্য অন্ততঃ কত হাজার ডলার পাবেন বলে মনে করেন ।

ক. দশ, খ. বিশ,

গ. পঁচিশ ঘ. পাঁচ

অতি সংক্ষেপে লেখো

6. ও হেনরির আসল নাম কি ?

7. স্যু আর জন্‌সির বাড়ি কোথায় ?

8. 'শেষপাতা' গল্পটির পটভূমি কোনদেশে ?

9. কোন্ ছবি আঁকার ইচ্ছা জন্‌সির বহুদিনের ?

10. স্যু আর জন্‌সির পেশা কি ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সংক্ষেপে লেখো

11. গ্রীনউইচ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য কি ?
12. স্যু আর জন্‌সির আলাপ কোথায় হয় ? তাদের রুচির মিল কোথায় ?
13. ঝড় বাদল ও বরফ ঝরা রাতেও আইভিলতার শেষ পাতাটা কেন রয়ে গেল ?
14. বেরম্যানের মৃত্যুর কারণ কি ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

15. স্যু আর জন্‌সির বন্ধুত্বের যে পরিচয় 'শেষপাতা' গল্পটিতে পাও, তা লেখো ।
16. টিনে আঁকা পাতাকে কেন বেরম্যানের শ্রেষ্ঠ ছবি বলা হয়েছে ?
17. কোনো রোগে মানসিক শক্তিই বেশি প্রভাবশালী – 'শেষপাতা' গল্পটি অবলম্বনে কথাটির সত্যতা নিরূপণ করো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত অর্থ লেখো

ঊর্দ্ধ, নির্জীব, উজ্জ্বল, বিশ্রী, সফলতা, পরিচয়, প্রকাশ ।

2. অর্থ বুঝিয়ে বাক্যে ব্যবহার করো

সস্তার তিন অবস্থা,

রাখে কৃষ্ণ মারে কে,

পেটে খেলে পিঠে সয়,

সবুরে মেওয়া ফলে,

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রথম নারী শহীদ

মনোরঞ্জন ঘোষ

(চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পলাতক মাস্টারদা ও অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে ধলঘাটে পুলিশের খণ্ড যুদ্ধ হয়। তাতে শহীদ হন নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন; মাষ্টারদা ও প্রীতিলতা পলাতক হন।)

ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধের পর বিপ্লবীরা সব বিভিন্ন গুপ্তকেন্দ্র হতে এসে একত্রে মিলিত হন পরবর্তী সংগ্রামের পরিকল্পনা করতে। কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারও আসেন। তাঁরা দুজন মাস্টারদাকে বলেন, এবার আমাদের কাজ দিন। তাঁদের একান্ত অনুরোধের উত্তরে মাষ্টারদা মৃদু হেসে বলেন, দেব, বোন। তোমাদের উপযুক্ত গুরু দায়িত্ব দেব।

মাস্টারদা তাঁর সিদ্ধান্ত সকলকে জানান-পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করা হবে। তোমরা সব খবর জোগাড় কর, প্রস্তুত হও, আর এই আক্রমণের নেতৃত্বের ভার, প্রীতি ও কল্পনা তোমাদের দিলাম।

কালি দে ইউরোপীয়ান ক্লাবের এক বাবুর্চির কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সব খবর জোগাড় করে নেয়। ছেলেরা রাইফেলের নল কেটে ছোট করে নেয়, যাতে লুকিয়ে সঙ্গে নিতে সুবিধা হয়। নতুন বোমা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। কাটলি গ্রামের গোপন কেন্দ্রে তারকেশ্বর দস্তিদার নারী সদস্যদের রাইফেল ও বোমা ছুঁড়তে শেখায়।

সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হয়। আক্রমণের আগে কল্পনা দত্ত পুরুষের ছদ্মবেশে তিনজন সঙ্গীসহ সরজমিনে তদারকে যান। কিন্তু ঘটনাক্রমে তিনি ধরা পড়ে যান। তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য আক্রমণের দিন এক সপ্তাহ পেছিয়ে দেওয়া হয় এবং সম্পূর্ণ নেতৃত্ব এসে পড়ে প্রীতিলতার উপর।

*   *   *

২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সাল। আক্রমণের দিন। আক্রমণে যাঁরা অংশ নেবেন—শান্তি চক্রবর্তী, কালীকিংকর দে, সুশীল দে, মহেন্দ্র চৌধুরী, পান্না সেন, প্রফুল্ল দাস, বীরেশ্বর রায়—তাঁরা যথারীতি প্রস্তুত হন। নেত্রী প্রীতিলতার পরণে পায়জামা পাঞ্জাবী, মাথায় পাগড়ী। কর্মব্যস্ত তাঁকে আজ খুব

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রফুল্ল দেখায়। তাঁর মনে এক ইচ্ছা জাগে– যাবার আগে একবার মাস্টারদার দর্শন। সে সময় বহুদূরের এক গুপ্ত আশ্রয়ে তিনি আছেন।

মাস্টারদা বোধ হয় অর্ন্তযামী। এঁদের যাত্রার পূর্বে হঠাৎ তিনি উপস্থিত হন এক মুসলমান মাঝির ছদ্মবেশে। ছেলেরা অনুযোগ করে,– আপনি কেন এলেন গুপ্তস্থান ছেড়ে ? আপনার যে ধরা পড়ার ভয় আছে। মাস্টারদা হেসে বলেন,– তোরা সবাই আজ কাজে যাচ্ছিস, আর আমি লুকিয়ে বসে থাকব ? যাবার আগে নিজে একবার সব দেখে না দিলে নিশ্চিত হতে পারি না।

তিনি প্রত্যেকের অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেন, প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন। প্রীতি বলেন, – আপনার কাছে একটি অনুমতি চাই, মাস্টারদা। আমি ধরা দেব।

– প্রীতি, পুলিশ তোমায় অপমান করবে এ আমি চাই না।

– অপমান তারা আমায় করতে পারবে না। তারা আগে আমি আত্মহত্যা করব।

– আত্মহত্যা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ।

– কিন্তু আমার যে মরা প্রয়োজন। নিরাপদে পালিয়ে এলে সকলে জানবে না যে আজ মেয়েরাও সংগ্রামে যোগ দিয়েছে। দেশে চাঞ্চল্য আনার জন্য মেয়েদের মধ্যে প্রেরণা আনার জন্য আমার মরা প্রয়োজন।

প্রীতি ! – কিছু বলতে গিয়ে থেমে যান মাস্টার দা।

আশীর্ব্বাদ করুন মাস্টারদা ! – প্রীতিলতা সূর্য সেনকে প্রণাম করেন।

সূর্য সেন বোঝেন যে এবার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় লিখিত হবে নারী শোণিতের অক্ষর দিয়ে।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. কালি কিংকর দে কে ?
>   - ক. স্বাধীনতা সংগ্রামী খ. মাঝি
>   - গ. বাবুর্চি ঘ. সিপাহী
> 2. মাস্টারদার আসল নাম কি ?
> 3. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের আগেই কে ধরা পড়ে গিয়েছিল ?

* * *

ইউরোপীয়ান ক্লাবের কাছাকাছি জঙ্গলে বিপ্লবী দল আত্মগোপন করে অপেক্ষা করে। দূর থেকে দেখা যায় ক্লাবের হলে বল-ডান্স হচ্ছে। বাইরে সারি সারি মোটর দাঁড়িয়ে। একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলে,– সব সাহেবই এসে জুটেছে। এবার আক্রমণের সময় হয়েছে। প্রীতিলতা আদেশ দিলেন- এ্যাটাক্ !

জন চারেক করে তিন দলে ভাগ হয়ে বিপ্লবীরা তীব্র বেগে ক্লাব লক্ষ্য ক'রে দৌড়ান ! সান্ত্রীরা

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

হাঁকে, – কৌন হ্যায় ?

প্রীতি আদেশ দেন – 'রাশ্ ইন্।'

তাঁরা ক্লাবের কোটি ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকে পড়েন। পিছনে রক্ষীরা চেঁচায়– পাকড়ো ! পাকড়ো !

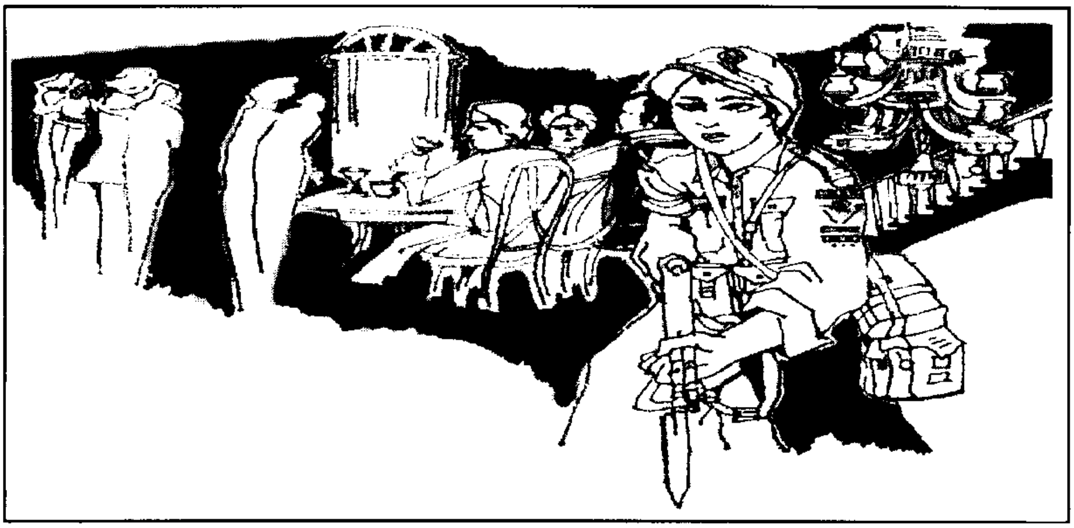

দুটি ছেলে লাফিয়ে বিলিয়ার্ড-রুমের জানালায় উঠে ঘরের মধ্যে বোমা ছোঁড়ে। ক্রীড়ারত কয়েকজন হতাহত হয় । হলের নাচ থেমে যায় । সকলে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে । ইতিমধ্যে প্রীতি দরজার কাছে এসে ঘরের মধ্যে একটি বোমা ছোঁড়ে । তীব্র চীৎকার আর আর্তনাদ ওঠে, কয়েকজন লুটিয়ে পড়ে ।হুড়োহুড়ি, চিৎকার.........কেউ কেউ পালাবার চেষ্টা করে......দমাদম গুলি চলে.........ধোঁয়ায় চারদিক অন্ধকার হয়ে যায় ।

হঠাৎ রিভলবার হাতে এক মিলিটারি সাহেব এক কোণ থেকে ছুটে এসে প্রীতিকে গুলি করে। গুলি লাগে প্রীতির বাহুমূলে । প্রীতিও সাহেবটিকে গুলি করেন।

চারিদিকে সার্চ লাইটের সংকেত চলে । চারিদিক থেকে বিদ্যুৎ গতিতে মিলিটারি গাড়ি আসে ক্লাবের দিকে । একটি ছেলে হুইসেল বাজিয়ে চেঁচায়–রিট্রিট ! রিট্রিট !

বিপ্লবীরা ছুটে যায় অন্ধকার মাঠের দিকে । পিছন থেকে চিৎকার; সন্ধানী আলোর সংকেত ও গুলির শব্দ শোনা যায় ।

প্রীতি দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করেন,-- সকলে নিরাপদে ফিরেছে?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

— হ্যাঁ, কিন্তু ও কি ! প্রীতিদি, তোমার জামা যে রক্তে ভেসে যাচ্ছে !

দৌড়ও সব— প্রীতি নির্দেশ দেন । নেত্রীর নির্দেশে সকলে দৌড়ান শুরু করে । প্রীতি পিছিয়ে পড়েন । সবার অলক্ষ্যে জামার পকেট থেকে একটি ছোট শিশি বের করেন ।

পিছন ফিরে কালি দে ডাকে,— প্রীতিদি, তাড়াতাড়ি এস !

প্রীতি মাটির উপর বসে পড়ে বলেন,— তোমরা যাও ভাই ।

কালি কাছে ছুটে আসে । বলে, — কি হয়েছে ? বেশী জখম হয়েছে ? দৌড়াতে না পারলে বল, তোমায় কাঁধে তুলে নিই ।

— আমার কাজ শেষ হয়েছে ভাই । আমি বিষ খেয়েছি ।

*   *   *

নদীর মাঝখানে রয়েছে মাস্টারদার সাম্পান । অন্ধকারে নিঃশব্দে সাঁতার কেটে আসে বিপ্লবী তরুণরা । জল থেকে মাথা তুলে একহাতে সাম্পানের কানা ধরে। সাম্পানের উপর থেকে মুসলমান মাঝি প্রশ্ন করে, — সকলে ফিরেছে ?

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. আক্রমণে যাওয়ার আগে প্রীতিলতার মনে কোন্ ইচ্ছা জেগেছিল ?
> 2. সাম্পানের মুসলমান মাঝিটি কে ?

— সকলে ফিরেছে, শুধু প্রীতিদি আর ফিরবে না, মাস্টারদা ! -- ছেলেটির গলা কান্নায় বুজে আসে ।

ওদিকে মাঠের মধ্যে একজন শুয়ে রয়েছে। খাকী পোষাক পরা বন্দুকধারীর দল সেখানে ছুটে আসে । টর্চের আলো এসে পড়ে শায়িত দেহের উপর -- রক্তাক্ত পোষাক, এক হাতে রিভলবার, অন্য হাতে একটি চিঠি — ''জালালাবাদের শহীদদের রক্ত-তর্পণ !'' আরও দেখা যায়, তার মাথার পাশে খসে পড়া পাগড়ীর উপর এলায়িত কেশ রাশি ।

অবাক বিস্ময়ে তারা দেখে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে । স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিপ্লবী নারী-শহীদ ।

জেনে রাখো

শহিদ / শহীদ — ন্যায়সংগত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি

খন্ডযুদ্ধ — আংশিক বা টুকরো যুদ্ধ

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

শোণিত — রক্ত
সাম্পান — নৌকাবিশেষ
সান্ত্রী — প্রহরী, রক্ষী, সৈনিক
বিলিয়ার্ড — এক ধরনের খেলা

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিনটি কবে নির্ধারিত হয়েছিল ?

ক. ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩২ খ. ২৪ আগষ্ট ১৯৩২
গ. ২৪ জুলাই ১৯৩২ ঘ. ২৪ অক্টোবর ১৯৩২

2. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের আগে মাস্টারদা কোন্ ছদ্মবেশে এসেছিলেন ?

ক. বাউল সন্ন্যাসী খ. গাড়ির গাড়োয়ান
গ. মুসলমান মাঝি ঘ. মুসলমান ফকির

3. 'আত্মহত্যা আমাদের নীতিবিরুদ্ধ' - কে বলেছিলেন একথা ?

ক. প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার খ. সূর্য সেন
গ. কল্পনা দত্ত ঘ. কালীকিংকর দে

4. 'আমার কাজ শেষ হয়েছে ভাই' — উক্তিটি কার ?

ক. প্রীতিলতা খ. কল্পনা দত্ত
গ. শান্তি চক্রবর্তী ঘ. সূর্য সেন

অতি সংক্ষেপে লেখো

5. স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম বিপ্লবী নারী শহীদ কে ?
6. কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কে ছিলেন ?
7. কল্পনা ও প্রীতিলতার উপর মাস্টারদা কোথায় আক্রমণের নেতৃত্বের ভার দিলেন ?
8. রাইফেলের নল কেটে কেন ছোট করা হয়েছিল ?
9. তারকেশ্বর দস্তিদারের কাজ কী ছিল ?
10. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দিন কেন এক সপ্তাহ পিছিয়ে দেওয়া হলো ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সংক্ষেপে লেখো

11. কল্পনা দত্ত কেমন করে ধরা পড়ে গেলেন ?
12. ইউরোপীয়ান ক্লাব কেন আক্রমণ করা হয় ?
13. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেত্রী প্রীতিলতার সঙ্গে আর কে কে অংশ নিয়েছিলেন ?
14. প্রীতিলতা কেন আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন ?
15. মারা যাওয়ার সময় প্রীতিলতার হাতে কী ছিল ? তাতে কী লেখা ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

16. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ঘটনাটি নিজের মতো করে লেখো।
17. 'এবার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় লিখিত হবে নারী শোণিতের অক্ষর দিয়ে' -- একথা কে বলেছিলেন এবং কেন বলেছিলেন ?
18. প্রীতিলতা বললেন, 'আমার কাজ শেষ হয়েছে ভাই' -- কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই কথাটি তিনি বললেন। পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে কথাটি নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. যথাযথ উপসর্গ প্রয়োগে বাক্য গঠন করো

-- মুরো,	-- ত্যক্ত,	-- শ্রান্ত,
-- রাজি,	-- মাতা,	-- ক্রিয়া।

2. ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করো

উপকূল,	আজকাল,	শাপমুক্ত,
সিংহাসন,	নীলকণ্ঠ,	বিয়ে পাগল।

আলোচনা করো

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, জালালাবাদ পাহাড় ধলঘাটের লড়াই ইত্যাদি স্বাধীনতা সংগ্রামের এই বিভিন্ন ঘটনাগুলি সম্বন্ধে শিক্ষকের কাছে জেনে নাও ও নিজেদের মধ্যে আলোচনা করো।

করতে পারো

1. তোমার জানা ভারতের যে কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামীর জীবন নিয়ে বন্ধুরা মিলে নাটক রচনা করে ১৫ আগষ্ট বা ২৬ জানুয়ারীতে অভিনয় করতে পারো।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

জম্বুবৃক্ষ

কৃষণ চন্দর

লেখক পরিচয়

[কৃষণ চন্দর হিন্দী ও উর্দু সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। দু'ভাষাতেই তাঁর লেখনী সমান দক্ষতায় সার্থক। প্রগতিবাদী আধুনিক লেখক হিসাবে শুধু এ দেশে নয়, বিদেশেও তাঁর খ্যাতি প্রসারিত। ব্যঙ্গ প্রধান এ লেখাটিতে কৃষণ চন্দরের মানসিকতার একটি দিক উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে।

যে সমাজে আমরা বাস করি সেখানে এই ধরণের বিকৃতি প্রায়ই দেখা যায়। নিয়ম শৃঙ্খলার পেছনে যখন সদিচ্ছার অভাব হয় তখন সেই নিয়ম সমাজের মঙ্গল সাধন না করে ক্ষতি করে। মানবীয় সংবেদনার অভাব হলে মানুষ অন্তঃসারহীন নিয়মতান্ত্রিকতাকে প্রাধান্য দেয়। সেই অপ্রিয় সত্যকে লেখক কৌতুক রসে জারিত করে পরিবেশন করেছেন। হাস্যরস সৃষ্টি করার জন্য লেখককে অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিতে হয়। এই গল্পে লেখক অতিশায়োক্তির আশ্রয় নিলেও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের যে চিত্রটি অংকন করেছেন আমাদের জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা যে একে বারেই নেই তা নয়। বরং দিনকে দিন এ ধরণের অবিচারের ঘটনা বেড়েই চলেছে।]

সেদিন রাতের প্রচণ্ড ঝড়ে সেক্রেটারিয়েট লনের জাম গাছটা পড়ে গেল। সকালে যখন মালির নজরে পড়ল তখন দেখল, তাতে একটা মানুষ চাপা পড়ে আছে। সে একছুটে চাপরাশির কাছে গেল, চাপরাশি গেল ক্লার্কের কাছে ও ক্লার্ক ছুটতে ছুটতে সুপারিন্‌ডেন্টের কাছে পৌছল। সুপারিনটেন্‌ডেন্ট দৌড়ে হাজির হলেন বাইরের লনে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই গাছচাপা মানুষটির চারধারে ভিড় জমে গেল।

"আহারে! জাম-গাছটা কি ফলই না দিত" – জনৈক কেরাণী বললে।

"এর জামগুলো ছিল কি রসালো"– দ্বিতীয় কেরাণী যেন মনে করিয়ে দিলে।

"ফলের সময় আমি থলে ভরে নিয়ে যেতাম, ছেলেপিলেরা কি খুশীই না হ'ত' -তৃতীয় কেরাণী কান্নার সুরে বললে।

"কিন্তু এই লোকটা"? চাপাপড়া-মানুষটার দিকে ইশারা করে দেখালে মালি।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

"হ্যাঁ, তাইতো, লোকটা"? — সুপারিনটেন্‌ডেন্ট ভাবনায় পড়ে গেলেন ।

"বেঁচে আছে, না মরে গেছে, কে জানে" — জনৈক চাপরাশি বললে ।

"মরেই গেছে বোধ হয়, এমন ভারি গাছ যার পিঠে পড়েছে, সে আর বাঁচবে কি করে" ? অন্য চাপরাশিটি উত্তর দিলে ।

"না, আমি বেঁচে আছি" — গাছচাপা লোকটির ক্ষীণ আর্তকণ্ঠ শোনা গেল ।

"বেঁচে আছে" — জনৈক কেরাণী বিস্ময় প্রকাশ করলে ।

"গাছ সরিয়ে তাড়াতাড়ি লোকটিকে বের করে নিন"— পরামর্শ দিল মালি ।

"কাজটা অত সোজা নয়," অন্য একজন কর্মভীতু চাপরাশি বললে, "গাছটার ওজন দেখেছ ?"

"কেন, কাজটা কঠিন কিসে" ? মালি বলল, "সুপারিনটেন্‌বাবু হুকুম দিলেই এখুনি দশ-বিশজন চাপরাশি ও ক্লার্ক মিলে লোকটিকে উদ্ধার করা যায় ।"

কেরাণীরা তার কথায় সায় দিয়ে হৈ হৈ করে গাছটা তুলে ধরতে এগিয়ে গেল।

"দাঁড়াও"—সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সাহেব মাথা চুলকে বললেন, "আমি বরং আণ্ডার সেক্রেটারিকে একবার জিজ্ঞেস করে আসি ।" এই বলে তিনি ছুটলেন আণ্ডার সেক্রেটারির কাছে । আণ্ডার সেক্রেটারি ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে, ডেপুটি সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে, জয়েন্ট সেক্রেটারি চীফ সেক্রেটারির কাছে ও চীফ সেক্রেটারি মিনিষ্টার সাহেবের কাছে গেলেন । মিনিষ্টার চীফ সেক্রেটারিকে কিছু বললেন, চীফ সেক্রেটারি জয়েন্ট সেক্রেটারিকে ও জয়েন্ট সেক্রেটারি আবার ডেপুটিকে এবং ডেপুটি তাঁর আণ্ডার সেক্রেটারিকে কিছু বললেন । ফাইল চলতে থাকল—এতেই অর্ধেক দিন কেটে গেল।

টিফিনের সময় গাছের চারপাশে ভিড় জমে গেল, শুরু হল নানা রকম আলোচনা। কেরাণীরা যখন আর সরকারী নির্দেশের প্রতীক্ষায় না থেকে নিজেরাই উদ্ধার কার্য সমাধা করবে ঠিক করল, তখন সুপারিনটেন্‌ডেন্ট মশাই হাঁপাতে হাঁপাতে ফাইল নিয়ে হাজির হলেন—"আমরা গাছটাকে এখান থেকে সরাবার অধিকারী নই, কারণ, গাছের বিষয়ে সব কিছুই হ'ল কৃষি বিভাগের আওতায়। আমরা বাণিজ্য বিভাগের লোক । আমি ফাইলটায় জরুরী মার্কা দিয়ে কৃষি বিভাগে পাঠাচ্ছি। সেখান থেকে

পড়ে কী বুঝলে ?

1. জামগাছটা কী করে পড়ে গেল ?
2. গাছ কাটার জন্য ফাইল প্রথমে কোন বিভাগে পাঠানো হল ?
   ক. কৃষি বিভাগ খ. মেডিক্যাল বিভাগ
   গ. হর্টিকালচার বিভাগ গ. সংস্কৃতি বিভাগ
3. গাছের তলায় চাপা পড়া লোকটিকে উদ্ধার করার জন্য মালি কী পরামর্শ দিল ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

নির্দেশ এলেই গাছটাকে সরিয়ে ফেলা হবে।"

দ্বিতীয় দিন কৃষি বিভাগ থেকে উত্তর এল—যেহেতু গাছটি বাণিজ্য বিভাগের লনের উপর পড়েছে, তাই সেটিকে সারানো বা না সরানোর সব দায় বাণিজ্য বিভাগের। জবাব পড়ে বাণিজ্য বিভাগের কর্তারা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ কৃষি বিভাগকে একটা কড়া নোট দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে বৃক্ষ সম্বন্ধীয় সব বিষয়ের ব্যবস্থার দায়িত্ব কৃষি বিভাগের, বাণিজ্য বিভাগের নয়। পরের দিন

সন্ধ্যা নাগাদ জবাব এল যে তাঁরা ফাইলটিকে হর্টিকালচার বিভাগে পাঠিয়ে দিয়েছেন, কারণ পতিত বৃক্ষটি একটি ফলের গাছ বলে জানা গেছে।

জনসাধারণ যাতে নিজেদের হাতে তুলে না নেয়, সেজন্য রাতদিন কড়া পুলিশের পাহারা রাখা হ'ল। রাত্রি বেলায় জনৈক দয়ালু কনেস্টবলের অনুমতিক্রমে বাগানের মালি চাপাপড়া লোকটিকে ডাল ভাত খাইয়ে দিয়ে জানিয়ে দিল যে তার ফাইল চলাচল অব্যাহত আছে, আশা করা যায় আগামী কালের মধ্যে একটা ফয়সলা হয়ে যাবে।

তৃতীয় দিন হর্টিকালচার বিভাগ থেকে যে উত্তর এল তা যেমন কড়া তেমনি শ্লেষপূর্ণ; পড়ে মনে হল বিভাগীয় সেক্রেটারি নিঃসন্দেহে সাহিত্যরসিক লোক। তিনি লিখেছেন—"যখন আমরা তোড়জোড়

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

করে 'বৃক্ষরোপণ' উৎসব করে যাচ্ছি, তখন কোনো সরকারী অফিসার যে গাছ কাটার প্রস্তাব করতে পারেন, সেটাই আশ্চর্যের কথা ! বিশেষ করে, গাছটি যখন ফলের, তাও আবার জাম,—যেটি জনসাধারণের অত্যন্ত প্রিয় । আমাদের বিভাগ পারত পক্ষে এই ফলবান বৃক্ষটি কাটার অনুমতি দিতে পারে না ।" এই জবাব শুনে, অচলাবস্থা দূর করার জন্য জনৈক কেরাণী প্রস্তাব করল যে, যদি লোকটিকে ঠিক মাঝামাঝি কেটে দু'পাশ থেকে বের করে নেওয়া যায়, তাহলে গাছটাও অক্ষত রয়ে যায় ।

প্রস্তাব শুনে চাপাপড়া লোকটি চিৎকার করে বলে উঠল—"তাতে তো আমি মরে যাবো।" অন্য একজন কেরাণী সে কথা শুনে বলল—"সেটাও তো ঠিক কথা ।" তাতে প্রথম কেরাণীটি অগ্নিশর্মা হয়ে বলে উঠল—"যা জানো না তা নিয়ে কথা বলতে আস কেন ? জানো, আজকাল প্লাষ্টিক সার্জারির কত উন্নতি হয়েছে ? এর ধড় দুভাগ ক'রে নিলে প্লাষ্টিক সার্জেনরা টুকরো দুটোকে আবার জুড়ে দিয়ে পারবে।"

তার কথা মত ফাইলটি তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল বিভাগে পাঠান হল । মেডিক্যাল বিভাগও তড়িৎ দক্ষতায় পরদিনই তাদের বিভাগের অধীনস্থ সবচেয়ে দক্ষ প্লাষ্টিক সার্জনকে সরেজমিনে পাঠিয়ে দিল । তিনি এসেই লোকটিকে ভালভাবে নাড়াচাড়া করে, তার স্বাস্থ্য, রক্তচাপ, নাড়ির গতি, হার্ট ও ফুসফুসের অবস্থা ইত্যাদি পরীক্ষা করে রায় দিলেন যে—এ ক্ষেত্রে অপারেশন সাকসেস্‌ফুল হবে, তবে লোকটিকে বাঁচানো যাবে না । ফলতঃ সে প্রস্তাবও নাকচ হয়ে গেল ।

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. জনসাধারণ যাতে হস্তক্ষেপ না করতে পারে তার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কী পদক্ষেপ নেওয়া হল ?
> 2. রাত্রি বেলায় দয়ালু কনেস্টবলের অনুমতিক্রমে মালি কী করল ?
> 3. গাছকে অক্ষত রেখে চাপা পড়া লোকটিকে উদ্ধার করার জন্য জনৈক কেরাণি কী প্রস্তাব দিল ?

রাত্রি বেলায় লোকটির মুখে খিচুড়ি ভরে দিতে দিতে মালি তাকে জানিয়ে দিল যে তার কেস উপর মহলে পৌঁছে গেছে, কাল সেক্রেটারিদের বৈঠক ডাকা হয়েছে, আশা করা যায় তার কেসটার সুরাহা হবে ।

দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে লোকটির মুখ থেকে একটি কবিতা বেরিয়ে এল —

তুলি রাজি হবে, একথা তো জানি, থাক্‌গে ।
ততদিনে যদি অক্কা না পাই ভাগ্যে ।।

মালি চকিত বিস্ময়ে মুখ হাঁ করে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি কবি নাকি ?"

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

চাপাপড়া লোকটা কোনো রকমে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

পরের দিন মালি সংবাদটি চাপরাশিকে জানালো, চাপরাশি জানালো ক্লার্ককে, ক্লার্ক হেড ক্লার্ককে, কিছুক্ষণের মধ্যেই খবরটা সারা সেক্রেটারিয়েটে জানাজানি হয়ে গেল যে চাপাপড়া লোকটি কবি। ব্যস, তাকে দেখার জন্য দলে দলে লোক আসতে লাগল। কথাটি শহরেও ছড়িয়ে পড়লো। অলি গলি থেকে কবির দল সেখানে এসে জমায়েৎ হল। সন্ধ্যা নাগাদ সেক্রেটারিয়েটের দু'চারজন সাহিত্য প্রেমিক কেরাণী ও আণ্ডার-সেক্রেটারি পর্যন্ত সেখানে রয়ে গেলেন। অনেকেই চাপাপড়া লোকটিকে নিজের নিজের কবিতা ও ছড়া শোনাতে বসে গেল। ওদিকে সেক্রেটারিদের সাব কমিটি ফাইলটিকে এগ্রিকালচার হর্টিকালচার বিভাগের হাত থেকে উদ্ধার করে, সেটিকে কালচারাল বিভাগে পাঠিয়ে তাদের অনুরোধ করল, অবিলম্বে যেন কবিকে ফলবান বৃক্ষের কবল থেকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করা হয়।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. গাছে চাপা পড়া মানুষটির উপনাম কি ?
2. সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি গাছ কাটার জন্য আর্জেন্ট স্লিপ লাগিয়ে কেন বিভাগে চিঠি পাঠালেন ?
3. গাছটি কে রোপণ করেছিল ?
4. বৈদেশিক বিভাগ ফাইলটি কার কাছে পাঠালো ?

   ক. মেডিক্যাল বিভাগ খ. প্রধানমন্ত্রীর কাছে
   গ. বন বিভাগ ঘ. সংস্কৃতি বিভাগ

সংস্কৃতি বিভাগের নানা টেবিল ঘুরে ফাইলটি শেষ পর্যন্ত সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারির কাছে গিয়ে পৌঁছল। বেচারা সেক্রেটারি তৎক্ষণাৎ নিজের গাড়িতে চড়ে সেক্রেটারিয়েটে এসে কবির ইন্টারভিউ নিতে শুরু করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-"তুমি কবি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—চাপাপড়া লোকটি উত্তর দিলে।

"তোমার 'উপনাম' কি ?"

"শিশির !" সেক্রেটারি চমকে উঠলেন, "তুমি কি সেই 'শিশির' যার 'শিশিরের ফুল' সদ্য প্রকাশিত হয়েছে ?"

চাপাপড়া কবি মাথা নাড়লেন।

"তুমি কি আমাদের একাডেমির সদস্য ?"—সেক্রেটারি জানতে চাইলেন।

"না।"

"আশ্চর্য !" সেক্রেটারি বিস্মিত সুরে বললেন, "এত বড় কবি, 'শিশিরের ফুলের'-এর মত কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা, অথচ আমাদের একাডেমির সদস্য নন ! ওফ্ গড্ ? এ ভুল আমি কি করে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

করলাম! এত বড় কবি অথচ কোন্ অখ্যাতির অন্ধকারে চাপা পড়ে রয়েছেন।"

"অখ্যাতির অন্ধকারে নয়, জামগাছে চাপা পড়ে আছি, দয়া করে আমায় উদ্ধার করুন।"

"এখুনি এর ব্যবস্থা করছি,"—বলেই সেক্রেটারি উঠে গিয়ে নিজের বিভাগে একটি জরুরী চিঠি পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন তিনি ছুটতে ছুটতে এসে কবির কাছে উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করলেন— "অভিনন্দন! অভিনন্দন! মিষ্টি খাওয়ান। আমাদের সরকারী একাডেমি আপনাকে কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য মনোনীত করে নিয়েছেন। এই নিন আপনার মনোনয়ন পত্র।"

"দোহাই আপনার। আগে আমায় গাছের নীচ থেকে উদ্ধার করুন।" কবি করুণ আবেদন জানালে। তার কণ্ঠনিঃসৃত স্বরে বেদনার আভাস ফুটে উঠল।

"ও কাজ তো আমার দ্বারা হবার নয়"— সেক্রেটারি বললেন, "আমার এক্তিয়ারের মধ্যে যা ছিল, তা আমি করেছি। এ ছাড়া, যদি চান, তাহলে দরখাস্ত করলে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার স্ত্রী পুত্রের জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করে দিতে পারি।"

"আমি তো এখনো বেঁচে আছি", কবি আবেদন জানালে, "আমায় আগে উদ্ধার করুন।"

মুস্কিল ঐখানেই,—সরকারী একাডেমির সেক্রেটারি বললেন, "আমাদের কাজ কালচারাল ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। গাছ কাটার কাজ তো আর কলম দোয়াত দিয়ে হবার নয়, তাই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টকে সব লিখে দিয়েছি। তাতে 'আর্জেন্ট' স্লিপও লাগিয়ে দিয়েছি।"

সন্ধ্যা বেলায় মালি এসে খবর দিয়ে গেল, "কাল সকালে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এসে গাছ কেটে দেবে, আপনিও উদ্ধার পাবেন।"

পরদিন সকালে যখন বনবিভাগের লোকেরা গাছ কাটতে এল, তখন বৈদেশিক দপ্তরের নির্দেশে তাদের গাছ কাটা স্থগিত করে দেওয়া হল'। কারণ, গাছটি নাকি দশবছর আগে পিটোনিয়ার প্রধান মন্ত্রী স্বহস্তে রোপাণ করেছিলেন। গাছটি কেটে ফেললে হয়ত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে যাবার আশঙ্কা আছে। "কিন্তু একটা লোকের জীবন নিয়ে কথা"— জনৈক কেরাণী চিৎকার করে বললে। "ওদিকে যে দেশ নিয়ে কথা"— আর একজন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে, "একবার ভেবে দেখ, পিটোনিয়া সরকার আমাদের কত সাহায্য দেয়, তাদের সঙ্গে মৈত্রীর জন্য কি আমরা একটা জীবনও বলি দিতে পারব না!"

আণ্ডার সেক্রেটারি সুপারিনটেন্‌ডেন্টকে জানালেন, "আজ সকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সফর থেকে ফিরছেন। বৈদেশিক বিভাগ আজ বিকেল চারটায় তাঁর কাছে বৃক্ষ-বিষয়ক ফাইলটি পাঠিয়ে দেবে। তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য সকলে অপেক্ষা কর।"

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সন্ধ্যা বেলায় সুপারিনটেন্‌ডেন্ট স্বয়ং কবির ফাইলটি নিয়ে এসে বললেন, "শুনছো।" ফাইলটি দোলাতে দোলাতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেন, "প্রধানমন্ত্রী গাছটি কাটার হুকুম দিয়েছেন এবং এই আন্তর্জাতিক কাজের সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। কাল গাছটি কেটে ফেলা হবে। তুমিও মুক্তি পাবে। তোমার ফাইল আজ সমাপ্ত হয়ে গেছে।

তখন কিন্তু কবির দেহ শীতল, চোখের মণি স্থির, মুখের মধ্যে পিঁপড়ের সার ঢুকছে। তার জীবনের ফাইলও সমাপ্ত হয়ে গেছে।

(*অনুবাদক* -- ***গুরুচরণ সামন্ত***)

জেনে রাখো

ক্ষীণ — দুর্বল

আর্তকণ্ঠ — কাতর স্বরে

অগ্নিশর্মা — অতিশয় ক্রোধী

তরিৎ — অতিশীঘ্র, বিদ্যুৎ

কণ্ঠনিঃসৃত — গলা থেকে বের হওয়া

স্বহস্তে — নিজের হাতে

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. রাতের ঝড়ে কোন গাছটি পড়ে গেল ?

ক. আমগাছ খ. জামগাছ

গ. কাঁঠালগাছ ঘ. পেয়ারাগাছ

2. গাছে চাপা পড়ে মানুষটির দিকে কার নজর প্রথমে পড়লো ?

ক. সুপারিনটেন্‌ডেন্ট খ. কেরাণি

গ. মালি ঘ. চাপরাশি

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

3. হর্টিকালচার বিভাগ থেকে যে উত্তর এলো তা

ক. আনন্দদায়ক খ. সঠিক

গ. ভয়াবহ ঘ. শ্লেষপূর্ণ

4. হর্টিকালচার বিভাগে ফাইল পাঠানো হলো কেন ?

ক. ফলের গাছ বলে খ. ফুলের গাছ বলে

গ. শুকনো গাছ বলে ঘ. কোন বিভাগ আদেশ দেয়নি বলে

5. গাছে চাপা পড়া মানুষটিকে মাঝামাঝি কেটে বার করার প্রস্তাবের ফাইল ——— বিভাগে পাঠানো হল ।

(মেডিক্যাল বিভাগ, হর্টিকালচার বিভাগ, কৃষি বিভাগ)

6. গাছে চাপা পড়া মানুষটি একজন ——— ছিলেন ।

(ডাক্তার, কবি, মন্ত্রী)

7. গাছটি কাটার হুকুম ——— দিলেন ।

(মন্ত্রী, সেক্রেটারি, প্রধানমন্ত্রী)

অতি সংক্ষেপে লেখো

8. জম্বুবৃক্ষ গল্পটিতে হাস্যরসের মাধ্যমে প্রশাসনের কোন ত্রুটির প্রতি ইংগিত দেওয়া হয়েছে ?
9. মেডিক্যাল বিভাগে ফাইল পাঠানো হলে তারা কী করলো ?
10. গাছে চাপা পড়া লোকটি কবি, এ কথা কিভাবে জানা গেল ?
11. সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি কবির কাছে গিয়ে তৎক্ষণাৎ কী করলেন ?
12. পরদিন সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি কবিকে কেন অভিনন্দন জানালেন?
13. সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সাহেব মালির কথা না মেনে কী বললেন এবং কোথায় গেলেন ?
14. সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি কবির মৃত্যুর পর কী ব্যবস্থা করতে পারেন বলে বললেন ?
15. সাহিত্য একাডেমির সেক্রেটারি গাছ কাটতে অক্ষমতা প্রকাশ করলেন কোন যুক্তিতে ?
16. গাছের তলায় চাপা পড়া মানুষটিকে মনোনয়ন পত্র দেওয়া হলো কেন ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সংক্ষেপে লেখো

17. টিফিনের সময় কেরাণিরা যখন নিজেরাই উদ্ধারের কাজে নেমে পড়বে বলে ঠিক করলো, তখন সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সাহেব ফাইল নিয়ে সেখানে হাজির হয়ে কী বললেন ?
18. কৃষি বিভাগ থেকে কী উত্তর এলো ?
19. হর্টিকালচার বিভাগ সমস্যাটির সমাধানে কী মতামত দিল ?
20. চাপা পড়া লোকটি কবি, একথা রটে যাওয়ার পর কী হলো ?
21. বনবিভাগ গাছটিতে কাটতে পারলো না কেন ?
22. সুপারিনটেন্‌ডেন্ট সাহেব যখন জানালেন ফাইলের কাজ শেষ হয়েছে, তখন চাপা পড়া লোকটি কী অবস্থায় ছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

23. গাছের তলায় চাপা পড়া লোকটিকে উদ্ধারের জন্য কোন কোন বিভাগের স্বারস্থ হতে হলো এবং তারা কি ভাবে ফাইলের আড়ালে একে অন্যের উপর দায়িত্ব চাপালো, সে বিষয়ে লেখো ।
24. গাছের তলায় চাপা পড়া জীবিত লোকটিকে যখন উদ্ধারের সময় এলো তখন সে মৃত । কিভাবে এ দুর্ঘটনা ঘটলো তা লেখো ।
25. নিয়ম শৃঙ্খলার পেছনে যখন সদিচ্ছার অভাব হয় তখন সেই নিয়ম মানুষের বা সমাজের মঙ্গল সাধন না করে ক্ষতি করে – 'জম্বুবৃক্ষ' গল্পটি অবলম্বনে লেখো।
26. 'জম্বুবৃক্ষ' গল্পটিতে কৌতুকের অন্তরালে প্রশাসনিক কার্য পদ্ধতির প্রতি যে ধরণের ইংগিত দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে লেখো ।
27. 'জম্বুবৃক্ষ' গল্পটি কৌতুকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেও এর ভেতর একটা গভীর সমকালীন সমস্যার কথা পরোক্ষে বলা হয়েছে – আলোচনা করো ।
28. 'জম্বুবৃক্ষ' গল্পটিতে মালির চরিত্র পড়ে তোমার যা মনে হয়েছে, নিজের ভাষায় লেখো ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **উপসর্গগুলি দিয়ে দুটি করে শব্দ লেখো**

গর়, আ, বে, প্রতি, অভি, বি।

2. সমাস কাকে বলে ? যে কোন একটি সমাসের উদাহরণ দাও ?

জেনে রাখো

বাংলা ভাষার শব্দ ভান্ডারে সংস্কৃত ছাড়াও দেশি বিদেশি হাজার হাজার শব্দ রয়েছে। বাংলায় ইংরাজি, আরবি, ফারসী, তুর্কি শব্দ আমরা অজান্তে ব্যবহার করে থাকি। এই গল্পে অনেক ইংরাজি শব্দের সঙ্গে আর যে সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা দেওয়া হল —

আরবি — জবাব, নজরে, ইশারা, ওজন, হাজির, জরুরি, নাগাদ, আইন, ফয়সলা, মুশকিল, হুকুম, এক্তিয়ার, দোয়াত।

ফারসি — চাপরাশি, মার্কা, সরেজমিন, নাকচ, দরখাস্ত।

খাঁটি বাংলা (দেশি) — ছেলে পিলে, হৈ-হৈ, ধড়, অলিগলি, ছড়া।

দুই ভাষার শব্দ মিলিয়েও বাংলা শব্দ তৈরি করা হয়েছে।

যেমন —

ইংরাজী + সংস্কৃত = ফাইলপত্র।

ইংরাজি + আরবি = মিনিস্টার সাহেব।

আরবি + ফারসী = জরুরি মার্কা।

প্রাকৃত + সংস্কৃত = ডালভাত

সংস্কৃত + আরবি = কলম দোয়াত।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

আলোচনা করো

1. তোমরা কি হৃদয়হীন আমলাতন্ত্রের কোন ঘটনার কথা জানো ? যদি জানো তাহলে ক্লাসে শোনাও ।
2. এই গল্পটি সম্বন্ধে গুরুজনদের সঙ্গে বা পরিচিতদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো।
3. তোমাদের কি মনে হয় না অন্ধ নিয়ম সর্বস্বতার বাঁধনে বাঁধা না থেকে সর্বাগ্রে মানুষের মঙ্গল করাই অনেক বেশি কাম্য ? এ বিষয়ে জোড়ানো যুক্তি সহ প্রবন্ধ লিখে শিক্ষককে দিয়ে সংশোধন করিয়ে পত্রিকায় প্রকাশ করার চেষ্টা করো ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অবতার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

পাঠ পরিচয়

[অতি সাধারণ ঘটনাকে কেবলমাত্র শব্দের জাল বুনে কিভাবে ছোটগল্পের আঙ্গিকে বাঁধা যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'অবতার' গল্পটি। গল্পটি মূলতঃ বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস প্রধান। নিপুন শব্দচয়ন ও তাকে উপযুক্ত বাক্যে প্রয়োগ করার পদ্ধতিটি লক্ষ্য করো।

গল্পের মূল বিষয়টি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিমুহূর্তে ছোট ছোট ঘটে যাওয়া ঘটনা, বাক্‌যুদ্ধে একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা, যা পাঠকের মনে কোন বিরক্তি বা ক্রোধের উদ্রেক করে না, বরং এক নির্মল হাস্যরসের সৃষ্টি করে।]

সাদা শর্টস, সাদা টি-শার্ট, সাদা মোজা, সাদা কেডস পরে বড়মামা দোতলা থেকে একতলায় নেমে এলেন। এই কিছুটা আগে ভোর হয়েছে। বাড়ির সব জায়গা থেকে অন্ধকার এখনো সরেনি। পরপর তিনটে খাঁচা ঝুলছে। কালো কাপড় ঢাকা। পাখিদের ঘুম এখনো ভাঙেনি। মেজমামা শিলে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

একটা নিমদাঁতন ফেলে নোড়া দিয়ে একটা মাথা থেঁতো করেছেন। ছেতরে গেলেই দাঁত মাজা শুরু হবে। ব্রাশ ব্যবহার করেন না। দাঁতন দাঁতের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় উপকারী। খরচও কম। মেজমামা ক্রমশই কৃপণ হচ্ছেন। বুঝতে পারেন না। আমরা পারি। এখন সদাই বলেন, 'প্রত্যেক মানুষেরই কিছু সঞ্চয় প্রয়োজন। গ্রীষ্মের পরেই আসে বর্ষা।'

বড়মামা নাম রেখেছেন, 'স্মল সেভিংস।'

মেজমামা বড়মামার পায়ের শব্দে তাকালেন, 'বাবা! এ আবার কী! মর্নিং স্কুলে ভর্তি হলে বুঝি! কেজি ওয়ান!'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এই নতুন কাজের লোকটা কোথা থেকে এল রে! সকালেই বাটনা বাটতে বসে গেছে। শিল-নোড়া ভেঙে না ফেলে। যে ভাবে ঠুকছে! কত্তা আগে কোথাও কাজ করেছ? না এই বাড়িতেই প্রথম হাত পাকাচ্ছ?'

মেজমামার গায়ে লেগেছে। ফোঁস করে উঠলেন, 'দেখ বড়দা, তোমাকে আমি অপমান করিনি, তুমি কিন্তু আমাকে ইনসাল্ট করলে।'

'কাজের লোক বললে ইনসাল্ট করা হয়! কোনো মানুষকে প্রশংসা করার সময় আমরা বলি না! লোকটা ভীষণ কাজের লোক!'

'তুমি সে-ভাবে বলো নি! সে কাজের লোক আর এই কাজের লোক সম্পূর্ণ আলাদা। তুমি আমাকে চাকর বলেছ।'

'তুমি আমাকে শিশু বলেছ।'

'সরল শিশু, শিশুর মতো সরল একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রশংসা। আমরা বলি লোকটা শিশুর মতো সরল, কত বড় গুণ!'

'তুমি সে শিশু মনে করো নি ভাই, তুমি বলতে চেয়েছ, বুড়ো খোকা। তোমার এই সূক্ষ্ম খোঁচাটা না বোঝার মতো মোটা বুদ্ধি আমার নয়।'

'বেশ করেছি, যাও।'

'আমিও বেশ করেছি, যা।'

'বেশ করব বললেই করা যায় না।'

'তুমি বেশ করতে পারো আর আমি বেশ করতে পারি না?'

'আমি কী বেশ করেছি?'

'আমিই বা কী বেশ করেছি?'

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

'কেউই যদি কিছু করিনি তাহলে এত কথা আসছে কোথা থেকে ?'

মাসিমা এসে গেছেন, 'বাপরে বাপ, সাত সকালে এ কী আরম্ভ হল ! দিন দিন বয়েস সব কমছে, না বাড়ছে ? বলি, কচি খোকা হচ্ছ ! কী নিয়ে হচ্ছে শুনি ! দুটো হুলোর কী নিয়ে এই তর্জন গর্জন ! আমার শিলে আবার তুমি নিম দাঁতন থেঁতো করছ ! আবার বাসী কাপড়ে শিল ছুঁয়েচো ?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটলেন, 'জাত-জন্ম, শুদ্ধাচার আর কিছুই রইল না !'

মাসিমা বললেন, 'থামো, তুমি ই বা ওটা কী করছ ?'

'কেন ? আমি আবার কী করলুম ! আমি তো জগিং করতে যাচ্ছি !'

'সে তুমি যাও জুতো পরে তুলসী মঞ্চে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কোন্ আক্কেলে ?'

মেজমামা সঙ্গে সঙ্গে জুড়লেন, 'এই অনাচারের জন্যেই এ-বাড়িতে তুলসী গাছ আর বাঁচতে চাইছে না। জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে।'

মাসিমা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'তোমরা দুটোতেই আমার চোখের সামনে থেকে সরে পড়ো। তোমাদের দেখলেই আজকাল আমার হাড় পিত্তি জ্বালা করে। চামড়ার চটি পায়ে শিল ধরেছ তুমি ?'

'চটিতে নোড়াতে এক হয়ে আছে ? কী সর্বনাশ !'

মেজমামা নোড়াটা পায়ের কাছে রেখেছিলেন, অতটা খেয়াল করেন নি। অপরাধীর সাফাই গাওয়ার গলায় বললেন, 'কুসী, এটা চামড়ার চটি নয়, স্যাণ্ডাক।'

বড়মামা তুলসী মঞ্চের কাছ থেকে সরে এসেছেন অনেকটা। বড়মামা বললে, 'আফটার অল চটি ইজ এ চটি। সে চামড়ারই হোক আর ভেলভেট-এরই হোক, জাতিতে চটি।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি ক্রমশ সরতে সরতে ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ? দেখেছ, পায়ের কাছে কী আছে ?'

বড়মামা তাকালেন, 'কী বলতো ! কালো মতো কী যেন একটা রয়েছে !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রয়েছে। ঠাকুরের বাসন মাজার তেঁতুল। একজন শিলের ওপর উঠে বসে আছেন, এইবার তুমি তোমার বাইশ-শো-বাইশ জুতো দিয়ে তেঁতুলটার পিণ্ডি চটকে দাও ! তোমরা দয়া করে বিদেয় হও না।'

> **পড়ে কী বুঝলে ?**
>
> 1. মেজমামা ব্রাশ কেন ব্যবহার করেন না ?
> 2. মেজমামা বড়মামাকে কেন বললেন মর্ণিং স্কুলে ভর্তি হওয়া কেজি ওয়ানের ছাত্র।
> 3. 'ত্রিভঙ্গ মুরারী' বাক্যটির অর্থ কী ?

বড়মামা মনে হয় একটু বেশি স্মার্ট হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন। উঠোন থেকেই জগিং করতে করতে, বাগান, বাগান থেকে রাস্তায়। প্লানটা মনে হয় এই রকমই ছিল। জগিং শুরু করলেন, ধিনিক

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ধিনিক । মট করে শব্দ । একেবারে ছাতু । পায়ের চাপে ত্রিভঙ্গ মুরারী হয়ে গেল একটা প্লাস্টিকের চামচে।

মেজমামা বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেল । মুকুজ্যে ফ্যামিলির স্থাবর অস্থাবর আর কিছু রইল না ।'

বড়মামা আমাকে ইশারা করলেন, পালিয়ে আয় । ধীর লয়ে ছুটতে ছুটতে বাগানে। বাগানে গোলাপ ফুটেছে । গাছের সামনে দাঁড়িয়ে ফুল দেখতে দেখতে স্পষ্ট-জগিং । জগিং-এর একটা নেশা আছে, আমিও ধিতিং ধিতিং করছি । সেখান থেকে নাচতে নাচতে রাস্তায় ।

পথ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে সোজা চলে গেছে গঙ্গার দিকে । আমেরিকায় সবাই জগিং করে, মাইলের পর মাইল । আমেরিকার প্রেসিডেন্টও জগিং করেন । ওসব দেশের নিয়ম খুব কড়া । খাটো খাও। বেলা আটটা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি । ঘুম যেন আর ছাড়েই না । থ্যাস থ্যাসে শরীর চাই, সিংহের মতো সাহস, গণ্ডারের মতো গোঁ । হেলথ ইজ ওয়েলথ্ । বয়েস যত বাড়বে ব্যায়াম তত বাড়াতে হবে, তা না হলে খিলে জং ধরে যাবে । মাথা বোদা মেরে যাবে । শরীরে মোষের মতো চর্বি জমবে । সামান্য পরিশ্রমেই দরদর করে ঘামবে । একতলা থেকে দোতলায় উঠতে হাপরের মতো হাঁপাবে । রোজ রাতে বড়মামা আমাকে এক নাগাড়ে এইসব উপদেশ দিতে দিতে ঘুমিয়ে পড়েন । ফুঁড়ুৎ ফুঁড়ুৎ নাসিকা গর্জন । বোধ হয় স্বপ্ন দেখেন । কোনো কোনো দিন ঘুমোতে ঘুমোতেই বলে ওঠেন, তন্দুর, তন্দুর ।

বড়মামা তন্দুরি রুটি আর মাটন চাপ খেতে খুব ভালবাসেন । হাজির দোকান থেকে কিনে আনেন বড়মামার কম্পাউন্ডার অক্ষয়বাবু । হার্টের দিকে কিছু একটা ঝামেলা হওয়ায় এখন সেটা বন্ধ আছে । সেই কারণে খাওয়াটা মনে হয় স্বপ্নেই হয়। বড়মামার আর একটা প্রিয় খাদ্য, চৌসা আম । একসঙ্গে দশ-বারোটা এক সিটিং-এ । পাতের পাশে আঁটির পাহাড় । বিহারের বালক নরেশ বড়মামার প্রিয় সেবক ! সে-ই মাল সাপ্লাই দেয় । মাসিমার এইসব অসহ্য । রাক্ষুসে খাওয়া দেখলে মানুষের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ জাগে।

বালতিতে আম ভিজছে । বড়মামা হাঁকছেন, 'নরশুয়া, লাগাও ঔর একঠো ।' মেজমামার পরিপাক শক্তি দুর্বল । ভাস্কর লবণ মুখে ফেলতে ফেলতে আতঙ্কের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন । স্মরণ করিয়ে দেন 'বেশি যদি খেতে চাও, তাহলে কম খাও ।'

বড়মামা খপং খপং করে ছুটছেন, পেছনে আমি । আমার আবার আস্তে ছোটা আসে না । মাঝে মাঝে তর তরিয়ে অনেকটা এগিয়ে যাই । খেয়াল থাকে না । বড়মামা হিস্ হিস্ করেন । তখন দাঁড়িয়ে পড়ে স্পষ্ট জগিং । বড়মামা এগিয়ে আসেন। আবার সেই ফর্মেসান, বড়মামা আগে, আমি পিছে ।

আড়াল থেকে আওয়াজ—'দেখ, দেখ আগে নাচছে কুমড়ো, পেছনে চালকুমড়ো। আগে যায় হাতি, পিছে নাচে নাতি ।'

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

বড়মামা ওই সব ব্যঙ্গ বিদ্রুপে কান দিতেন না। কোনো ভালো কাজ, মহৎ কাজ করতে গেলে লোকে টিটকিরি দেবেই। সব কথায় কান দিতে নেই। নিজের কাজ করে যাও। এখন আর কেউ কিছু বলে না। তবে আমার খুব লজ্জা করে। আমার কী, আমি তো দৌড়তেই পারি। ছোট ছেলে। বড়মামা বিশাল এক মানুষ, তাঁর কী দৌড়নো সাজে! পাছে বড়মামা একা হয়ে যান, তাই সঙ্গে আসা।

ঋষি বঙ্কিম রোড দিয়ে আমরা চলেছি। একটা বাড়ির দোতলার বারান্দায় এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বড়মামাকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'আরে ডাক্তারবাবু! একটু দাঁড়ান প্লিজ! ডাক্তারবাবু একটু দাঁড়ান প্লিজ!''

বড়মামার তো থামার উপায় নেই। লাফাতে লাফাতে, ধীর গতিতে সামনে এগোতে এগোতে বলতে লাগলেন, 'অসুখ বিসুখ সব পরে, দশটার সময় চেম্বারে।'

'জ্বরটা কিছুতেই যাচ্ছে না যে! রোজ ঠিক মাঝ রাতে আসছে।'

'মেরে তাড়াতে হবে। আর ওষুধ নয়, এইবার চৌকিদার।'

'এটা একটা কথা হল ডাক্তারবাবু! বুঝিবে সে কিসে...'

পড়ে কী বুঝলে ?

1. বড়মামার সেবক কে ? তার কোথায় বাড়ি ?
2. বড়মামার পেশা কী ?

আমরা অনেকটা এগিয়ে এসেছি, ভদ্রলোক মুখ ঝুলিয়ে যতটা সম্ভব উঁচু গলায় শেষ করলেন,

'কভু আশীবিষে দংশেনি যারে'

বড়মামা আমাকে বললেন, 'এত কিছুর সেন্টিনারি হয়, এই কথাটির সেন্টিনারি হওয়া উচিত।' হঠাৎ একটি ছেলে আমাদের পাশে পাশে ছুটতে শুরু করেছে। ছোটা তো নয় জগিং। দুলকি চালে ঝুপুং ঝুপং করে লাফাতে লাফাতে সামনে এগনো। ছেলেটির বয়েস কুড়ি থেকে বাইশের মধ্যে। ছেলেটি বলছে, 'প্রায় একমাস হল ডাক্তারবাবু, ওষুধ খাচ্ছি। অম্বল একটুও কমল না!'

'ভুগছ কত দিন ?'

'বছর তিনেক।'

'তিন বছরের ব্যায়রাম এক মাসেই সেরে যাবে ?'

'যা খাই, খাওয়া মাত্রই পেটটা ফুলে ওঠে। আর ঢেউ ঢেউ ঢেঁকুর।'

'একই ব্যাপার! আমারও তাই। পরশু ধোঁকা খেয়েছিলুম, আজও বসে আছে পেটে ঘাপটি মেরে।'

'লিভারের কাছে টেরিফিক পেন।'

'টেন্ডার লিভার। সাইজে আনতে হবে।'

'মাথা! সব সময় মাথা ধরে আছে।'

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

'পেটটাকে ক্লিয়ার করতে হবে।'

'গাঁটে গাঁটে ব্যথা।'

'ইউরিক অ্যাসিড জমছে।'

'পাগল হয়ে যাব ডাক্তারবাবু।'

'হতে পারলে ভালো। একমাত্র দাওয়াই। পাগলদের কোনো রোগ থাকে না।'

ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা চলে এসেছে। আমরা কেদার ব্যানার্জী রোডে পড়ে গেছি। সামনেই মোহনদার চায়ের দোকান। মোহনদা চামচে ফেলে বেরিয়ে এলেন। লাফাতে লাফাতে আসছেন।

'ডাক্তারবাবু! ধরে ফেলেছি। চেম্বারে যা ভিড়। সোনোগ্রাফি করিয়েছি।'

'বেশ করেছ। কিছুই পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক বলেছেন।'

'ওটা গলব্লাডার নয়, কোলাইটিস।'

'উপায়!'

'দু' মাইল।'

'মানে?'

'মানে রোজ সকালে আমার সঙ্গে এইভাবে দুমাইল ধপর ধাঁই!'

দেখতে দেখতে আমাদের দল বড় হচ্ছে। ডাক্তারবাবুর চলমান চেম্বার। একটু দৌড়তে পারলেই ফ্রি-অ্যাডভাইস। পেট, মাথা, বুক, গাঁট, এই চার সমস্যার নাম মানুষ। ভোলাদার মিষ্টির দোকান। তিনিও বিশাল শরীর নিয়ে তাল রাখার চেষ্টা করছেন। সমস্যা একটাই, কিছুই তেমন খান না, কিন্তু ক্রমশই ওজন বাড়ছে। যৌবনের সেই ঝরঝরে চেহারা দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। পঁয়ত্রিশে শরীরের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে চল্লিশে তো হাতি। প্রেসক্রিপসান একটাই—দু' মাইল।

বীরেন শাসমল রোডে পড়া গেল। বড়মামার ভীষণ সুনাম তল্লাটে। ভাল মানুষ, ভাল ডাক্তার। হঠাৎ দেখা গেল উল্টো দিক থেকে হরিনাম সংকীর্তনের দল আসছে। এই রাস্তার ওপরেই পাটবাড়ি। মহাভক্ত, বৈষ্ণব সাধকের সিদ্ধ সাধন ক্ষেত্র। আজ মনে হয় কোনো অনুষ্ঠান! সংকীর্তন বেরিয়েছে। নাচতে নাচতে আসছেন সবাই—হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

রাস্তা জুড়ে আসছেন সবাই স্রোতের মতো। আমাদের জগিং-পার্টি তো ভেদ করে যেতে পারবে না। মুখোমুখি হয়েই বড়মামা অ্যাবাউট টার্ন করলেন। বড়মামার দল আগে আগে। পেছনে সংকীর্তন। নামের এমন গুণ, বড়মামার ভাব এসে গেছে। শর্টস, কেড্‌স, টিশার্ট, দু'হাত তুলে নাচছেন তিনি। হরে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। উদ্দাম নৃত্য। দলের পরিচালক যেন বড়মামাই। ভক্ত গলায় দুলিয়ে দিয়েছেন সাদা ফুলের গোড়ের মালা। খোল বাজছে জোড়ায় জোড়ায় উচ্চরোলে।

বড়মামার পেছন পেছন দল নাচতে নাচতে এসে গেল আমার মামার বাড়ির বিশাল উঠোনে আনন্দনৃত্য, মহানৃত্য, হুঙ্কার, মহাভাবে মূর্ছা। মাসিমা, মেজমামা, নরশুয়া, কাজের লোকজন সকলেই চক্ষু ছানা বড়া। প্রতিবেশীরা দলে দলে ছুটে আসছেন।

কেন্দ্রে হাফপ্যান্ট পরা বড়মামা ভাবে টলছেন। বৃত্তে সংকীর্তনের দল। এক একজন তিন চার হাত লাফিয়ে উঠছেন। বড়মামা ভাব সম্বরণ করে বললেন,

— 'কুশি, তোর তুলসীমঞ্চ অপবিত্র করেছিলুম, এইবার দেখ, আজ কত হরি মহাপ্রভু পাঠিয়েছেন! শুচি, অশুচি, সব মনে রে ভাই। বলো, প্রেমদাতা।'

বড়মামার তুড়ি লাফ। সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদের নৃত্য। গলার মালা দুলে দুলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে।

বড়মামা হুঙ্কার দিলেন—'কুসি, ভক্তদের জন্যে ভোগের ব্যবস্থা করো। মহাভোগ।'

চার জোড়া খোল, ছ' জোড়া করতাল, সঙ্গে সংকীর্তন, তেমনি নৃত্য। প্রায় পঞ্চাশজন। সারা উঠনে কলরোল, মত্ত মাতামাতি, বাতাসার হরিরলুঠ। মেজমামা ভয়ে একেবারে তিনতলায়। মাসিমা হতভম্ব।

বেশ বেশি রাতে সব মিটে যাওয়ার পর মাসিমা ক্লান্ত শরীরে বৈঠকখানার চেয়ারে কিছুক্ষণ এলিয়ে থেকে বললেন, 'বড়দা, তোমাকে আমরা এতদিন চিনতে পারিনি। তুমি হলে অবতার। আজ একেবারে ভক্তির ধারা বইয়ে দিলে। কোথা থেকে যে কী হয়ে গেল!'

মেজমামা বললেন, 'চিনতে পেরেছিস তো। ইনি হলেন যবন হরিদাস। মামলেট আর মালপো, পলান্ন আর পায়েস দুটোই চলে।'

বড়মামা তেড়েফুঁড়ে উঠেছিলেন, মাসিমা করুণ মুখে বললেন, 'আজ থাক না, অনেক রাত হয়েছে। দুজনেই একটু তাঁর চিন্তা করো না। বলো, প্রভু! আমাদের একটু মানুষ করো।'

দুই মামা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, 'আমরা মানুষ হতে চাই না, তাহলেই অমানুষ হয়ে যাব।'

ঘড়ি বাজছে। এক, দুই...বারো।

জেনে রাখো

ত্রিভঙ্গ মুরারি — শ্রীকৃষ্ণ,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ত্রিভঙ্গ — শরীরের তিন স্থানে বাঁকা।

মুরারি — মুর + অরি [অরি অর্থ শত্রু] মুর নামক দৈত্যকে বধ করেছিলেন সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের অপর নাম মুরারি।

"চির সুখীজন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদনা কোন বুঝিতে পারে,
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে"।

কবিতাটি কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত কবিতার অংশ।

আশীবিষ — বিষধর সর্প, **সেন্টিনারি** — শতবার্ষিকি

যবন হরিদাস — যবন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সান্নিধ্যে এসে ভক্তশ্রেষ্ঠ যবন হরিদাস নামে পরিচিত হন।

এই গল্পে লেখক যবন হরিদাস নামটি দুটি আলাদা আলাদা শব্দ রূপে ব্যবহার করে সাহিত্যকে রস সমৃদ্ধ করেছেন। যবন শব্দটি ইসলাম ধর্মী অর্থে আমিষভোজী, হরিদাস বৈষ্ণব অর্থে নিরামিষ ভোজী।

পলান্ন — পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন।

পাঠ বোধ

সঠিক উত্তরটি লেখো

1. বড়মামা কার নাম 'স্মল সেভিংস' রেখেছেন ?

ক. ছোটমামা খ. মেজমামা

গ. ভাগ্নে ঘ. মাসিমা

2. ডাক্তারবাবুর সব রোগের প্রেসক্রিপসান কী ?

ক. ব্যায়াম খ. জগিং

গ. দু মাইল ঘ. ধীর লয়ে ছোট

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সংক্ষেপে উত্তর দাও

3. যে কোন একটি বিষয়ের মাধ্যমে মাসিমার সংস্কারাচ্ছন্ন মনের পরিচয় দাও ।
4. রাস্তায় মোটা বড়মামার পিছনে রোগা ভাগ্নেকে দেখে আড়াল থেকে কী বিদ্রূপ ভেসে এলো ?
5. বড় দলটিকে 'ডাক্তারবাবুর চলমান চেম্বার' কেন বলা হয়েছে ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

6. .... বুঝিবে সে কিসে

   কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ।"

   কথাটি কে কাকে বলেছে ? কেন বলেছে ? এই কবিতার পংক্তি শুনে শ্রোতা কী মন্তব্য করেছে ?
7. যবন হরিদাস কে ? লেখক অবতার গল্পে যবন হরিদাসের উল্লেখ কোন অর্থে এবং কিভাবে প্রয়োগ করেছেন ? উদাহরণ সহযোগে বুঝিয়ে লেখো ।
8. অবতার গল্পটি সম্পূর্ণ কথোপকথনের ভিত্তিতে লেখা। পাঠে যে কথোপকথনের অংশটি তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি হাস্যরসের সৃষ্টি করে তারই দু একটি উক্তি লেখো।
9. গল্পটিতে অবতার কে ? তাকে অবতার বলে কেন উল্লেখ করা হয়েছে ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের শব্দগুলি বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তন করো

ক. শিশু	খ. শরীর
গ. মানব	ঘ. জাতি
ঙ. মনুষ্য	চ. বৃদ্ধ
ছ. লোক	জ. চক্ষু

2. গল্পটিতে বেশ কিছু দ্বিত্ব শব্দ আছে যাকে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বলে । বাংলা ভাষায় এ ধরণের শব্দের বৈশিষ্ট্য উল্লেখনীয় ।

নিচে কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ দেওয়া হলো, শব্দগুলি দিয়ে বাক্য রচনা করো

ক. ধিনিক – ধিনিক	খ. ফুঁড়ুৎ – ফুঁড়ুৎ
গ. খপং – খপং	ঘ. ধিতিং – ধিতিং
ঙ. হিস্ – হিস্	চ. ঝুপুং – ঝুপুং

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

3. শব্দের বা নামের বিকৃত উচ্চারণের জন্য মূল্য শব্দটি হারিয়ে যায় । বিশেষ করে হিন্দি ভাষার নামের এই বিকৃত উচ্চারণের ফলে মূল নামটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়ে নতুন নামের সৃষ্টি করে। 'নরেশ নামটি বিকৃত উচ্চারণের ফলে হয়ে গেছে 'নরশুয়া' ।

   (ক) তোমার জানা বিকৃত উচ্চারণের ফলে পরিবর্তিত কয়েকটি নাম লেখো ।

4. 'নরশুয়া, লাগাও ঔর একঠো', বাক্যটি সঠিক বাংলায় অনুবাদ করো ।

5. এই গল্পে বেশ কিছু বিদেশি শব্দ আছে, যেগুলি আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথোপকথনে প্রয়োগ করে থাকি । লক্ষ্য করে দেখো, শব্দগুলি গল্পটির বাক্য গঠনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে অতি বাস্তববাদী করে তুলেছে ।

   নিচে কিছু শব্দের বাংলা অনুবাদ দেওয়া হোল ।

   স্মল সেভিংস — স্বল্প সঞ্চয়,

   জগিং — ধীরে ধীরে হাঁটা বা লাফানো

   ফর্মেসান — গঠন, উৎপাদন ।

নিচের বাক্যগুলি অনুবাদ করো

ক. হেলথ ইজ ওয়েলথ

খ. সেন্টিনারি

গ. টেরিফিক লেন

ঘ. স্পটজগিং

ঙ. ফ্রি অ্যাডভাইস

করতে পারো

যে কোন বিষয় নিয়ে হাসির ছোট গল্প বা একাঙ্কি নাটক লিখে পত্র-প্রত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারো অথবা বন্ধুরা মিলে নাটকটি কোন বিশেষ দিনে স্কুলে বা পাড়ায় মঞ্চস্থ করতে পারো।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

যুগে যুগে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া

পূর্ণেন্দুকান্তি দাশ

লেখক পরিচয়

[পূর্ণেন্দুকান্তি দাশের জন্ম ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলায় । ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন । ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলার মহারাজা বীর বিক্রম কলেজে রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক । বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত । অধ্যাপক জীবনের সফলতার জন্য ত্রিপুরা সরকার তাঁকে 'আদর্শ শিক্ষক' হিসেবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে ।

শিক্ষক জীবন থেকেই তিনি বিজ্ঞান আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন । তিনি দীর্ঘকাল 'ত্রিপুরা কেমিক্যাল সোসাইটির' সম্পাদক ছিলেন । বর্তমানে ওই সোসাইটির সভাপতি ।

পরিবেশ বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞানের উপর তাঁর বেশ কিছু প্রবন্ধ বিভিন্ন বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখা দুটি বই 'মহাকাশে ধূমকেতু' ও 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়'।]

আজ থেকে প্রায় বারশো বছর আগে, খ্রিস্টীয় নবম শতকে, অ্যালকেমিস্ট গ্যেবার (Geber) তামা ধাতুর অনুসন্ধানে কাজ করছিলেন । আমরা জানি, তামা ধাতুর রং ইটের রঙের মতো লাল । গ্যেবার এই লাল রঙের একটি খনিজ পদার্থকে পোড়ালেন । তার ফলে লাল খনিজ পদার্থটি স্বাদহীন, গন্ধহীন সাদা পাউডারে পরিণত হল । তামা ধাতুর ক্ষেত্রে কিন্তু তা হওয়ার কথা ছিল না। হওয়া উচিত ছিল লাল রঙের কিউপ্রাস অক্সাইড অথবা কালো রঙের কিউপ্রিক অক্সাইড নামের যৌগ দুটির কোনও একটি । আসলে অ্যালকেমিস্ট গ্যেবার লাল রঙের যে খনিজ পদার্থটি পুড়িয়েছিলেন, তা ছিল আর্সেনিক ও গন্ধক (Sulphur) মৌলের রাসায়নিক মিলনের ফলে সৃষ্ট 'রিয়েলগার' (Realgar) নামের একটি যৌগ, যার রাসায়নিক নাম আর্সেনিক ডাই-সালফাইড এবং তা পোড়ানোর ফলে স্বাদহীন, গন্ধহীন, সাদা যে যৌগটি তৈরি হয়েছিল, তা ছিল আর্সেনিক ট্রাই- অক্সাইড নামের একটি যৌগ । মজার ব্যাপার হল, -- এই আর্সেনিক ট্রাই -- অক্সাইড যৌগটিই বারশো বছর ধরে লোকমুখে শুধু আর্সেনিক নামে কথিত হয়ে আসছিল । এটি একটা মিসনোমার বা ভুল অর্থে শব্দের প্রয়োগ । কারণ আর্সেনিক হল একটি মৌল (Element), কিন্তু আর্সেনিক ট্রাই - অক্সাইড হল একটি যৌগ (Compound) । বিভিন্ন মৌলের

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

রাসায়নিক সমন্বয়ে যৌগ গঠিত হয়। তাই আর্সেনিক মৌল এবং আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড যৌগের ধর্মগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বিরাট ফারাক রয়েছে।

এবার আসি আর্সেনিক বিষের কথায়। আর্সেনিক মৌলের তিনটি রূপভেদ (Allotropy) আছে। তাদের মধ্যে পীতবর্ণের রূপভেদটি কিছুটা বিষাক্ত। আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইডের বিষক্রিয়া মারাত্মক। ভিক্টোরিয়া যুগে, তথা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সৌন্দর্য বিলাসী মহিলারা গায়ের রং ফর্সা করার জন্যে এই আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড যৌগের সাদা পাউডারটিকে জলে গুলে গায়ে, হাতে, মুখে মাখতেন। এতে তাদের গায়ের রং কিছুটা ফর্সা হতো বটে — কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ফর্সা হওয়াটা ছিল একটি রোগের লক্ষণের প্রকাশ মাত্র, যা তাঁরা জানতেন না। এই রোগটার নাম আর্সেনিকোসিস (Arsenicosis)। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, এই যুগেও সৌন্দর্যবিলাসী মেয়েরা না জেনে এমন সব প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকেন, যার পরিণতি মোটেই সুখকর নয়।

রাজা মহারাজাদের যুগে আর্সেনিক ট্রাই - অক্সাইড নামের স্বাদহীন, গন্ধহীন, বিষাক্ত এই যৌগটির 'ফ্যাশনেবল মার্ডার উইপন' হিসেবে ও বেশ কদর ছিল। যৌগটি সহজেই জলে গুলে যায় এবং স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন হওয়াতে খাবারের সঙ্গে মেশাতে কোনও অসুবিধে নেই। তাই অপছন্দের জনকে নীরবে ধরা থেকে সরিয়ে দিতে তখনকার দিনে এর জুরি মেলা ছিল ভার। তখনকার দিনে শরীরে আর্সেনিকের উপস্থিতি বা তার বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলো সঠিকভাবে সনাক্ত করা যেত না। তাই তার অপপ্রয়োগও যথেচ্ছই হতো। আবার আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার প্রাথমিক উপসর্গগুলো অন্যান্য কিছু রোগের উপসর্গের সাথে প্রায় মিলে যায় বলে, এ যুগেও তাকে সনাক্ত করা বেশ কঠিন ব্যাপার হয়ে আছে।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. অ্যালকেমিস্ট গ্যেবার কে ছিলেন?
2. 'মিসনোমার' শব্দটির অর্থ কি ?
3. 'ফ্যাশনেবল মার্ডার উইপন' কাকে বলা হতো ?
   ক. আর্সেনিক
   খ. কিউপ্রিক অক্সাইড
   গ. আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড
   ঘ. আর্সেনিক ডাই-সালফাইড

ইংরেজদের হাতে বন্দি হওয়ার পর সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত জীবন যাপন কালে সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মৃত্যুও এই আর্সেনিক ঘটিত যৌগে হয়েছিল বলে অনেকেই মনে করেন। সেই যৌগটির নাম ছিল 'কপার আর্সেনেট'— যার সাধারণ নাম শীলিজ গ্রীণ (Sheele's green)। মনে করা হয়, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের জ্ঞাতসারে অথবা নির্দেশে নেপোলিয়নের থাকার ঘরের দেওয়ালে সবুজ রঙের এই যৌগটির প্রলেপ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমুদ্রের ভিজে বাতাসের সংস্পর্শে একধরণের ছত্রাক (Fungus) জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (Bio-chemical reaction) এই 'কপার

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

আর্সেনেট' যৌগটিকে 'আর্সেনিক অ্যালকিল' ঘটিত যৌগে রূপান্তরিত করে। এই যৌগটি বায়বীয় এবং বিষাক্ত। তাই ঘরের প্রায়-বন্ধ আবহাওয়ায় শ্বাসকার্যের মাধ্যমে সহজেই তা প্রাণীদেহে প্রবেশ করে নানা ক্রিয়া - প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিরাট ক্ষতিসাধন করে প্রাণীকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল বলে মনে করা হয়, যদিও ব্রিটিশ – কর্তৃপক্ষ বারবার তা অস্বীকার করে আসছেন।

প্রাচীনকালে ভারতে অ্যালকেমীর চর্চা হতো। এর বহু তথ্য প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথিতে লিপিবদ্ধ আছে। ভারতে রিয়েলগার যৌগটি সেঁকোবিষ বা ধাতব-বিষ হিসেবে পরিচিত ছিল, কিন্তু এই বিষের অপপ্রয়োগ কোথাও হয়েছিল বলে কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি।

খনিজ হিসেবে আর্সেনিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পরিমাণের দিক থেকে পৃথিবীতে এই যৌগটির স্থান বিংশতিতম। পৃথিবীর মাটিতে প্রতি কিলোগ্রামে গড়ে দুই থেকে পাঁচ মিলিগ্রাম আর্সেনিক পাওয়া যায়। আমাদের দেশের বিভিন্ন কোম্পানীর গায়েমাখা সাবান ও ডিটার্জেন্ট পাউডারের প্রতি কিলোগ্রামে গড়ে প্রায় চার মিলিগ্রাম আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে – যা মোটেই হেলাফেলার বিষয় নয়। অন্যদিকে ইউরোপ বা আমেরিকায় গায়েমাখা সাবানে আর্সেনিকের উপস্থিতি প্রায় নেই বলা যায়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় এক মিলিগ্রাম হলো এক গ্রামের হাজার ভাগের এক ভাগ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কে ছিলেন ?
2. 'কপার আর্সেনেট' - এর সাধারণ নাম কি ?
3. পশ্চিমবঙ্গে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট রোগের উপসর্গ কত খ্রিঃ ধরা পড়ে ?

গত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আর্সেনিক এক ভয়ংকর নাম হয়ে উঠেছে। প্রতিবেশী বাংলাদেশ এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের এক বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য অধিবাসী আর্সেনিকের মারণ ছোঁয়ায় ক্রমেই দিশেহারা হয়ে উঠছেন। এইসব অঞ্চলে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় এরই মধ্যে কয়েকশো লোকের মৃত্যু ঘটেছে এবং আরও কয়েক হাজার লোক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে এই রোগটির উপসর্গ প্রথম ধরা পড়ে ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলাদেশে তার প্রকোপ প্রকাশ পায় তারও এক দশক পরে। পশ্চিমবঙ্গ–লাগোয়া বিহার, ঝাড়খণ্ড ছাড়াও অসম, উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। শুধু এই উপমহাদেশেই নয়, পৃথিবীর আরও অনেক দেশেরই ভূগর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এইসব দেশ হল আমেরিকা, আর্জেন্টিনা, ইংল্যান্ড, ইরান, কম্বোডিয়া, গ্রিস, নেপাল, ঘানা, চিলি, চিন, লাওয়াস, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

হাঙ্গেরি, জিম্বোবোয়ে ইত্যাদি ।

যতই দিন যাচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভূগর্ভের জলে আর্সেনিকের উপস্থিতির মাত্রা ততই বেশি পরিমাণে ধরা পড়ছে । বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা World Health Organisation - এর ঘোষিত মানদণ্ডে প্রতি লিটার পানীয় জলে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা হ'ল দশ মাইক্রোগ্রাম । এক মাইক্রোগ্রাম হ'ল—এক গ্রামের দশ লক্ষ ভাগের একভাগ । বাংলাদেশে মোট ৬৪ টি জেলার মধ্যে ৬০ টি জেলাতেই ভূ-গর্ভস্থ জলে আর্সেনিকের উপস্থিতি ধরা পড়েছে এবং পরিমাণগত ভাবে তার মাত্রা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত মাত্রার অনেক উপরে রয়েছে ।

শুধু জল পানের মাধ্যমেই যে বিষাক্ত আর্সেনিক আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে তা কিন্তু নয়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ সেচের জলের মাধ্যমেও এই বিষক্রিয়া আমাদের খাদ্যশৃঙ্খলে ঢুকে পড়ে, খাদ্যের মাধ্যমে তা শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক সব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করছে। শরীরে প্রবেশ করার পর খুব ধীর গতিতে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া শুরু হয়। আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করার দুই থেকে একুশ বছর পর শরীরে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে । প্রথমে হাতে, পায়ে, এবং শরীরের অন্য কোনো কোনো স্থানে ক্যান্সার জাতীয় চর্ম রোগ তথা আর্সেনিকোসিস রোগের সৃষ্টি হয় । তারপর ধীরে ধীরে বমি, পায়খানা, ও পেটব্যথার লক্ষণ দেখা দেয় । এই বিষ স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous system) উপরে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং পরিণামে স্নায়ুতন্ত্রকে বিকল করে তোলে । ফলে রোগী ধীরে ধীরে 'কোমার' দিকে চলে যায়। আর্সেনিকের বিষের প্রতিক্রিয়ায় শরীরের অতি প্রয়োজনীয় প্রত্যঙ্গ যথা বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থি (Kidney) যকৃৎ (Liver), ফুসফুস (Lung), জরায়ু (Uterus), পাকস্থলী (Stomach), প্রোসটেট (Prostate) প্রভৃতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে । বয়স্কদের তুলনায় শিশু ও যুবকরা সহজেই এই রোগে আক্রান্ত হয় । চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অভিমত, ১২৫ মিলিগ্রাম বা তার থেকে বেশি এই আর্সেনিক বিষ মানুষের শরীরে সঞ্চিত হয়ে রোগীর এই করুণ পরিণতি ঘটে ।

পড়ে কী বুঝলে ?

1. আর্সেনিকের উপস্থিতি কোথায় দেখা যায় ?
2. কত পরিমাণ আর্সেনিক শরীরে সঞ্চিত হলে রোগীর করুণ পরিণতি ঘটে ?
   ক. ১২৫ মিলিগ্রাম খ. ২৫ মিলিগ্রাম
   গ. ১২৫ গ্রাম ঘ. ১২৫ মাইক্রোগ্রাম

বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, জনসংখ্যার ভয়াবহ বিস্ফোরণের ফলে ভূপৃষ্ঠে পানীয় জলের এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত সেচের জলের অভাব দেখা দেওয়ায় ভূগর্ভের সঞ্চিত জলে আমাদের হাত পড়েছে এবং মাত্রাতিরিক্তভাবে ভূগর্ভের জল উত্তোলনের ফলে, জলে ডুবে থাকা 'নির্বিষ' আর্সেনিক ডাই-সালফাইড যৌগটি ভূগর্ভে সঞ্চিত বায়ু তথা অক্সিজেনের সরাসরি সংস্পর্শে চলে এসে রাসায়নিক

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড যৌগে রূপান্তরিত হচ্ছে । আগেই বলা হয়েছে, আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড যৌগটি জলে সহজেই গুলে যায় । তাই যৌগটি জলের সঙ্গে মিশে গিয়ে নলকূপের মাধ্যমে ভূ পৃষ্টে চলে আসছে এবং পানীয় জল ও কৃষিক্ষেত্রে সেচের জলের মাধ্যমে খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে মারাত্মক সব বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করছে ।

আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হ'লে জনসংখ্যার বিস্ফোরণের বিপক্ষে আমাদের দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে এবং ভূগর্ভের জলের উপর নির্ভরতা কমাতে হবে । ভূপৃষ্ঠ তথা খাল-বিল, নদী নালা, পুকুর ইত্যাদিতে জলের সংরক্ষণ বাড়াতে হবে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরই শুধু জল পানের অথবা কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী কিনা, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে । অন্যথায় ভবিষ্যতে বিপদ আরও মারাত্মক আকার নেবে ।

পাঠ বোধ

সঠিক উত্তরটি লেখো

1. 'রিয়েলগার' (Realgar) নামক যৌগটির রাসায়নিক নাম কি ?

ক. আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড
খ. আর্সেনিক ডাই-অক্সাইড
গ. আর্সেনিক ডাই-সালফাইড
ঘ. আর্সেনিক মনোঅক্সাইড

2. আর্সেনিক হলো একটি

ক. মৌল
খ. যৌগ
গ. অক্সাইড
ঘ. গন্ধক

3. 'আর্সেনিকোসিস' কি ?

ক. একটি রোগ
খ. এক প্রকার খনিজ পদার্থ
গ. একটি সংস্থা
ঘ. যিনি আর্সেনিক আবিষ্কার করেন

4. এক মাইক্রোগ্রাম হলো

ক. এক গ্রামের দশ ভাগ
খ. এক গ্রামের হাজার ভাগের একভাগ
গ. এক গ্রামের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ
ঘ. এক গ্রামের পাঁচ হাজার ভাগের এক ভাগ

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অতি সংক্ষেপে লেখো

5. খ্রিষ্টিয় নবম শতকে অ্যালকেমিস্ট গ্যেবার কোন ধাতুর অনুসন্ধানে কাজ করেছিলেন?
6. গ্যেবার যখন লাল রঙের খনিজ পদার্থকে পোড়ালেন, তখন খনিজ পদার্থটি কিসে পরিণত হলো ?
7. আর্সেনিক ট্রাই - অক্সাইড যৌগটি গত বারশ বছর ধরে লোকের মুখে কোন নামে পরিচিত ছিল ?
8. আর্সেনিক ও আর্সেনিক ট্রাই - অক্সাইডের মধ্যে কোনটি বেশি বিষাক্ত ও মারাত্মক ?
9. ভারতে 'রিয়েলগার' (Realgar) যৌগটি কোন নামে পরিচিত ছিল ?
10. পরিমাণের দিক থেকে বিশ্বে আর্সেনিকের স্থান কত তম ?
11. খনিজ হিসাবে পৃথিবীর মাটিতে আর্সেনিক কী পরিমাণে পাওয়া যায় ?
12. বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) - র ঘোষিত মানদন্ডে প্রতি লিটার পাণীয় জলে আর্সেনিকের সহনীয় মাত্রা কত ?

সংক্ষেপে লেখো

13. অ্যালকেমিস্ট গ্যেবার তামা-ধাতুর অনুসন্ধানে কিভাবে কাজ করেছিলেন ?
14. গ্যেবার লাল রঙের যে খনিজ পদার্থকে পুড়িয়েছিলেন তা আসলে কী ছিল ? লেখো ।
15. আর্সেনিক ও আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইডের মধ্যে পার্থক্য কী ?
16. ভিক্টোরিয় যুগে ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সৌন্দর্যবিলাসী মহিলারা আর্সেনিক ট্রাই - অক্সাইড যৌগের সাদা পাউডারটি কেন ব্যবহার করতেন ? তার পরিণাম কী হয়েছিল ?
17. ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কিভাবে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মৃত্যু ঘটান বলে মনে করা হয়?
18. আর্সেনিকের উপস্থিতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পাওয়া গেছে । এরকম কয়েকটি দেশের নাম বলো ।

বিস্তারিত ভাবে লেখো

19. উনবিংশ শতাব্দীর সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে পৃথিবীর মাটিতে আর্সেনিক কেন এক ভয়ংকর নাম হয়ে উঠেছে ? লেখো ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

20. শুধুমাত্র পানীয় জলেই নয়, কৃষিকাজে ব্যবহৃত ভূগর্ভস্থ জলের মাধ্যমেও আর্সেনিক নামক বিষ আমাদের খাদ্যদ্রব্যে ঢুকে পড়েছে। এর ফলে যে কুপরিণাম হয়েছে সে সম্বন্ধে লেখো।

21. আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের কি করতে হবে ? লেখো।

22. আমাদের জীবনে আর্সেনিকের বিষক্রিয়ার দ্রুত প্রভাবের একটি অন্যতম কারণ জনসংখ্যার অত্যধিক বৃদ্ধি—বুঝিয়ে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. পদ পরিবর্তন করো

(ক) ধর্ম (খ) প্রকাশ (গ) রঙ (ঘ) ক্রম

(ঙ) জল (চ) পৃথিবী (ছ) মাটি (জ) লক্ষণ

2. বিপরীত অর্থ লেখো

(ক) দুর্ভাগ্য (খ) নীরব (গ) প্রাচীন (ঘ) বিস্তৃত

(ঙ) সৃষ্টি (চ) গন্ধহীন

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পদ্য

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

কবি পরিচয়

[অষ্টাদশ শতাব্দির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র সমগ্র বাংলা সাহিত্যে একজন মার্জিত রুচি সম্পন্ন ও বিদগ্ধ কবি । তাঁর অসাধারণ শব্দ প্রয়োগ তির্যক বাগ্‌-ভঙ্গিমা, সরস হাস্য পরিহাস, নির্মল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ কবিকে সাহিত্যের ইতিহাসে অতুলনীয় করে তুলেছে ।

তাঁর কাব্যে গ্রামীণ স্থূলতার চেয়ে নাগরিক সূক্ষ্মতার পরিচয় বেশি পাওয়া যায় । এই বৈশিষ্ট্য অনেকটাই আধুনিক যুগলক্ষণাক্রান্ত । আনুমানিক ১৭১১-১২ খ্রি. এ ভারতচন্দ্রের জন্ম । পিতা বিখ্যাত জমিদার নরেন্দ্র রায় । কনিষ্ঠ সন্তান ভারতচন্দ্র পিতার বিশেষ আদরের পাত্র ছিলেন ।

ভারতচন্দ্র অমর হয়েছেন তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের জন্য । অবশ্য 'ভারত ভারত -- খ্যাত আপনার গুণে' ।

চরিত্র পরিকল্পনায় কবি দেবতাকে মানব রূপ দিয়ে এক অভিনব আদর্শের সৃষ্টি করেন । এই রীতিতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার শুভ সূচনা দেখা দেয়, যা কবির অজ্ঞাতসারেই ঘটে গিয়েছিল ।

আলোচ্য কবিতাটি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের অংশবিশেষ । দেবী অন্নপূর্ণা মর্ত্যে নিজের পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে ছদ্মবেশে এসেছিলেন । ভবানন্দ মজুমদারের মাধ্যমে দেবী আপন মহিমা প্রচার করেন । ১৭৬০ খ্রি. ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের দেহাবসান হয় ।]

কাব্য পরিচয়

['অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী' কবিতাটি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিখ্যাত গ্রন্থ অন্নদামঙ্গলের অংশ ।

দেবী অন্নপূর্ণা আত্ম পরিচয় গোপন করে ঈশ্বরী পাটনীর কাছে যান নদী পার হবার জন্য । ঈশ্বরী পাটনী সেখানে খেয়া পারাপার করতো ।

অন্নপূর্ণা স্বর্গের দেবী । কিন্তু কবি তাঁর কবিতায় তাঁকে মর্ত্যের মানবীরূপে চিত্রিত করেছেন । ঈশ্বরী পাটনী সামাজিক প্রথানুযায়ী দেবীর পরিচয় জানতে চাইলে, তিনি প্রকৃত আত্মপরিচয় গোপন করে' অন্যভাবে একজন সাধারণ মানবীর মতোই নিজের পরিচয় দিয়েছেন । কিন্তু লক্ষণীয়, দেবীর প্রত্যেকটি কথাই দ্ব্যর্থবোধক ।

দেবী অন্নপূর্ণার প্রকৃত পরিচয় গোপন থাকেনি । আত্ম পরিচয় দিতে গিয়ে দেবী কিন্তু তাঁর নিজের কোন কথাই আড়ালে রাখেন নি । সরল – স্বভাব পাটনী হয়তো সে কথার মর্মোদ্ধার করতে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পারেনি, কিন্তু দেবীর কাছে প্রার্থিত তার কামনার মধ্যে ফুটে উঠেছে বিশ্বের এক অমোঘ সত্য "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" ।]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে ।
পার কর বলিয়া ডাকিল পাটনীরে ।।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী ।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ।।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরী পাটনী ।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ।।
পরিচয় না দিলে করিতে নাহি পার ।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার ।।
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী ।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি ।।
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি ।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ।।
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত ।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ।।
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম ।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ।।
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুণ ।
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠে ভরা বিষ ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ।।
গঙ্গা নামে সতী তার তরঙ্গ এমনি ।
জীবন স্বরূপ সে স্বামীর শিরোমণি ।।
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে ।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ।।
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই ।
যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই ।।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল ।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল ।।
শীঘ্র ভাসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল ।
দেবী কন দিব আগে পারে লয়ে চল ।।
যার নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনীর তাঁরে কর পার ।।
বসিয়া নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ ।।
পাটনী বলিয়ে মাগো বৈস ভাল হয়ে ।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে ।।
ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল ।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুব বল ।।

পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন ।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ ।।
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে ।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতি উপরে ।।
সেঁউতিতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে ।
সেঁউতি হইল সোনা দেখিতে দেখিতে ।।
সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয় ।
এ ত মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয় ।।

সভয়ে পাটনি কহে চক্ষে বহে জল ।
দিয়াছ যে পরিচয় সে বুঝিনু ছল ।।
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া ।
কহিয়াছি সত্য কথা বুঝহ ভাবিয়া ।।
আমি দেবী অন্নপূর্ণা প্রকাশ কাশীতে ।
চৈত্রমাসে মোর পূজা শুক্লা অষ্টমীতে ।।.....
ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব ।
বর মাগ মনোমত যাহা চাহ দিব ।।
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে ।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ।।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

জেনে রাখো

ত্বরা — তাড়াতাড়ি।
পাটনী — মাঝি (যে খেয়া পারাপার করে)।
কোকনদ — লাল পদ্ম।
নিবেদন — প্রার্থনা।
বামাস্বর — নারীর কণ্ঠস্বর।
শিরোমণি — মাথার মণি, শ্রেষ্ঠ।
ভব — শিব, সংসার।
সেঁউতি — নৌকার জল সেচবার পাত্র।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. সেই ঘাটে .... দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
(খেয়া, নৌকা, দাঁড়)
2. ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিলা .... পাটনী।
(অন্নপূর্ণা, ঈশ্বরী, কুলবধূ)
3. কুকথায় .... কণ্ঠে ভরা বিষ।
(আগুন, নিপুণ, পঞ্চমুখ)
4. ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ....।
(পাটনী, ঈশ্বরী, নারী)
5. সেঁউতি উপরে রাখ ও .... চরণ।
(রাঙ্গা, সোনা, আলতা)
6. এ ত মেয়ে মেয়ে নয়, ... নিশ্চয়।
(ভবানী, দেবতা, সতী)

সংক্ষেপে লেখো

7. অন্নপূর্ণা পাটনীকে ডেকেছিলেন কেন?
8. পাটনী তাঁর পরিচয় কেন জানতে চেয়েছিলেন?
9. দেবীর কাছ থেকে তাঁর পরিচয় জেনে পাটনী কী অভিমত দিয়েছিলেন?
10. দেবীকে পাটনী নৌকায় ভাল করে বসতে বলেছিল কেন?
11. দেবী তাঁর পা নৌকায় রাখতে চাইছিলেন না কেন?
12. পাটনী দেবী অন্নপূর্ণাকে কোথায় পা রাখতে বলেছিল?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

13. সেঁউতিতে দেবী পা রাখাতে সেখানে কী হল ?
14. সোনার সেঁউতি দেখে পাটনীর কী মনোভাব দেখা গিয়েছিল ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

15. দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীর কাছে কিভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন লেখো।
16. অন্নপূর্ণা নৌকায় চড়ে জলে পা নামিয়ে বসেছিলেন কেন ? জলে পা রাখার কারণে তার শোভা কেমন হয়েছিল ?
17. 'অন্নপূর্ণা ও ঈশ্বরী পাটনী' কবিতাটির মূল ভাবটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করো।
18. ঈশ্বরী পাটনী দেবীর কাছে কী বর প্রার্থনা করেছিল ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **সঠিক প্রতিশব্দ চিহ্নিত করো।**

অহর্নিশ — (দিবারাত্র / বাৎসরিক)
বামাস্বর — (বালক কণ্ঠস্বর / নারীকণ্ঠের স্বর)
পাটনী — (মাঝি / গাড়ীর চালক)
নিপুণ — (অভিজ্ঞ / দক্ষ)
কোন্দল — (বিবাদ / সংঘর্ষ)
সেঁউতি — (নৌকার হাল / নৌকার জল সেচবার পাত্র)

2. **পদ পরিবর্তন করো**

পরিচয়, নিবেদন, কুলীন, তরঙ্গ, জীবন, ভয়।

3. **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো**

ত্বরায়, বাপ, ঈশ্বরী, দেবী, বৃদ্ধ।

4. **লিঙ্গ পরিবর্তন করো**

পিতামহ, ভবানী, মাতা, দেবতা, ঈশ্বরী, বৃদ্ধ।

5. **কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো**

(ক) ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
(খ) যে মোরে আপন ভাবে তারি ঘরে যাই।
(গ) গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
(ঘ) সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ।
(ঙ) ভবানী কহেন তোর নায়ে ভরা জল।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

জীবন - সঙ্গীত

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি পরিচয়

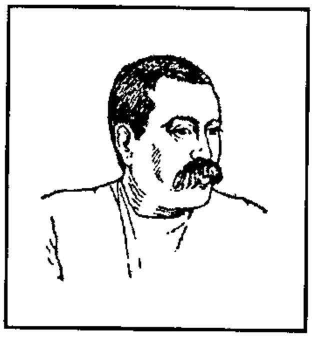

[হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ - ১৯০৩) দেশ — প্রেমিক যশস্বী কবি। তাঁর রচিত সাহিত্যিক মহাকাব্য 'বৃত্র সংহার' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় কীর্তি। তাঁর 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি প্রকাশিত হলে সরকারের বিরাগ ভাজন হয়। এই কবিতায় সরাসরি ভারতবাসীকে পরাধীনতার বন্ধন মোচন করার আহ্বান জানানো হয়। 'ভারত বিলাপ', 'কালচক্র', 'বীরবাহু', 'ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' প্রমুখ রচনায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বদেশ প্রেম প্রকাশ করেছেন। কাব্যের মাধ্যমে নারী মুক্তি বিশেষ করে বিধবা নারীর প্রতি হিন্দু সমাজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি জোরালো ভাষায় মত প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সাধনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁকে সর্বার্থে খাঁটি আদর্শ জাতীয় কবি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি ভারতের সংহৃতি পূর্ণ বিকাশে আস্থা রাখতেন। জীবনের শেষ পর্যায়ে এই আদর্শবান মহান কবি অন্ধ হয়ে যান এবং দারিদ্র্যের মধ্যে অতিবাহিত করেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা 'চিন্তা তরঙ্গিনী', 'আশা কানন', 'ছায়াময়ী', 'দশ মহাবিদ্যা' প্রমুখ।

তিনি এক সময়ে সরকারী উকিল নিযুক্ত হন। ওকালতিতেও পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। সাফল্যের সঙ্গে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন।]

কাব্য পরিচয়

[কবি জীবকুলে শ্রেষ্ঠ মানবজাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বৃথা রোদন বা বৃথা হাহাকার করে এ মানব জন্ম যেন ব্যর্থ না হয়। মৃত্যুহীন আত্মা সকল প্রাণীতে বিদ্যমান সুতরাং চেষ্টার মাধ্যমে জীবন যুদ্ধে জয়লাভ সুনিশ্চিত। কবি সবাইকে সচেতন করে বলেছেন, বাইরের ক্ষণিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে পড়ে দুঃখের হাতে আত্মসমর্পণ করা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। শেওলার উপরে স্থিত জলের মত জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও কারও জন্য অপেক্ষা করে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের মধ্য দিয়ে সংসাররূপ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের ন্যায় সকল বাধা অতিক্রম করে জয়লাভে সমর্থ হবে। এই জয়গাথা মানবকে মহিমান্বিত করে তুলবে। কাব্যের শেষে কবি জগতে শ্রেষ্ঠত্ব বা অমরত্ব লাভের উপায় সম্বন্ধে দিশা নির্দেশ করেছেন। কবি জানিয়েছেন, মহাপুরুষদের নির্দেশিত পথে নিজের সুকীর্তির মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়াই অমরত্ব লাভের আদর্শ উপায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এই নির্দেশিত পথে অনুগমন করে যশলাভের অধিকারী হবে।]

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পড়ার আগে ভাবো

সুর, তান, লয়ের মেলবন্ধনে যেমন সঙ্গীত সুমধুর হয়ে উঠে তেমনি সুকর্ম ও গুণীজনের নির্দেশিত সুপথে চালিত হলে জীবনও মধুর সঙ্গীতময় হয়ে উঠে। একথা তোমরা নিশ্চয় সমর্থন করো।

ব'লো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন,
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার --
ব'লে জীব ক'রো না ক্রন্দন।
মানব-জনম সার এমন পাবে না আর,
বাহ্য দৃশ্যে ভুলো না রে মন;
কর' যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর' আকিঞ্চন।
ক'রো না সুখের আশ, প'রো না দুখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয়;
সংসারে সংসারী সাজ, কর' নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয়।
দিন যায়; ক্ষণ যায় সময় কাহারো নয়;
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির,
সহায় সম্পদ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর!
সংসার-সমরাঙ্গণে যুদ্ধ কর' দৃঢ় পণে,
ভয়ে ভীত হ'য়ো না, মানব!
কর' যুদ্ধ বীর্যবান্ যায় যাবে যাক প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ।
মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে ক'রে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সেই পথ লক্ষ্য ক'রে   স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধ'রে
আমরাও হব বরণীয় !
সময় সাগর-তীরে   পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে
আমরাও হব হে অমর;
সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে   অন্য কোন জন পরে
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর ।।

জেনে রাখো

নিশা — রাত্রি
জীবাত্মা — জীবদেহে অবস্থিত আত্মা, (আত্মাকে অবিনাশী অমরণশীল বলা হয়)
দারা — পত্নী
অনিত্য — অস্থায়ী অর্থাৎ মরণশীল
আকিঞ্চন — দৈন্য, চেষ্টা
ভব — জগৎ
কীর্তি — খ্যাতি
শৈবাল — শেওলা
নীর — জল
ধ্বজা — পতাকা
যশোদ্বারে — খ্যাতির দরজায়
সত্বর — শীঘ্র, তাড়াতাড়ি

পাঠ বোধ

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও

1. কবি কাকে কাঁদতে মানা করেছেন ?
2. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় কবি জীব বলে কাকে উল্লেখ করেছেন ?
3. কবি কিসের আশা করতে মানা করেছেন ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

4. কী স্থির হয়ে থাকে না ?

5. জগতে দুর্লভ কী ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

6. 'জীবাত্মা অনিত্য নয়' বলতে তুমি কী বোঝ ? লেখো।

7. জগতের উন্নতি যাতে হয় তারজন্য কবি কী করতে বলেছেন ?

8. সংসারে নিরাশ ব্যক্তিকে কবি জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়ার জন্য কী করতে বলেছেন ? 'জীবন সঙ্গীত' কবিতা অবলম্বনে লেখো।

9. 'আয়ু যেন শৈবালের নীর' কবি কেন এই কথাটি বলেছেন ? কবিতা ও কবির নামোল্লেখ করে কথাটির অর্থ বুঝিয়ে লেখো।

10. জীবন-সঙ্গীত কাব্যে কবি এ জগতে মানবের অমরত্ব লাভের উপায় স্বরূপ কোন পথ নির্দেশিত করেছেন ? বিস্তারিতভাবে লেখো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. সন্ধি বিচ্ছেদ করো

(ক) জীবাত্মা (খ) সংসার (গ) সমরাঙ্গন

(ঘ) উন্নতি (ঙ) পদাঙ্ক

2. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো

(ক) সংসার সাগর (খ) মহাজ্ঞানী (গ) মহাজন

(ঘ) অনিত্য (ঙ) দুর্লভ (চ) কীর্তি - ধ্বজা

3. নিচের শব্দগুলি কাব্যের ভাষায় লেখা আছে এর গদ্যরূপ লেখো

(ক) স্বপন (খ) জনম (গ) আশ

(ঘ) দুখের (ঙ) নাহি রহে (চ) সকলি

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ধুলামন্দির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাব্য পরিচয়

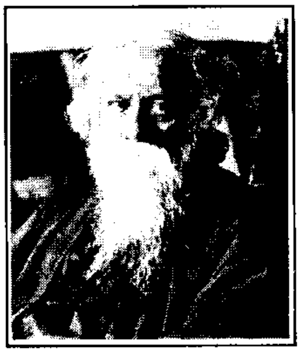

[পূজা-পাঠ, জপ-ধ্যানের মাধ্যমে মানুষ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে জীবন মুক্তির সাধনায় মগ্ন হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির মাঝে এই ধুলামাটিতে বিরাজমান। এই মাটিতে মলিন বেশে চাষি সোনার ফসল ফলায়, এখানেই শ্রমিক নিত্যদিনের সেবায় ভাঙে গড়ে। মুক্তির সাধনায় মগ্ন মানুষকে কবি আহ্বান জানিয়েছেন, সকল কুসংস্কারের শুচিতা ত্যাগ করে এই ধুলিমাটির স্বর্গে এদের মাঝে নেমে আসতে। নিষ্কাম কর্ম ও সেবার মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধানই একমাত্র পথ। কবি এই কাব্যের মধ্য দিয়ে সেই পথেরই সন্ধান দিয়েছেন ।]

পড়ার আগে ভাবো

বাহিরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করে নয়, ঈশ্বরের সান্নিধ্য পেতে হলে তাঁর সৃষ্টির মাঝে এই ধুলা মাটিতে কর্মের মধ্য দিয়েই তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে ।

ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক্ পড়ে ।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে ?
অন্ধকারে লুকিয়ে আপন - মনে
কাহারে তুই ডাকিস সংগোপনে ?
নয়ন মেলে দেখ্ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে ।

তিনি গেছেন সেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ --
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস ।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধুলার পরে ।

মুক্তি ? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি ! মুক্তি কোথায় আছে !
আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে ।
রাখো রে ধ্যান, থাক্ রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলা বালি ।
কর্ম যোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে ।

জেনে রাখো

রুদ্ধ দ্বার — বন্ধ দরজা

শুচি — পবিত্র

কর্মযোগ — কর্মের মধ্য দিয়ে সাধনা ।

যোগ সাধনার একটি অঙ্গ কর্মযোগ । গীতায় অষ্টাদশ যোগের উল্লেখ আছে।

যেমন — ভক্তিযোগ, জ্ঞান যোগ, কর্মযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি ।

স্বামী বিবেকানন্দ জীবন মুক্তির উপায় স্বরূপ কর্মযোগকে প্রাধান্য দিয়েছেন । এই কাব্যে কবিও কর্মযোগকেই ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় বলেছেন ।

পাঠ বোধ

সঠিক উত্তরটি লেখো

1. 'ধুলামন্দির' কবিতাটির কবি কে ?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম   খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. জীবনানন্দ দাশ   ঘ. রজনীকান্ত সেন

2. 'ধুলামন্দির' কবিতাটিতে কবি সংগোপনে কাকে ডাকার কথা বলেছেন ?

ক. দেবতা   খ. দানব

গ. মানব   ঘ. বন্ধু

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

3. তিনি গেছেন সেথায় .... ভেঙ্গে করছে চাষা চাষ,

(লোহা, মাটি, ধুলো, পাথর)

4. ধুলা তাঁহার লেগেছে .... ।

(দুই পায়ে, দুই হাতে, হাতে পায়ে, হাতে মুখে)

5. রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে .... ।

(ফুলের ডালি, ফলের ঝুড়ি, চালের বস্তা, ধানের বোঝা)

6. কর্মযোগে তাঁর সাথে .... ঘর্ম পড়ুক ঝরে ।

(আলাদা হয়ে, এক হয়ে,সম্মিলিত হয়ে, দশজনে মিলে)

অতি সংক্ষেপে লেখো

7. 'তিনি গেছেন সেথায়......' 'তিনি' বলতে কবি কাকে বুঝিয়েছেন ?

8. মাটি ভেঙ্গে চাষা কী করছে ?

9. 'শুচি' শব্দটির অর্থ কী ?

সংক্ষেপে লেখো

10. কর্মযোগ বলতে কী বোঝ ?

11. সাধন ভজন ছেড়ে কবি কী করতে বলেছেন ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

12. 'ধুলামন্দির' কবিতায় কবি বুদ্ধ দেবালয় ছেড়ে কোথায় যেতে বলেছেন --বুঝিয়ে লেখো ।

13. 'আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার করছে' – কথাটি 'ধুলামন্দির' কবিতা অবলম্বনে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

মা

দেবেন্দ্রনাথ সেন

কবি পরিচয়

[দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮ - ১৯২০) উত্তরপ্রদেশের গাজীপুরে জন্ম । আদি নিবাস বলাগড় হুগলী । এলাহাবাদ হাইকোর্টের নামজাদা উকিল । শ্রীকৃষ্ণ মিশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ রিভিউ প্রকাশ করেন । কলকাতায় শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা (১৯০০) নামে একটি বিদ্যালয় গঠন করেন । বিদ্যালয়টি কালিদাস পাল বিদ্যামন্দির নামে এখনও বর্তমান । 'ফুলবালা', 'উর্মিলা', 'নির্ঝরিনী' নামে তিনটি কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের পর বিশিষ্ট কবি হিসাবে বাংলা সাহিত্যে স্বীকৃতি পান । পুষ্প বিষয়ক কবিতা রচনায় তাঁর খ্যাতি ছিল । তাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের সংখ্যা একুশটি ।]

পড়ার আগে ভাবো

মনের শান্তির খোঁজে মানুষ ঘর ছেড়ে বাহিরে পা রাখে, কিন্তু সে শান্তির সন্ধান কোথাও পায় না । ফিরে আসে মায়ের কোলে নিবিড় শান্তির আশ্রয়ে । কবির অনুভবের সঙ্গে তোমরাও কি কখনও অনুরূপ একাত্মতা অনুভব করেছো ?

তবু ভরিল না চিত্ত ! ঘুরিয়া ঘুরিয়া
কত তীর্থ হেরিলাম ! বন্দিনু পুলকে
বৈদ্যনাথে; মুঙ্গেরের সীতাকুন্ডে গিয়া
কাঁদিলাম চিরদুখী জানকীর দুখে;
হেরিনু বিন্ধ্যবাসিনী বিন্ধ্যে আরোহিয়া;
করিলাম পুণ্য স্নান ত্রিবেণী সঙ্গমে,
'জয় বিশ্বেশ্বর' বলি ভৈরবে বেড়িয়া
করিলাম কত নৃত্য; প্রফুল্ল আশ্রমে,
রাধা - শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা
গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে; পান্ডারা আসিয়া
গলে পরাইয়া ছিল বর গুঞ্জা - মালা
তবু ভরিল না চিত্ত ! সর্ব তীর্থ সার,
তাই মা, তোমার পাশে এসেছি আবার !

জেনে রাখো

হেরিলাম	—	দেখলাম
বন্দিনু	—	প্রার্থনা করলাম
পুলকে	—	আনন্দে
আরোহিয়া	—	আরোহণ করে, চড়ে
ত্রিবেণী সঙ্গমে	—	গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর মিলনস্থল (এলাহাবাদে)
নিরখিয়া	—	দেখে
গীতগোবিন্দ	—	কবি জয়দেবের লেখা কৃষ্ণভক্তিমূলক কাব্য ।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. কবি পুলকিত হয়ে কোথায় বন্দনা করলেন ?

ক. মুঙ্গেরে　　খ. ত্রিবেণী সঙ্গমে

গ. বৈদ্যনাথে　　ঘ. বিন্ধ্যবাসিনীতে

2. সীতাকুন্ড কোথায় ?

ক. বৈদ্যনাথ ধামে　　খ. বিন্ধ্যবাসিনী পর্বতে

গ. মুঙ্গেরে　　ঘ. এলাহাবাদে

সংক্ষেপে উত্তর দাও

3. বিশ্বেশ্বর কোন তীর্থক্ষেত্রের দেবতা ?
4. কবি সকল তীর্থস্থান ভ্রমণ করে কোথায় আসলেন ?
5. কবি কি ভাবে বুঝলেন সব চেয়ে বেশি আনন্দ 'মা' এর কাছে ?
6. 'ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে' কোন তীর্থস্থলে কৃষ্ণকুঞ্জ আছে ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

বিস্তারিতভাবে লেখো.

7. 'মা' কবিতায় কবি কোন কোন তীর্থস্থলে ভ্রমণ করেছেন ? দেবতার নামের সহিত সেই তীর্থস্থলগুলির নাম লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. নিচের বাক্যগুলি চলিত ভাষায় লেখো

(ক) 'তবু ভরিল না চিত্ত'

(খ) 'বন্দিনু পুলকে বৈদ্যনাথে'

(গ) 'রাধা - শ্যামে নিরখিয়া হইয়া উতলা গীতগোবিন্দের শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া ভ্রমিলাম কুঞ্জে কুঞ্জে',

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে

শামসুর রহমান

কবি পরিচয়

[১৯২৪ খ্রিঃ ২৪ আগস্ট ঢাকায় কবির জন্ম । বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ কবি । এপার বাংলার তিনি প্রিয় কবি । দেশ প্রেম ও মাতৃভাষা প্রীতি তাঁর কবিতার মৌলিক ভিত্তি । ভারত বিভাজনের পরে ১৯৫২ সালে বাংলাভাষা স্বীকৃতির দাবিতে পূর্ববাংলায় যে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন হয় শামসুর রহমানের কবিতা সেই আন্দোলনে প্রেরণা দান করে। তাঁর কবিতা সমকালীনতাকে শিরোধার্য করে নিয়েই চিরকালীন । তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য হোল সহজ সরল, অনায়াস বাগভঙ্গী, মানবিকতা, প্রাত্যহিক জীবন ধারা থেকে আহরিত চিত্রকল্প, সাহিত্যে উপেক্ষিত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত সাধারণ মানুষের মর্ম বেদনা, সুখ, দুঃখকে বাঙময় করে তোলা। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' (১৯৫৯) প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে রসিক পাঠকের মন জয় করে নেয়, এরপর একে একে প্রকাশিত হয় 'বিধ্বস্ত নীলিমা', 'নিজবাসভূমে', 'নিরালোকে দিব্যবর'। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে একে একে প্রকাশিত হয় তাঁর স্মরণীয় কাব্যগ্রন্থগুলি - 'বন্দী শিবির থেকে', 'দুঃসময়ের মুখোমুখি' ইত্যাদি । তিনি গদ্য লেখক । সাংবাদিকতা করেছেন। পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন । মৌলবাদ বিরোধীতার জন্য তাঁকে একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করা হয় । কিন্তু প্রাণ সংশয় হলেও তাঁর লেখনী কখনো আপোষ করেনি, প্রাণ ভয়ে তিনি তাঁর প্রিয় স্বদেশ পালিয়ে বিদেশে আশ্রয় নেবার কথা ভাবেননি। তাঁর দৃষ্টান্তে প্রাণিত হয়ে বাংলাদেশের লেখক ও শিল্পীরা বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে জঙ্গী মৌলবাদের মোকাবিলা করেছে ।]

কাব্য পরিচয়

কবি মাতৃভাষার সঙ্গে গ্রামের শান্ত নিবিড় সৌন্দর্যের তুলনা করেছেন । মাতৃভাষা যেন নিকোনো উঠোনে উজ্জ্বল রোদ্দুর, যেন জ্যোৎস্না প্লাবিত রাতে মৃদু সৌরভ, উন্মুক্ত প্রান্তরে একতারার সুর, নদীর তরঙ্গে যেন নূপুরের কিঙ্কিনি । মাতৃভাষা যেন ছোট শিশুর হাতে প্রথম ফোটা ফুলের মত আঁকা বাঁকা অক্ষর, যেন রাখালিয়া বাঁশির সুর, যেন নির্জন দুপুরে গ্রাম্য বধূর পুকুরে জল নিতে আসার ছবি ।

বাংলাভাষার ধ্বনিটুকুই পরবাসী কবির মনকে নিয়ে যায় সুদূর অতীতে যেখানে প্রভাতের প্রথম প্রহরে আশাবরী রাগিণীর কোমল মধুর সুরের মতন ছড়া শুনিয়ে কবির মা শিশুকে দোল দিচ্ছেন । কখনও বা বাংলাভাষার ধ্বনিটুকু তাঁর কাছে যেন রমজান মাসে সারাদিন উপবাসের পর সন্ধ্যেবেলা

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

দিদিমার হাতে তৈরি ডালের বড়া দিয়ে রোজা ভাঙার মতই মধুর। কখনও বা মনে হয় অবহেলিত মাতৃভাষার স্বীকৃতি লাভের প্রথম বছরে একুশে ফেব্রুয়ারীর প্রভাত ফেরির মতন যেন সব পাওয়ার আনন্দ। যেন এক অলৌকিক ভোর।

পড়ার আগে ভাবো

সকল মাধুর্য - কোমলতা, সকল ভালবাসা - ভাললাগাটুকু জড়িয়ে আছে নিজের মাতৃভাষার মধ্যে। তোমরা কি কখনও বাংলা ভাষার প্রতি এমন নিবিড় প্রেম উপলব্ধি করতে পেরেছো ?

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশী
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি ঃ মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কোন সে সুদূরে; সত্তা তাঁর
আশাবরী। নানী বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে
রমজানী সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া আর একুশের প্রথম প্রভাতফেরী; অলৌকিক ভোর।

জেনে রাখো

আশাবরী — সংগীতের ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণী আছে। আশাবরী রাগিণী প্রভাতের প্রথম প্রহরের কোমল মধুর সুর।

বিষাদ সিন্ধু — গ্রন্থটির লেখক মীর মশারফ হোসেন। কারবালার হাসান হোসেনের বিষাদান্ত ঘটনা এই গ্রন্থের বিষয়।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

রমজান — মুসলমানী বৎসরের নবম মাস, রোজার মাস।

একুশে ফেব্রুয়ারী — তৎকালীন পূর্ববঙ্গে (১৯৫২ সালে) মাতৃভাষা আন্দোলনের শহীদ দিবস রূপে স্মরণ করা হয়।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. **বাউল সংগীতের প্রধান বাদ্যযন্ত্র কী ?**

(ক) একতারা (খ) বাঁশি (গ) বেহালা (ঘ) দোতরা

2. **গো- রাখাল কী বাজায় ?**

(ক) সানাই (খ) ভেঁপু (গ) বাঁশি

3. **বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার —**

(ক) আভা (খ) চন্দন (গ) প্রলেপ (ঘ) আলো

সংক্ষেপে লেখো

4. বাংলাভাষা উচ্চারিত হলে শৈশবে মায়ের কোন্ স্মৃতি কবির মানস পটে ভেসে উঠেছে ?
5. একুশে ফেব্রুয়ারী দিনটি স্মরণীয় কেন ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

6. বাংলাভাষার উচ্চারণটুকু কবির মনকে বার বার কোন্ কোন্ নিবিড় সৌন্দর্যের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে ? কবিতাটি অনুসরণে নিজের ভাষার বর্ণনা করো।
7. বাংলাভাষার উচ্চারণে কবির মনে কোন্ কোন্ প্রিয়জনের স্মৃতির ছবি ভেসে উঠেছে? বর্ণনা করো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **পদ পরিবর্তন করো —**

(ক) মাঠ (খ) গ্রাম

(গ) কাজ (ঘ) উদার

(ঙ) উচ্চারণ

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

গাছ কথা বলে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

কবি পরিচয়

[শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৩ - ৯৫) জীবানা নন্দের পরবর্তী সময়ের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি । কবি – সুলভ খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য তিনি বিখ্যাত । ছাত্র জীবনে বামপন্থী ছাত্র রাজনীতির আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ফলে নিজের পড়াশোনাও সম্পূর্ণ করতে পারেন নি ।

কবির পরিকল্পনায় কবিদের শ্রেষ্ঠ কবিতা সিরিজ প্রকাশিত হয় । পঞ্চাশের দশকে তরুণ কবিদের প্রধান মুখপত্র 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় যুক্ত হন । সেখানে নিয়মিত ভাবে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে থাকে ।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল গদ্য রচনার মাধ্যমে । তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'হে প্রেম হে নৈঃশব্দ্য' । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো, 'সোনার মাছি খুন করেছি', 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান', 'ধর্মে আছো, জিরাফেও আছো', 'ছিন্ন বিচ্ছিন্ন', 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই', 'পাড়ের কাঁথা মাটির বাড়ি' প্রভৃতি । তাঁর অনুবাদ গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান হলো, 'মেঘদূত', 'ওমর খৈয়াম', 'গালিবের কবিতা' লোরকা, রিলকের কবিতা ।

'যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো'— কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৮৬ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পান । ১৯৭০ - ৯৪ পর্যন্ত আনন্দ বাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । বিশ্বভারতীর অতিথি অধ্যাপক থাকাকালীন শান্তিনিকেতনে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় ।

মার্কিন বিটনিকদের মতো ভবঘুরে মানসিকতার জন্য তিনি বহু চর্চিত । কবিদের সমাজে প্রচলিত ছিল – শক্তি আপাদমস্তক কবি । কবিতাই তাঁর জীবন ।]

পড়ার আগে ভাবো

তোমরা কি কখনও সকাল সন্ধ্যায় একান্ত নির্জনে গাছের তলায় গিয়ে বসেছ ? গাছের নীরব ভাষার ধ্বনি কখনও কি তোমাদের অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে —
প্রতি গাছে জল দিই, ফুল দেয়
পরিবর্তে গাছ ।
এই দেওয়া - নেওয়া চলে অনুচ্চারিত
মৃদু প্রেমে,
গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম, আর
কেউ নয় ।
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি
সন্ধ্যায় সকালে ।।
সকলেই গাছ নয়, কিছু কিছু
আগাছাও আছে,
তাদের নিড়ুনি দিয়ে তুলতে দুখ, গাছ
সুখে থাকে,
সুখে থাকবে বলে গাছ অবহেলে
ওদের দেখায় —
আগাছাও তুলে ফেলতে কষ্ট হয়,
তারও ফুল আছে ।
হয়তো কৌলীন্য নেই সূর্যমুখী বেলির
মতন,
তবুও তো সে ভালবেসে আমাদের
বাগানে বসেছে ।
জল বিনা দিচ্ছে ফুল বহু রঙে নানান
আকারে —
সুখে থাকবে ভালো থাকবে বলে
গাছ, তাকে তুলতে হয়,
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি, গাছ
কথা বলে ।।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

জেনে রাখো

পরিবর্তে	—	বদলে।
মৃদু	—	কোমল, ধীর।
কৌলীন্য	—	কুল বা বংস মর্যাদা।
আগাছা	—	গাছের চারিদিকের বেড়ে উঠা জঙ্গল।
অবহেলা	—	তাচ্ছিল্য।
অনুচ্চারিত	—	যা উচ্চারণ করা হয় না।
নিড়ুনি	—	আগাছা পরিষ্কার করার যন্ত্র।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি .... সকালে।
(সন্ধ্যায়, বিকালে, রাত্রে)

2. প্রতি গাছে .... দিই, ফুল দেয় পরিবর্তে গাছ।
(মাটি, জল, হাওয়া)

3. সকলেই গাছ নয়, কিছু কিছু .... আছে।
(ফুল, ফল, আগাছাও)

4. আগাছাও তুলে ফেলতে কষ্ট হয়, তারও .... আছে।
(গাছ, ফুল, জল)

5. জল বিনা দিচ্ছে ফুল বহু .... নানান আকারে।
(রঙে, ভালবেসে, সুখে)

জেনে অতি সংক্ষেপে লেখো

6. আগাছা কেন তুলে ফেলতে হয় ?
7. জল না দিলেও, আগাছা আমাদের কী দিচ্ছে ?
8. আগাছা তোলার জন্য কিসের সাহায্য নিতে হয় ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

9. সূর্যমুখী বেলির মতন কৌলীন্য কার নেই ?

সংক্ষেপে লেখো

10. "গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম, আর কেউ নয়"। — এটি কোন কবিতার অংশ ? কবিতাটির রচয়িতা কে ? কবি গাছ ও মানুষের কোন প্রেমের কথা বলেছেন ?

11. গাছ সুখে থাকবে বলে কী তুলে ফেলতে হয় ? সেজন্য কবির কষ্ট হয় কেন ?

12. "গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি, গাছ কথা বলে।" —— এ কথাটি কবি কে বলেছেন ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

13. গাছ ও কবির অন্তরঙ্গ সম্পর্কটি কবিতা অনুসরণে আলোচনা করো।

14. গাছ ও আগাছার মধ্যে কোন্ পার্থক্যের কথা কবি বলেছেন ?

15. বাগানের গাছ ও আগাছা উভয়ের প্রতি কবির ভালবাসা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে, কবিতাটি অনুসরণে তা আলোচনা করো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. সঠিক প্রতিশব্দ চিহ্নিত করো

(ক) **আগাছা** — (গাছের চারদিকে বেড়ে ওঠা জঙ্গল / গাছের অংশ)

(খ) **নিড়ুনি** — (আগাছা পরিষ্কার করার জিনিস / মাটি ওপড়ানোর বস্তু)

(গ) **সন্ধ্যা** — (প্রভাত / সায়াহ্ন)

(ঘ) **অবহেলা** — (শ্রদ্ধা / তাচ্ছিল্য)

(ঙ) **কৌলীন** — (আভিজাত্য / কুলের ধর্ম)

(চ) **আকার** — (আকৃতি / বিশেষত্ব)

2. পদ পরিবর্তন করো

গাছ, জল, সুখ, অবহেলা, কৌলীন্য

3. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

সন্ধ্যা, সুখ, কষ্ট, ভালো, মৃদু, ভিতর

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

4. বাক্য রচনা করো

সন্ধ্যা, আগাছা, কৌলীন্য, সূর্যমুখী, বাগান।

5. কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো

(ক) তবুও তো সে ভালোবেসে আমাদের বাগানে বসেছে।

(খ) তাদের নিড়ুনি দিয়ে তুলতে হয়।

(গ) প্রতি গাছে জল দিই, ফুল দেয় পরিবর্তে গাছ।

(ঘ) গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম, আর কেউ নয়।

(ঙ) গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি।

(চ) গাছ কথা বলে।

আলোচনা করো

'গাছের প্রাণ আছে' এ কথা বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথম বিশ্ববাসীকে অবগত করান। কিন্তু গাছের যে প্রাণ আছে তা কেবল পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত নয়। তোমরা যারা তাদের মাঝে থেকে তাদের প্রাণের কথা, আনন্দ - বেদনা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছো তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা ক্লাসে বলো বা শিক্ষক বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো অথবা কোনো পত্রিকাতে লেখা পাঠাতে পারো।

করতে পারো

তোমার বাড়িতে যদি গাছ লাগানোর মতো জায়গা না থাকে তবে কয়েকটি টবে পছন্দ মতো কিছু গাছ লাগাও। এবার প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিজে হাতে গাছগুলির পরিচর্যা করো। কিছুদিন পরে নিজেই বুঝতে পারবে ওদের কখন জল আলো হাওয়ার প্রয়োজন। ওদের নতুন পাতা বা প্রথম কুঁড়ি ফোঁটার আনন্দ তুমি নিজে অনুভব করতে পারবে।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কিংকর্তব্য

পবিত্র সরকার

কবি পরিচয়

[পবিত্র সরকার জন্ম ইং ১৯৩৭ সালে । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তরে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন । পরে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিজ্ঞানে এম. এ ও পি এইচ. ডি ডিগ্রি লাভ করেন । ভারতের অন্যতম খ্যাতনামা ভাষা বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন । বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ভারতীয় ভাষা পরিষদ, ত্রিপুরা উপজাতি ভাষা কমিশন ও অলচিকি' সাঁওতালি ভাষা কমিশনের সভাপতি ছিলেন । রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য । পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চ শিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি । বহু ভাষা-বিশারদ । বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের লেখক । সৃষ্টিশীল সাহিত্যেও সিদ্ধহস্ত । কবিতা নাটক, রসরচনা, সাংবাদিকতায় সমান দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন । তাঁর ছড়াছন্দে লেখা 'হাসতে হাসতে বানান শেখো" বানান শেখার সহজ বই ।]

কাব্য পরিচয়

বর্তমান সমাজে আমরা সকলে বাইরের বেশভূষায় ভদ্র হলেও, আচার আচরণে পুরানো কু-অভ্যাসগুলি ছাড়তে পারি না । কবি 'কিংকর্তব্য' কবিতায় এ বিষয়েই আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন । বরিষ্ঠ নাগরিক তাঁর প্রাপ্য সম্মান পান না । ধর্মের নামে চলে ভণ্ড লোকেদের ব্যবসা । মহামূল্য বিদ্যুতের অপচয় হতে দেখলেও প্রতিকারের জন্য হাত বাড়াই না ।

এই সমস্ত খারাপ অভ্যাসগুলি দূর করার জন্য সমবেত প্রচেষ্টার প্রয়োজন । এজন্যই কবির জিজ্ঞাসা -- "একা আমি ক-জনের জামা টেনে ধরব ?"—
এ প্রশ্নটি পাঠককে সচেতন করে তোলে নিশ্চয়ই ।

পড়ার আগে ভাবো

কবিতাটির শিরোনামের শাব্দিক অর্থ হোল - কী করা উচিত ? আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রায় বুঝে বা না বুঝে কতকগুলি অন্যায় আচরণ করে থাকি। যা দেশ, সমাজ ও ব্যক্তির ক্ষতি বা অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । তোমরা কখনও কি ভেবে দেখেছো এ ধরনের আচরণ করা উচিত কি না ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !
দিন দিন আমরা কি হচ্ছি অসভ্য ?
রাস্তায় নাক ঝাড়ি, থুথু ফেলি, ফেলি পিক,
নোংরা সে থিক থিক, ঢেকে যায় সব দিক,
চলে গাড়ি, চলে বাস, তবু ফেলি ছাইপাঁশ,
মান্ধাতা আমলের অভ্যেসই ভাবি ঠিক ।
কলকাতা কবে হবে আমাদের গর্ব ?
কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !

কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !
বাইরে সবাই বেশ ভদ্র ও ভব্য ।
বাসে দেখি বৃদ্ধ সে নড়বড়ে দাঁড়িয়ে
কয়জনা দিই তাকে হাতখানা বাড়িয়ে ?
সিট যেই খালি হয়, লোকে বলশালী হয়,
হামলে দখল করি ছেলে বুড়ো মাড়িয়ে --
সকলে যা করে সেটা আমিও কি করব ?
কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !

কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !
এইখানে মিলে যায় পুরানো ও নব্য !
ধর্মের ব্যবসাতে জোটে যত ভণ্ড,
পূজা করে প্রস্তর, পূজা করে ষণ্ড,
গ্রহ নক্ষত্রের জাত আর গোত্রের
কত ধুমধাম চলে, যতেক পাষণ্ড
হাত দেখে টাকা গোনে, বলে ভবিতব্য ।
কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !

কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !
জীবনের সম্পদ হয় দুর্লভ্য
তবু খুলে রাখি কল, জলে সব ভেসে যায়,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

বন্ধ করে না কেউ, মজা দেখে হেসে যায়,
দিনে আলো জ্বলে কেন, মিছে পাখা চলে কেন ?
কেন গাছ মুড়োবার ইচ্ছেটা এসে যায় ?
একা আমি ক-জনের জামা টেনে ধরব ?
কিংকর্তব্য ! কিংকর্তব্য !

জেনে রাখো

কিংকর্তব্য	—	কী করা উচিত।
মান্ধাতা আমল	—	প্রাচীন কাল।
ভব্য	—	সভ্য।
হামলে	—	ঝাঁপিয়ে।
ষণ্ড	—	ষাঁড়।
পাষণ্ড	—	নিষ্ঠুর।
ভবিতব্য	—	ভবিষ্যতে যা হবে।
দুর্লভ্য	—	যা সহজে পাওয়া যায় না।

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো।

1. দিন দিন আমরা কি হচ্ছি ....।
(ভব্য, ভদ্র, অসভ্য)

2. চলে গাড়ি, চলে বাস, তবু ফেলি ....।
(থুতু, ছাঁই পাঁশ, পিক)

3. .... আমলের অভ্যেসই ভাবি ঠিক।
(পুরানো, নড়বড়ে, মান্ধাতা)

4. কলকাতা কবে হবে আমাদের ....।
(গর্ব, নোংরা, ধর্ম)

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

5. এইখানে মিলে যায় পুরানো ও ....।

(গোত্র, ভবিতব্য, নব্য)

6. হাত দেখে টাকা গোনে, বলে ....।

(ভবিতব্য, কিংকর্তব্য, দুর্লভ)

অতি সংক্ষেপে লেখো

7. রাস্তায় আমরা কী করি ?

8. বাসে বৃদ্ধ কি ভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন ?

9. বাসের সিট খালি হলে, লোক কী করে ?

10. ধর্মের ব্যবসাতে কারা গিয়ে জোটে ?

11. লোকে কাদের পূজা করে ?

12. কল খুলে রাখার জন্য কী হয় ?

সংক্ষেপে লেখো

13. বাসে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের সঙ্গে আমরা কেমন ব্যবহার করি ?

14. ধর্মের ব্যবসাতে ভণ্ডরা জুটে কী করে ?

15. আমাদের কু-অভ্যাস গুলির জন্য জীবনের সম্পদ দুর্লভ্য হয়ে ওঠে, —কী ধরনের কু-অভ্যাস ?

বিস্তারিত ভাবে লেখো

16. 'কিংকর্তব্য' কবিতায় কবি মানুষের অভদ্র অভ্যাসগুলি সম্পর্কে আমাদের কি ভাবে সচেতন করে দিয়েছেন ?

17. 'কিংকর্তব্য' কবিতাটি কার লেখা ? এর মূল ভাবটি নিজের ভাষায় লেখো ।

18. "একা আমি ক-জনের জামাটেনে ধরব" ? —— কবি এই বক্তব্যের মাধ্যমে কী বলতে চেয়েছেন ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. পদ পরিবর্তন করো

গর্ব, অভ্যেস, দুর্লভ্য, ধর্ম, নব্য, বলশালী ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

2. বাক্য রচনা করো

ছাইপাঁশ, মান্ধাতা আমল, ভবিতব্য, ভণ্ড, প্রস্তর, দুর্লভ ।

3. বিপরীতার্থক শব্দ লেখো

ভদ্র, পুরানো, ভব্য, সম্পদ, ধর্ম, আলো ।

4. সঠিক প্রতিশব্দ চিহ্নিত করো

ক) কিংকর্তব্য (কি করা উচিত / কি করা হয়েছে)

খ) মান্ধাতা (নতুন / প্রাচীন)

গ) বৃদ্ধ (বয়স্ক ব্যক্তি / অল্প বয়স্ক)

ঘ) প্রস্তর (ইট / পাথর)

ঙ) নক্ষত্র (তারা / গ্রহ)

চ) পাষন্ড (নিষ্ঠুর / করুণ)

5. লিঙ্গ নির্ণয় করো

বৃদ্ধ, লোক, প্রস্তর, ষণ্ড, গাছ, ছেলে, বুড়ো ।

আলোচনা করো

কবিতায় যে কু - অভ্যাসগুলির কথা বলা হয়েছে, তাদের কুফল সম্পর্কে বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করো । এই খারাপ অভ্যাসগুলি পরিবেশকে কীভাবে দূষিত ক'রে তোলে, এ বিষয়ে স্কুলে বাদ-বিবাদ প্রতিযোগিতার আয়োজন করো ।

করতে পারো

আমরা প্রতিদিন যে কু অভ্যাসগুলি জেনে বা না জেনে করি যার ফলে পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে খারাপ করে তুলি তা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কয়েকটি উপায় —

(i) পরিবেশ

(ক) তোমরা বন্ধুরা মিলিত হয়ে ছোট ছোট গ্রুপ তৈরি করো ।

(খ) বিভিন্ন গ্রুপ নিজের নিজের এলাকা বেছে নাও [যেমন - স্কুল, নিজের পাড়া ইত্যাদি]

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

(গ) পুরানো খাতার শক্ত মলাট নিয়ে ছোট ছোট বোর্ড তৈরি করো ।

(ঘ) প্রতিটি বোর্ডে স্থানীয় ভাষায় স্লোগান লিখে উপযুক্ত জায়গায় সেঁটে দাও ।
(যেমন — যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা, মল-মূত্র ত্যাগ না করা, নোংরা না ফেলা, জোরে মাইক না বাজানো, অহেতুক গাছ না কাটা ইত্যাদি ।)

(ঙ) পরিবেশ দূষণের কুফল সম্বন্ধে স্লোগানও লিখতে পারো ।

(চ) শিক্ষক মহাশয়ের নেতৃত্বে সপ্তাহে একদিন নিজ নিজ এলাকাগুলি অবশ্যই পরিদর্শনে যেতে হবে ।

(ii) পরিস্থিতি

নিজেদের স্বভাবের কিছুটা পরিবর্তন ক'রে পরিস্থিতিকে সুন্দর করে তোলা যায় । যেমন —

(ক) বড়দের প্রতি সম্মান জানানো ।

(খ) তোমাদের চেয়ে বয়সে বড় কাউকে দেখে প্রয়োজন বোধে উঠে দাঁড়ানো।

(গ) অহেতুক কারও সঙ্গে তর্ক না করা ।

(ঘ) ছোট ছোট ভুল ত্রুটির জন্য বন্ধুর নামে নালিশ না করা । এতে শত্রু বাড়ে।

(ঙ) মনের মধ্যে কোনো কুসংস্কারকে প্রশ্রয় না দেওয়া । এ বিষয়ে শিক্ষক ও বড়দের সঙ্গে আলোচনা করতে পারো ।

প্রতিদিনের চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে সবকিছুই সুন্দর হতে পারে ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

নতুন দিগন্ত

মন্দাক্রান্তা সেন

কাব্য পরিচয়

[প্রতিটি বিষয়ের একটি ইতিবাচক (Positive) ও একটি নেতিবাচক (Negative) দিক আছে । যেমন জীবনের ভাব রাজ্যে সুখ-দুঃখ, শুভেচ্ছা - অভিশাপ, হিংসা - বন্ধুত্ব, সুসময়-দুঃসময়, তেমনি প্রকৃতির মাঝেও ঝরা পাতার পর নতুন পাতার উদ্গম, অমাবস্যার পর পূর্ণিমা, যে আকাশে মেঘ সেখানে রোদ্দুর, যে জমি বন্যায় ধ্বংস হয় সেই জমি পলিমাটিতে হয় উর্বরা। সকল পরাজয়ের পর জয়, সকল ধ্বংসের পর নতুন সৃষ্টি, নতুন দিগন্তের আবির্ভাব হয়। কবি এই কাব্যের মধ্য দিয়ে সবার চেষ্টা, সকল আশা নিয়ে সেই আলোর পানে অর্থাৎ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিশা নির্দেশ করেছেন ।]

পড়ার আগে ভাবো

রাতের আঁধার শেষে দিনের আলো ফোটে । তেমনি জীবনে দুঃখ, বেদনা বা পরাজয়ই শেষ কথা নয় । তোমাদের ছোট্ট জীবনে এ সত্যকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছ এবং দৃঢ় চিত্তে সকল বাধা অতিক্রম করে সফলতার শিখরে পৌঁছবার চেষ্টাও নিশ্চয় করেছ ।

পাশাপাশি বসে আছে সুখ আর দুঃখ,
দু' জনের মাঝখানে ফাঁক ভারী সূক্ষ্ম ।

পাতা ঝরা শেষ হলে উঁকি দেয় কিশলয়,
একই ফুলে মধু আর কাঁটার সমন্বয় !

একই মাসে পূর্ণিমা আর অমাবস্যা
একদিকে সমাধান, আর-একে সমস্যা ।

যে নদীটি পলি দেয় সেই আনে বন্যা,
যে চোখ হাসিতে নাচে, সে চোখেই কান্না ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কেউ দেয় শুভেচ্ছা, কেউ অভিসম্পাত
কেউ বুকে ছুরি মারে, কেউ হাতে রাখে হাত ।

যদিও এসেছে আজ দারুণ দুঃসময়,
এও একদিন জেনো কেটে যাবে নিশ্চয় ।

যে মানুষ ভেসে যায় যুদ্ধে বা দাঙ্গায়
সেই তো কবিতা লেখে, ছবি আঁকে, গান গায় !

পিছনে হারিয়ে যাক হিংসার লজ্জা,
বুকে আজ খুলে যাক হৃদয়ের দরজা ।

ধ্বংসস্তূপের তলে পড়ে আছে দেশটা,
সেখানেই শুরু হোক এগনোর চেষ্টা ।

পরাজিত হতে পারি, তবু পলাতক নই
হতাশাকে ঝেড়ে ফেলে গড়ে নেব স্বপ্নই ।

আকাশে ঘনায় মেঘ, আকাশেই রোদ্দুর
সামনে তাকিয়ে দ্যাখো চোখ যায় যদ্দূর –

কোনওখানে আছে ঠিক নতুন দিগন্ত ।
মুমূর্ষ দিনকাল হবেই জীবন্ত ।

ভাঙতে তো একপল, গড়তে সময় চাই
সেই আশা বুকে নিয়ে লড়ে যাই সব্বাই ।

জেনে রাখো

কিশলয় — কচিপাতা, নতুন পাতা যুক্ত শাখা । **সমন্বয়** — মিলন

পাঠ বোধ

সঠিক শব্দটি লেখো ।

1. পাতা ঝরা শেষ হলে উঁকি দেয় —

(ক) বসন্ত (খ) মঞ্জরী (গ) কিশলয় (ঘ) কুঁড়ি

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

2. **পরাজিত হতে পারি, তবু —**

(ক) ভীত নই (খ) পলাতক নই (গ) পরাক্রমী নই (ঘ) পরিশ্রমী নই

সংক্ষেপে লেখো

3. পূর্ণিমার কতদিন পর অমাবস্যা আসে ?
4. 'খুলে যাক্ হৃদয়ের দরজা' বলতে তুমি কী বোঝ ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

5. কবি মানব জীবনের যে অনুভূতিগুলির বর্ণনা 'নতুন দিগন্ত' কবিতায় দিয়েছেন তা তুমি নিজের ভাষায় লেখো ।
6. 'নতুন দিগন্ত' কবিতায় কবি প্রকৃতির মধ্যে যে একটি বেদনারও একটি সুন্দর দিকের উল্লেখ করেছেন তার বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করো ।
7. "যে নদীটি পলি দেয় সেই আনে বন্যা,

   যে চোখ হাসিতে নাচে, সে চোখেই কান্না ।"

   উপরের দুটি পংক্তিতে প্রকৃতির দুটি রূপের বর্ণনা আছে । একটি রূপ সুখ বয়ে আনে, অপরটি দুঃখ । পংক্তি দুটি পড়ে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **সন্ধি করো**

(ক) শুভ + ইচ্ছা = (খ) নিঃ + চয় =

(গ) হত + আশা = (ঘ) দিক্ + অন্ত =

(ঙ) জীব + অন্ত = (চ) কাঁদ্ + না =

2. **বিপরীত শব্দ লেখো**

(ক) পূর্ণিমা (খ) সমস্যা

(গ) সুসময় (ঘ) শুরু

(ঙ) ভাঙা (ঘ) শুভেচ্ছা

(চ) হাসি (জ) যুদ্ধ

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পড়ো —

অজানাকে জানো,

অচেনাকে চেনো ।

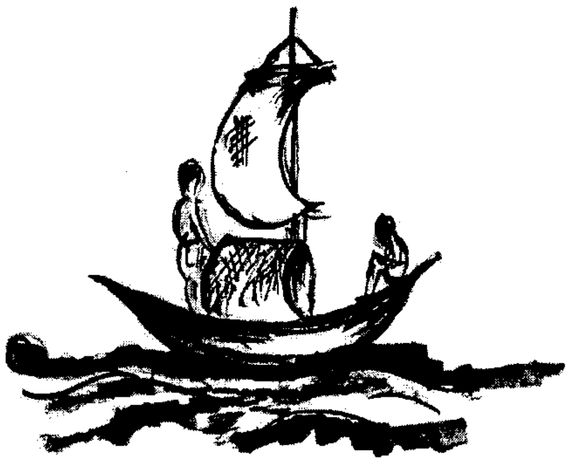

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

শবরী বালিকা (চর্যাপদ)

শবর

কবি পরিচয়

[এই পদটির রচয়িতা শবর পাদ। চর্যাগীতি গ্রন্থে এঁর দুটি পদ পাওয়া যায়। শবর ছিলেন লুইপাদের গুরু। শবর পাদ বাংলদেশের কোন এক পাহাড়ি শিকারী জাতির লোক ছিলেন। 'শবর' কথাটির অর্থ শিকারী; সম্ভবত এই কারণে এই পদকারের নাম হয়েছিল শবরপাদ। তিনি বজ্রযান বিষয়ে ও সংস্কৃতে অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন।]

উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই সবরী বালী
(উঁচু উঁচু পর্বত —তথায় বসে শবরী বালিকা,)
মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সব্‌রী গিবত গুঞ্জরী মালী।
(ময়ুর পুচ্ছ পরিহিত শবরী, গ্রীবায় গুঞ্জার মালা।)
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহারি
(উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না, তোমার দোহাই।)
ণিআ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী
([এ]) তোমার নিজ গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী।)
নানা তরুবর মোউলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী
(নানা তরুবর মুকুলিত হইলে রে, গগনে লাগিল ডাল।)
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারী।
(কর্ণকুণ্ডল বজ্রধারিণী শবরী একেলা এ বন ঢুঁড়িতেছে।)

জেনে রাখো

কবিতাটি প্রাচীনতম বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন চর্যাপদ থেকে নেওয়া হয়েছে। বাংলাভাষার প্রাচীনরূপ কি ছিল, সে সম্বন্ধে অবহিত করার উদ্দেশ্যে এই কবিতাটি সংকলিত হলো। বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পদকর্তাগণ এই চর্যাপদগুলি রচনা করেন।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী - ১৯০৭ এ নেপালের রাজ-দরবারে গিয়ে এই পুঁথিটির সন্ধান পান। তিনি এর নাম দেন চর্যাচর্য বিনিশ্চয়। পরে ১৯১৬ তে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে আরও তিনটি পুঁথি প্রকাশিত হয়। পুঁথিটির নাম হয় "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা।"

চর্যাপদের কাল দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দি। চর্যাগীতিতে হেঁয়ালির ভাষায় (সন্ধ্যা ভাষা) সিদ্ধাচার্যগণের সাধনার কথা লিপিবদ্ধ আছে।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

সখার প্রতি

স্বামী বিবেকানন্দ

আঁধারে আলোক-অনুভব, দুঃখে সুখ, রোগে স্বাস্থ্যভান;
প্রাণ-সাক্ষী শিশুর ক্রন্দন, হেথা সুখ ইচ্ছ মতিমান্ ?
দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান;
'স্বার্থ' 'স্বার্থ' সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?
সাক্ষাৎ নরক স্বর্গময়—কেবা পারে ছাড়িতে সংসার ?
কর্ম-পাশ গলে বাঁধা যার — ক্রীতদাস বল কোথা যায় ?

যোগ ভোগ, গার্হস্থ্য-সন্ন্যাস, জপ-তপ, ধন-উপার্জন,
ব্রত ত্যাগ তপস্যা কঠোর, সব মর্ম দেখেছি এবার;
জেনেছি সুখের নাহি লেশ, শরীরধারণ বিড়ম্বন;
যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিহ নিশ্চয় ।
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক ! এ জগতে নাহি তব স্থান;
লৌহপিণ্ড সহে যে আঘাত, মর্মর মূরতি তা কি সয় ?
হও জড়প্রায়, অতি নীচে, মুখে মধু, অন্তরে গরল—
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ, তবে পাবে এ সংসারে স্থান ।
বিদ্যাহেতু কবি প্রাণপণ, অর্ধেক করেছি আয়ুক্ষয়—

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রেমহেতু উন্মাদের মতো, প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়;
ধর্ম তরে করি কত মত, গঙ্গাতীর শ্মশান আলয়,
নদীতীর পর্বতগহ্বর, ভিক্ষাশনে কত কাল যায় ।
অসহায়—ছিন্নবাস ধ'রে দ্বারে দ্বারে উদরপূরণ—
ভগ্নদেহ তপস্যার ভারে, কি ধন করিনু উপার্জন ?

শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার---
তরঙ্গ-আকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার---
মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ--বুদ্ধির বিভ্রম; 'প্রেম' 'প্রেম'--এই মাত্র ধন ।

জীব ব্রহ্ম, মানব ঈশ্বর, ভূত-প্রেত-আদি দেবগণ,
পশু-পক্ষী কীট-অণুকীট—এই প্রেম হৃদয়ে সবার ।
'দেব' 'দেব'—বলো আর কেবা ? কেবা বলো সবারে চালায় ?
পুত্র তরে মায়ে দেয় প্রাণ, দস্যু হরে--- প্রেমের প্রেরণ !!
হয়ে বাক্য-মন-অগোচর, সুখ-দুঃখে তিনি অধিষ্ঠান,
মহাশক্তি কালী মৃত্যুরূপা, মাতৃভাবে তাঁরি আগমন ।
রোগ-শোক, দারিদ্র্য-যাতনা, ধর্মাধর্ম, শুভাশুভ ফল,
সব ভাবে তাঁরি উপাসনা, জীবে বলো কেবা কিবা করে ?

ভ্রান্ত সেই যেবা সুখ চায়, দুঃখ চায় উন্মাদ সে জন—
মৃত্যু মাগে সেও যে পাগল, অমৃতত্ব বৃথা আকিঞ্চন ।
যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধিরথে করি আরোহণ,
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন ।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার
বারংবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম ?
ছাড় বিদ্যা' জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল
দেখ, শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন ।
রূপমুগ্ধ অন্ধ কীটাধম, প্রেমমত্ত তোমার হৃদয়;
হে প্রেমিক, স্বার্থ-মলিনতা অগ্নিকুণ্ডে কর বিসর্জন ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

ভিক্ষুকের কবে বলো সুখ ? কৃপাপাত্র হয়ে কিবা ফল ?
দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল ।
অনন্তের তুমি অধিকারী, প্রেমসিন্ধু হৃদে বিদ্যমান,
'দাও, দাও'— যেবা ফিরে চায়, তার সিন্ধু বিন্দু হয়ে যান ।

ব্রহ্ম হ'তে কীট-পরমাণু,সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
মন প্রাণ শরীর অর্পণ কর সখে, এ সবার পায় ।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ।

জেনে রাখো

উনবিংশ শতাব্দিতে রচিত বাংলা কাব্যের রূপ দেখতে পাই স্বামী বিবেকানন্দের কবিতার মধ্যে। স্বামীজী বাংলা চলিত ভাষা অর্থাৎ মুখের কথাকে সাহিত্যে স্থান দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে গেছেন । তৎকালীন বাংলা গদ্য সাহিত্যে তাঁর সমসামায়িক অধিকাংশ লেখক সাহিত্য সৃষ্টিতে সাধু ভাষার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেননি । তাঁর গদ্য সাহিত্য, সরল, সরস ও গতিশীল অবং অতি সহজেই হৃদয়কে স্পর্শ করে যায় ।

স্বামী বিকেকানন্দকে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র পরিভ্রমণ করতে হয়েছিল - সমভাবে সাধু, পন্ডিত ও সরল সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে হয়েছিল, সকলের কাছে শিখতে হয়েছিল, সকলকে শিখাতে হয়েছিল, সকলের সঙ্গে বাস করতে হয়েছিল । এইভাবে তিনি বিশাল সমগ্রতার গভীরতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ।

'সখার প্রতি' কবিতাটিতে স্বামীজীর জীবনের এই অভিজ্ঞতা ছন্দোবদ্ধ রূপ লাভ করেছে । এ পৃথিবীতে মানুষ ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে দুঃখকেই সুখ বলে মনে করে বসে । যা আসলে অন্ধকার, তাকে আলোক, যা দুঃখ তাকে সুখ, যা রোগ তাকে স্বাস্থ্য বলে, আমরা ভাণ করছি । ক্রন্দনই শিশুর জীবনের লক্ষণ—অর্থাৎ দুঃখেই এ জগতের পরিচয় ।এমন জগতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখের আশা করে না । আসলে যা নরক তাও ভ্রান্তিবশতঃ স্বর্গরূপে প্রতিভাত হয় । যাদের হৃদয় কুটিলতা ও স্বার্থপরতায় লৌহ কঠিন হয়ে গেছে, তারা আঘাত সহ্য করতে পারে, কোমল হৃদয় সম্পন্ন নিঃস্বার্থ ব্যক্তি সে আঘাত সহ্য করতে পারে না । সংসারে সাধারণ মানুষ অপেক্ষা প্রেমিক হৃদয় অনেক বেশি আঘাত পায়। কবি কাব্যের শেষে প্রেমকেই ঈশ্বর বলে মনে করেছেন । প্রেমের অধিষ্ঠান মানুষের মধ্যে । সত্য- দ্রষ্টা প্রকৃত সাধক যিনি, তিনি মানবীয় প্রেমের মধ্যেই প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেন ।

[স্বামী বিবেকানন্দের
বাণী ও রচনা থেকে গৃহীত ।]

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

রানার

সুকান্ত ভট্টাচার্য

রানার ছুটেছে, তাই ঝুমঝুম ঘন্টা বাজছে রাতে;
রানার চলেছে খবরের বোঝা হাতে ।
রানার চলেছে, রানার !
রাত্রির পথে পথে চলে, কোনো নিষেধ জানে না মানার ।
দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছোটে রানার —
কাজ নিয়েছে সে নতুন খবর আনার ।

রানার ! রানার !
জানা-অজানার
বোঝা আজ তার কাঁধে,
বোঝাই-জাহাজ রানার চলেছে চিঠি আর সংবাদে ।
রানার চলেছে, বুঝি ভোর হয় হয়,
আরো জোরে, আরো জোরে, এ রানার দুর্বার দুর্জয় ।
তার জীবনের স্বপ্নের মত দূরে সরে যায় বন,
আরো পথ, আরো পথ--বুঝি হয় লাল ও পূর্ব কোণ ।
অবাক্ রাতের তারারা আকাশে মিটমিট ক'রে চায়—
কেমন ক'রে এ রানার সবেগে, হরিণের মত যায় ।
কত গ্রাম, কত পথ যায় স'রে স'রে—
শহরে রানার যাবেই পৌঁছে ভোরে;
হাতে লণ্ঠন করে ঠন্‌ঠন্, জোনাকিরা দেয় আলো,—
মাভৈঃ রানার ! এখনো গলেনি জমাট রাতের কালো ।

এমনি করেই জীবনের বহু বছরকে পিছে ফেলে,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পৃথিবীর বোঝা ক্ষুধিত রানার পৌঁছে দিয়েছে 'মেলে'।
ক্লান্ত শ্বাস ছুঁয়েছে আকাশ, মাটি ভিজে গেছে ঘামে ।
জীবনের সব রাত্রিকে ওরা কিনেছে অল্প দামে ।

রানার ! রানার !
এ বোঝা টানার দিন কবে শেষ হবে ?
রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে ?
ঘরেতে অভাব; পৃথিবীটা তাই মনে হয় কালো ধোঁয়া,
পিঠেতে টাকার বোঝা তবু ও টাকাকে যাবে না ছোঁয়া,
রাত নির্জন, পথে কত ভয় তবুও রানার ছোটে,
দস্যুর ভয়, তারো চেয়ে ভয় কখন সূর্য ওঠে
কত চিঠি লেখে লোকে —
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে
এর দুঃখের চিঠি পড়বে না জানি কেউ কোনো দিনও,
এর জীবনের দুঃখ কেবল জানবে পথের তৃণ,
এর দুঃখের কথা জানবে না কেউ শহরে ও গ্রামে,
এর কথা ঢাকা পড়ে থাকবেই কালো রাত্রির খামে ।
রানার ! রানার ! কি হবে এ বোঝা ব'য়ে ?
কি হবে ক্ষুধার ক্লান্তিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ?

রানার ! রানার ! ভোর তো হয়েছে---আকাশ হয়েছে লাল,
আলোর স্পর্শে কেটে যাবে কবে এই দুঃখের কাল ?
রানার ! গ্রামের রানার !
সময় হয়েছে নতুন খবর আনার ।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

খোঁড়া মুচির পাঠশালা

সুকুমার রায়

পোর্টস্‌মাউথের বন্দরে এক খোঁড়া মুচি থাকিত, তাহার নাম জন পাউন্ডস। ছেলেবেলায় জন তাহার বাবার সঙ্গে জাহাজের কারখানায় কাজ করিত। সেইখানে পনের বৎসর বয়সে এক গর্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার উরু ভাঙিয়া যায়। সেই অবধি সে খোঁড়া হইয়াই থাকে এবং কোন ভারি কাজ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। গরীবের ছেলে, তাহার ত অলস হইয়া পড়িয়া থাকিলে চলে না--কাজেই জন অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক বুড়ো মুচির কাছে জুতো সেলাইয়ের কাজ শিখিতে গেল। তারপর সহরের একটা গলির ভিতরে ছোট একটি পুরাতন ঘর ভাড়া করিয়া সে একটা মুচির দোকান খুলিল।

জনের রোজগার বেশি ছিল না, কিন্তু সে মানুষটি ছিল নিতান্তই সাদাসিধা;সামান্যরকম খাইয়া-পরিয়াই স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। এমনকি, কয়েক বৎসরের মধ্যে সে কিছু টাকাও জমাইয়া ফেলিল। তখন সে ভাবিল, 'এখন আমার উচিত আমার ভাইদের কিছু সাহায্য করা।' তাহার দাদার এক ছেলে ছিল, সে ছেলেটি জন্মকাল হইতেই খোঁড়া মতন, তাহার পা দুইটা বাঁকা। জন দাদাকে বলিল, "এই ছেলেটির ভার আমি লইলাম।" ছেলেটিকে লইয়া জন ডাক্তারকে দেখাইল। ডাক্তার বলিলেন, "এখন উহার হাড় নরম আছে, এখন হইতে যদি পায়ে 'লাস্‌' বাঁধিয়া রাখ, তবে হয়ত সারিতেও পারে।" সামান্য মুচি, 'লাস্‌' কিনিবার পয়সা সে কোথায় পাইবে ? সে রাত জাগিয়া পরিশ্রম করিয়া নিজের হাতে লাস্‌ বানাইল, এবং সেই লাস্‌ পরাইয়া, যত্ন ও শুশ্রূষার জোরে অসহায় শিশুটিকে ক্রমে সবল করিয়া তাহার খোঁড়ামি দূর করিল।

ততদিনে ছেলের লেখাপড়া শিখিবার বয়স হইয়াছে। পাউন্ডস নিজেই তাহাকে শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তাহার প্রথম ভাবনা হইল এই যে, একা একা লেখাপড়া শিখিলে শিশুর মনে হয়তো ফুর্তি আসিবে না, তাহার দু-একজন সঙ্গী দরকার। এই ভাবিয়া সে পাড়ার দু-একটি ছেলেমেয়েকে আনিয়া তাহার ক্লাসে ভর্তি করিয়া দিল। দুটি একটি হইতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দেখিতে দেখিতে পাঁচ সাতটি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতেও খোঁড়া মুচির মন উঠিল না—সে ভাবিতে লাগিল,

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

'আহা, ইহারা কেমন আনন্দে উৎসাহে লেখাপড়া শিখিতেছে; কিন্তু এই সহরের মধ্যে এমন কতশত শিশু আছে, যাহাদের কথা কেহ ভাবিয়াও দেখে না।' তখন সে আরও ছাত্র আনিয়া তাহার ছোট্ট ক্লাসটিকে একটি রীতিমত পাঠশালা করিয়া তুলিল।

যেদিন তাহার একটু অবসর জুটিত, সেইদিনই দেখা যাইত জন পাউন্ডস খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে রাস্তায় রাস্তায় ছেলে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। যত রাজ্যের অসহায় শিশু, যাদের বাপ নাই, মা নাই, যত্ন করিবার কেহ নাই, তাহাদের ধরিয়া ধরিয়া সে তাহার পাঠশালায় ভর্তি করিত। ছেলে ধরিবার জন্য তাহার প্রধান অস্ত্র ছিল আলুভাজা! প্রথমে এই আলুভাজা খাওয়াইয়া পাউন্ডস রাস্তায় শিশুদের ভুলাইয়া আনিত। আলুভাজার লোভে তাহারা পাঠশালায় আসিত, কিন্তু যে আসিত সে আর ফিরিত না। মাস্টারমহাশয়ের কি যে আকর্ষণশক্তি ছিল, আর ঐ অন্ধকার পাঠশালার মধ্যে কি যে মধু ছেলেরা পাইত, তাহা কেহই বুঝিতে না; কিন্তু ছাত্রের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল।

চার হাত চওড়া, বারো হাত লম্বা, সরু বারান্দার মতো ঘর; তাহার মাঝখানে বসিয়া মাস্টারমহাশয় জুতা সেলাই করিতেছেন আর পড়া বলিয়া দিতেছেন, আর চারিদিকে প্রায় চল্লিশটি ছাত্রের কোলাহল শুনা যাইতেছে। কেহ পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ অঙ্ক বুঝাইয়া লইতেছে। কেহ সিঁড়ির উপর কেহ মেঝের উপর, কেহ চৌকিতে কেহ বাক্সে-আর নিতান্ত ছোটদের কেহ কেহ হয়তো মাস্টারের কোলে-এইরকম করিয়া মহা উৎসাহে লেখাপড়া চলিয়াছে। বাহিরের লোকে ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়া অবাক হইয়া এই দৃশ্য দেখিত।

গরীব মাস্টার ছাত্রদের কাছে এক পয়সাও বেতন লইত না-এতগুলি ছাত্রকে সে বই জোগাইবে কোথা হইতে? তাহাকে সহরে ঘুরিয়া পুরানো পুঁথি ছেঁড়া বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে হইত, এবং তাহাতেই ছেলেদের পড়ার কাজ কোনরকমে চলিয়া যাইত। কয়েকখানা স্লেট ছিল, তাহাতেই সকলে পালা করিয়া লিখিত। পাঠশালায় সামান্য যোগ বিয়োগ হইতে ত্রৈরাশিক পর্যন্ত অঙ্ক শিখান হইত। কেবল তাহাই নয়, এই সমস্ত ছেলেমেয়েরা তাহার কাছে কাপড় সেলাই করিতে এবং জুতো মেরামত করিতেও শিখিত। সকলে মিলিয়া তীর ধনুক ব্যাট বল ঘুড়ি লাটাই খেলনা পুতুল প্রভৃতি নানারকম জিনিস নিজেরাই তৈয়ারি করিত। তাহাদের খাওয়া-পরার সমস্ত অভাবের কথাও গরীব মাস্টারকেই ভাবিতে হইত। এই সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া জন পাউন্ডসের উপর কোন কোন লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তাহারা মাঝে মাঝে গরম কাপড়-চোপড় পাঠাইয়া দিত। সেইসব কাপড় পরিয়া ছেলেমেয়েরা যখন উৎসাহে খোঁড়া মাস্টারের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইত, তখন মাস্টারমহাশয়ের মুখে আনন্দ আর ধরিত না।

এমন করিয়া কত বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, জন পাউন্ডস বুড়ো হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার পাঠশালা চলিতে লাগিল। আগে যাহারা ছাত্র ছিল, তাহারা ততদিনে বড় হইয়া উঠিয়াছে।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কতজনে নাবিক হইয়া কত দেশ-বিদেশে ঘুরিতেছে, কতজনে সৈন্যদলে ঢুকিয়া যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইতেছে। নতুন ছাত্রদের পড়াইবার সময়ে এইসব অতি পুরাতন ছাত্ররা তাদের বৃদ্ধ গুরুকে দেখিবার জন্য পাঠশালায় হাজির হইত। তাহারাই ছাত্রেরা যে সৎপথে উপার্জন করিয়া খাইতেছে, এবং এখনও যে তাহারা তাহাদের খোঁড়া মাস্টারকে ভোলে নাই, এই ভাবিয়া গৌরবে আনন্দে বৃদ্ধের দুই চক্ষু দিয়া দরদর করিয়া জল পড়িত।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে নববর্ষের দিনে ৭২ বৎসর বয়সে পাঠশালার কাজ করিতে করিতে বৃদ্ধ হঠাৎ শুইয়া পড়িল। বন্ধুবান্ধব উঠাইতে গিয়া দেখিল, তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। হয়ত তখনও লোকে ভাল করিয়া বোঝে নাই যে কত বড় মহাপুরুষ চলিয়া গেলেন। তাহার পর প্রায় আশি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন ইংলন্ডের সহরে সহরে অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষার জন্য কত ব্যবস্থা, কত আয়োজন; কিন্তু এ সমস্তের মূলে ঐ খোঁড়া মুচির পাঠশালা। সেই পাঠশালায় যাহারা পড়িত আসিত, কেবল তাহারাই যে জন পাউন্ডসের ছাত্র তাহা নয়—যাঁহারা নিজেদের অর্থ দিয়া, দেহের শক্তি দিয়া, একাগ্র মন দিয়া, অসহায় গরীব শিশুদের শিক্ষা ও উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা অনেকেই গৌরবের সঙ্গে এই খোঁড়া মুচিকে স্মরণ করিয়া বলিতেছেন, "আমরাও আচার্য জন পাউন্ডসের শিষ্য।"

এই খোঁড়া মুচির নাম সকলের কাছে স্মরণীয় রাখিবার জন্য, তাঁহার ভক্তেরা মিলিয়া তাঁহার একটি পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পাঁচের পাঁচকথা

প্রব্রাজিকা দিব্যমাতা

আমি পাঁচ। এক নই, দশও নই। অর্থাৎ প্রথমের গৌরবটীকা নেই আমার কপালে। সর্বশেষের আদর—তাও আমার জন্য নয়। অবস্থান আমার এক থেকে দশের মাঝখানটিতে। মাপে মাঝারি হতে পারি, তবু খুব হেলাফেলার বোধহয় নই, বরং সর্বত্র সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে পারি সানন্দে-- এ আমার পরম ভাগ্য।

আমার শুভ নাম--পঞ্চম, পঞ্চ। হ্যাঁ, একটু গুরুগম্ভীর নাম। তবে কিনা কাজের গুরুত্বও আমার কম নয়। জগৎ - সংসারের কথাই ধরা যাক। পন্ডিতেরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মান্ডই নাকি ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম—এই 'পঞ্চ' সূক্ষ্ম মহাভূতের স্থূল রূপ হল বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। আমাকে ছাড়া একদন্ড চলে কি তার ? 'পঞ্চভূত' - এর সূক্ষ্ম সমবায়ে গড়া জীবদের -- অভিমত জ্ঞানিগুণিজনের। যে-প্রক্রিয়ায় এই গড়ার কাজটি হয়, বেদান্তাদি শাস্ত্রে সেটি পরিচিত 'পঞ্চীকরণ' নামে। চক্ষুকর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় আর কর-চরণাদি 'পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়' না থাকলে মানুষ না পারত জ্ঞান আহরণ করতে, না পারত কর্মাদি সম্পন্ন করতে। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় মধ্যে প্রধান দুটি অঙ্গ-- পাণি এবং পাদ অর্থাৎ হাত-পা। এদের প্রত্যেকটিতে আবার রয়েছে পাঁচটি করে আঙ্গুল, যা না থাকলে কারো পক্ষে কখনোই সুষ্ঠভাবে সর্ববিধ কর্মনির্বাহ সম্ভবপর হতো না। 'পঞ্চাঙ্গুলি' সংযুক্ত বলেই তো হাতের অর্থবহ একটি অভিধা-- 'পঞ্চশাঁখ'। শুধুমাত্র বাহ্য অবয়বে নয়, দেহের অভ্যন্তরেও সেই পাঁচের প্রাধান্য -- এ সত্য সবারই জানা। প্রাণ-অপানাদি 'পঞ্চপ্রাণ' সদ্য সক্রিয় বলেই জীব জীবিত থাকে। কেবল শ্বাসগ্রহণ নয়-- আহার গ্রহণ ও পরিপাক, শরীরস্থ অপ্রয়োজনীয় দূষিত পদার্থাদি বর্জন, শব্দোচ্চারণ, গমনাগমন - সব কিছুরই নিয়ামক ঐ 'পঞ্চপ্রাণ'। আয়ু ফুরালে দেহস্থ পঞ্চভূতাদি পুনরায় মিশে যায় সমষ্টি 'পঞ্চমহাভূত' - এ। কথায় বলে, 'পঞ্চত্ব' প্রাপ্তি।

পঞ্চভৌতিক দেহের লয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সেই মরণশীল মানবই সার্থক জীবন যাপন করে আপন কীর্তিবলে লাভ করতে পারে অমর মহিমা। আদর্শ জীবন যাপনের জন্য অবশ্য পালনীয় ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ইত্যাদি পঞ্চধা বিভক্ত কৃত্যসমূহের সুপরিচিত নাম 'পঞ্চযজ্ঞ'। নৈমিষারণ্য-পুষ্করাদি 'পঞ্চতীর্থ', দেবপ্রয়াগ-রুদ্রপ্রয়াগাদি 'পঞ্চপ্রয়াগ', রুদ্রনাথ-তুঙ্গানাথাদি 'পঞ্চকেদার'

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

যেমন তীর্থপ্রাণজনের প্রিয়, তেমনি প্রিয় তথাকথিত নাস্তিক ভ্রমণপিয়াসীর। এদেশে আর্যদের প্রথম বাসস্থান বিতস্তা-বিপাশাদি 'পঞ্চনদ'-এর দেশটিই বর্তমানের পাঞ্জাব। স্বয়ং চাণক্যের মুখেও শুনি 'লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণির' অনুশাসন।

পাঁচটি নয়, মাত্র দুটি নদীর মধ্যস্থ ভূভাগ; অথচ নাম তার 'পঞ্চাল'। বিস্তৃতির জন্যই বোধকরি এই আখ্যা। ধাতুগত অর্থে 'পন্‌চ' বিস্তৃতিবোধক। পঞ্চাল-কন্যা দ্রৌপদীর অপর নাম 'পঞ্চালী'। প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী নারীর সংখ্যা জগতে কম নয়। কিন্তু অবশ্যই কুন্তী, দ্রৌপদী, অহল্যাদি 'পঞ্চকন্যা'। জগজ্জননী মা সারদাদেবীর লীলা সঙ্গিনীরূপে যাঁদের আবির্ভাব, তাঁদের মধ্যে গোলাপ-মা, যোগীন-মা, গোপালের মা, গৌরী মা ও লক্ষ্মীদিদি—এই 'পঞ্চসাধিকা' নিত্যপ্রণম্যা। পিতা পরমগুরু অবশ্যই। তবে সেইসঙ্গে পিতৃতুল্য জনও যে বিশেষ শ্রদ্ধা ভাজন—একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন শাস্ত্র। বলছেন জ্ঞানদাতা, ভয়ত্রাতা, অন্নদাতাদি 'পঞ্চপিতা'র কথা। দুর্যোধনের সংখ্যায় শতজন। অথচ সততা, বীরত্ব, সহিষ্ণুতা, নিরাসক্তি, কর্তব্যপরায়ণতা, হৃদয়বত্তা—এক কথায় সর্ববিধ শুভশক্তির প্রতীক যাঁরা, তাঁরা কিন্তু মোটে পাঁচজন—'পঞ্চপান্ডব'।

মানবেতর প্রাণিজগতেও আছি আমি। শশক-শজারু-গন্ডার প্রভৃতি পাঁচটি শ্রেণির শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধারণ নাম 'পঞ্চনখ'। মার্জার, কুক্কুর, শৃগাল, হস্তী, ব্যাঘ্রাদি প্রাণীও 'পঞ্চনখ' শ্রেণির অন্তর্গত। এরা প্রত্যেকেই 'পঞ্চনখর'-বিশিষ্ট। অর্থাৎ পাঁচটি করে আঙুল রয়েছে প্রতিটি পায়ে। রুই, ইলিশ, খলিশা, মাগুর মাছকে সাধারণ অন্য সব মাছথেকে একটু পৃথকভাবে দেখা হয়—'পঞ্চমৎস্যাঃ' আখ্যা তাদের। পাঁচটি শুভলক্ষণযুক্ত অশ্বের পুরাণ-প্রসিদ্ধ নাম 'পঞ্চভদ্র', 'পঞ্চকল্যাণ'।

বহুশাখাবিশিষ্ট গাছকে চলিত কথায় বলে 'পাঁচ ডেলে' গাছ, মার্জিত রূপ 'পঞ্চশাখ'। শাস্ত্রে বটে-অশোকাদি পঞ্চবৃক্ষের একত্র সন্নিবেশ প্রসিদ্ধ তপস্যার অনুকূল ক্ষেত্র 'পঞ্চবটী'- রূপে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য লীলাস্মৃতি-বিজড়িত দক্ষিণেশ্বরের 'পঞ্চবটী' আজ জগৎপ্রসিদ্ধ নাম। বেল, তুলসী, দূর্বাদি পাঁচটি দীর্ঘজীবী উদ্ভিদের বিশেষ অভিধা 'পঞ্চামরা'। অশ্বত্থ, নিম, বকুল, চাঁপা, নারকেল-এই পাঁচটি গাছ পরিচিত 'পঞ্চাম্র' নামে। ক্ষুদ্রাকার বৃক্ষজাত ধান, গম, যবাদি 'পঞ্চশস্য'-এর যেমন গুরুত্ব প্রধান খাদ্যশস্যরূপে, তেমনি সতত ব্যবহার বিবিধ মাঙ্গলিক কর্মে, দেবার্চনায়।

প্রাত্যহিক সন্ধ্যাহ্নিকের প্রারম্ভিক কৃত্য 'আচমন' সম্ভব নয় 'পঞ্চপাত্র' ছাড়া। শতোপচার, সহস্রোপচার দূরে থাক, ষোড়শোপচারে, এমনকী দশোপচারে পূজাও সর্বত্র সর্বজনের পক্ষে সুসাধ্য নয়। তাই বোধকরি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি 'পঞ্চোপচার'- এ নিবেদনের সহজ বিধি। 'পঞ্চাঙ্গ' শুদ্ধি, আবাহনাদি 'পঞ্চমুদ্রা' প্রদর্শন পূজার আবশ্যিক অঙ্গ। যে-দেবদেবীর উদ্দেশেই পূজার আয়োজন করা হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে পূজারম্ভে সূর্যাদি 'পঞ্চদেবতা'র অর্চনা অবশ্যকৃত্য। শিব-সূর্যাদি

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পঞ্চদেবতার উপাসনাই যাঁদের জীবনব্রত, তাঁরা আখ্যাত 'পঞ্চোপাসক' আখ্যায়। 'পঞ্চপল্লব', 'পঞ্চপুষ্প', 'পঞ্চগুঁড়ি', 'পঞ্চরচনা', 'পঞ্চগব্য', 'পঞ্চরত্ন', 'পঞ্চামৃত', 'পঞ্চপ্রদীপ'-পূজোপচারে সতত সাদর আহ্বান আমার। দেবতার আরাত্রিক 'পঞ্চক্রম'-এ নিবেদিত হয় দীপ, কর্পূর, উদক, বসন ও চামর। পূজার সমাপ্তি, পূজার সার্থকতা, পূজার পরিপূর্ণতা প্রণামে। সেখানেও বিধান 'পঞ্চাঙ্গ' প্রণামের। অষ্টাঙ্গ প্রণামই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সর্বদা সর্বস্থানে তা করা সম্ভবপর নয়, তাই বিকল্প সহজ বিধি 'পঞ্চাঙ্গ' প্রণামের।

জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী বাগ্‌দেবীর অর্চনার জন্য নির্ধারিত মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিটি সুপরিচিত 'শ্রীপঞ্চমী' নামে। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠান 'হেরা পঞ্চমী'। 'নাগপঞ্চমী' বা শ্রাবণের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে আরাধিতা হন দেবী মনসা। সব উৎসবের সেরা উৎসব দুর্গাপূজায় দশপ্রহরণধারিণী জননী দুর্গার সঙ্গে আরাধনা করা হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, ষড়ানন ও গণপতির। একই চালচিত্রের নীচে 'পঞ্চপ্রতিমার' সন্নিবেশ—এক্ষেত্রেও স্মরণ সেই পাঁচের।

উপনিষদের অন্নময়-আনন্দময়াদি 'পঞ্চকোষ', প্রাণাদি 'পঞ্চপ্রাণোপাসনা', বেদ-পুরাণে উল্লিখিত গার্হপত্য- আহবনীয়াদি 'পঞ্চাগ্নি', তন্ত্রোক্ত জপ-হোম-তর্পণাদি 'পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ', সাংখ্যদর্শনের ক্ষিত্যাদি (ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-বায়ু) 'পঞ্চমহাভূত', বৈষ্ণবশাস্ত্রের গুরুতত্ত্ব ধ্যানতত্ত্বাদি 'পঞ্চতত্ত্ব'-প্রভৃতি গূঢ় প্রসঙ্গ আলোচনায় বারংবার স্মরণ পঞ্চর। বেদান্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারগ্রন্থের নাম 'পঞ্চদশী'। নব্যন্যায়ের একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'পঞ্চলক্ষণী'। 'পঞ্চানন' মহেশ্বরের শ্রীমুখ নিঃসৃত তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ নাম 'পঞ্চাম্নায়'। 'নারদ পঞ্চরাত্র', 'কাপিল পঞ্চরাত্র', 'বাশিষ্ঠ পঞ্চরাত্র' ইত্যাদি সাতখানি সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানোপ্রদেশ বিষয়ক পুস্তকের শিরোনামে সাদর সম্মান আমার। পুরাণের সংজ্ঞাতে প্রাধান্য সেই পঞ্চের। সর্গ-প্রতিসর্গাদি 'পঞ্চলক্ষণাত্মক' কাব্যকেই 'পুরাণ' আখ্যা দেওয়া হয়। ইতিহাস-পুরাণাদির অপর সাধারণ নাম 'পঞ্চন বেদ'। এই অর্থে মহাভারতকে 'পঞ্চম বেদ' বলা হয় শ্রীমদ্ভাগবতকেও 'পঞ্চম বেদ' বলেন ভক্তজন। শ্রী শ্রীচন্ডীরও কৃপাধন্য আমি। রাজস-তামস শক্তির প্রতীক দুরাধর্ষ মধুকৈটভের সঙ্গে সত্ত্বগুণময় জগৎপালনী জগদ্ব্যাপক মহাশক্তি বিষ্ণুর মহারণ প্রসঙ্গে ঋষিবাক্য—"সমুত্থায় ততস্তাভাং যুযুধে ভগবান্ হরিঃ। পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুপ্রহরণো বিভুঃ।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১। ৯৩)

বলা হয়েছে, যুদ্ধ হয়েছিল পাঁচহাজার বছর ধরে। 'পঞ্চ' শব্দটি এখানে বহুত্ববোধক। রূপরসাদি বিষয়-পঞ্চক বোঝাতেও এস্থলে পঞ্চবর্ষ শব্দের প্রয়োগ—এমনতরো অনুভব আবার কোন কোন সাধকের। যোগশাস্ত্রের অবিদ্যা-অস্মিতাদি 'পঞ্চক্লেশ' - এ মূঢ়-বিক্ষিপ্ত-একাগ্রাদি 'পঞ্চমনোবৃত্তি'তে, যোগ্যজ্ঞা 'যম' অর্থাৎ সংযমের সত্য-অস্তেয়-ব্রচর্যাদি 'পঞ্চলক্ষণ'- এ, বৈষ্ণবের দাস্য-মধুরাদি 'পঞ্চবিধ ভাব'-এর সাধনপন্থায়, তন্ত্রের মুদ্রা-মৎস্যাদি 'পঞ্চ ম কার'-এ, বৌদ্ধের পঞ্চমহাশীল' -এ, জৈনের 'পঞ্চমহাব্রত' - এ শিখের কেশ-কৃপাণাদি 'পঞ্চ ক কার' -এ, মুসলিমের 'পাঁচ-ওয়াক্ত' নমাজে-সর্বত্রই অবস্থিতি আমার।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের প্রধান উৎসব খ্রিষ্টজন্মোৎসব । সেটিও অনুষ্ঠিত হয় ২৫ ডিসেম্বর অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের 'পঞ্চবিংশতিতম' দিবসে ।

মানুষের নিত্যদিনের জীবনযাত্রা চলে কি আমায় বাদ দিয়ে ? পঞ্চগ্রাম আহারে রয়েছি আমি । আছি সযত্নে প্রস্তুত 'পঞ্চব্যঞ্জন'-এ । অতি সাধারণ 'পাঁচমিশেলি' তরকারিতেও আছি আমি । সুলভ অথচ অতি প্রয়োজনীয় রন্ধন উপকরণ 'পাঁচফোড়ন'-এও সেই পাঁচ ! স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ সমাদর করেছেন এই পাঁচফোড়নের, ভাবলেই বুকটা আমার দশ হাত বেড়ে ওঠে । অবশ্য কেবল স্বাদেই নয়, বিস্বাদেও নাম আমার । স্বাস্থ্যরক্ষার্থ সেবনীয় কটু স্বাদ 'পঞ্চতিক্ত'-এও সেই আমি । পোশাকি নামটি সকলের বিশেষ পরিচিত হয়তো নয়, তবে আটপৌরে 'পাঁচন'-এ আশাকরি চিনবে সবাই ।

অশনেও আছি, আছি ভূষণেও । কখনো কণ্ঠভূষণ 'পাঁচলহরি' হার, কখনো চরণের অলঙ্কার 'গুজরীপঞ্চম', কখনো কর্ণভূষণ 'পাঁচফুল' ইত্যাদি নানা রূপে নানা নামে রমণীর অঙ্গসজ্জায় প্রয়োজন আমাকেই ।

মানুষের জন্ম থেকে দেহান্ত — সব পর্যায়ে পাবে আমায় । মানবশিশু যখন জননীর জঠরে, মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের বয়স যখন সবেমাত্র 'পাঁচমাস', সেইসময় একটি শুভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গর্ভবতী নারী গ্রহণ করেন 'পঞ্চামৃত' । অমৃতপুত্রের মর্ত্যে আবাহনের প্রথম মাঙ্গলিকী । শিশুর জন্মের 'পঞ্চম' দিনে তার কল্যাণকামনায় অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ একটি অনুষ্ঠান--'পাঁচোটে' । জন্মের পর 'পাঁচটি চান্দ্রমাস' অতীত হলে শুভক্ষণে অন্নপ্রাশন উৎসব--মানবের প্রথম অন্নগ্রহণ । 'পঞ্চবর্ষ' বয়ঃক্রমই বিদ্যারম্ভের শাস্ত্রনির্দিষ্ট কাল। 'পঞ্চদশ' বৎসর অতিক্রান্ত না হলে বালক সাবালক হয় না । পারলৌকিক শ্রাদ্ধাদি কর্মের একটি বিশেষ অঙ্গ ঃ 'পঞ্চপাত্রশ্রাদ্ধ' । প্রতিবর্ষে পালিত শুভ জন্মোৎসবে হোক অথবা যৌবনে বিবাহাদি উৎসব কিংবা দেহান্তে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য-সর্ববিধ মিলন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় 'পাঁচজন'কে অর্থাৎ বহুজনকে নিয়ে । সংস্কৃত 'পঞ্চজন' শব্দটির আভিধানিক একটি অর্থ--নিষাদ । চতুবর্ণের বাইরে যাঁরা, তাঁরাই বোধকরি অতীতে অভিহিত হতেন 'পঞ্চনন' অভিধায় এই বিশেষ অর্থে।

প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষই পারে আপন মনের ভাবকে ভাষার মাধুরী মাখিয়ে প্রকাশ করতে । বর্ণ বা অক্ষর হল সে-ভাষার ভিত্তি । ভাষা-জননী সংস্কৃতে বর্ণসংখ্যা 'পঞ্চাশৎ'। বাংলা বর্ণমালাতেও 'পঞ্চাশটি বর্ণ' । ব্যাকরণের ক-চ-ট-ত-প প্রভৃতি 'পঞ্চবর্গ', 'পঞ্চমী বিভক্তি', 'পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস', অলঙ্কার শাস্ত্রের 'পঞ্চচামরছন্দ', গীতিকাব্য 'পঞ্চালিকা' বা পাঁচালি, কথাসাহিত্য 'পঞ্চতন্ত্র', বরাহমিহিরের 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', জ্যামিতির 'পঞ্চকোণ', 'পঞ্চভুজ', রসায়ন বিজ্ঞানের 'পঞ্চযোজী' মৌল ফসফরাস, ভূগোলের 'পঞ্চনদ', 'পঞ্চনদী', 'পঞ্চমহাসাগর','পঞ্চমহাদেশ'--সর্বত্র উপস্থিতি আমার । ইতিহাসে ? দানশীল সম্রাট হর্ষবর্ধনের সর্বদান মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতো প্রতি 'পাঁচবছর' অন্তর । সুশাসক শেরশাহ

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

রাজত্ব করেন মাত্র 'পাঁচবছর'। রাজা, রাজড়া, নবাব, বাদশাহদের কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার হতো পাঞ্জার, যা নাকি আসলে পঞ্চাঙ্গুলীসহ সম্পূর্ণ করতলের ছাপ অর্থাৎ পাঞ্জার অন্তরালে প্রাচ্ছন্ন সেই পাঁচ ! উষ্ণীষ, ছত্র, খড়্গ, চামর, পাদুকা অতীতে বিশেষ মর্যাদা পেত 'পঞ্চরাজচিহ্ন'-রূপে।

কেবলমাত্র অতীত কথায় নয়, বর্তমানের অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতির অঙ্গনে স্বচ্ছন্দ বিচরণ আমার 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা', 'পঞ্চশীল নীতি' ইত্যাদি নানা নাম-রূপে। 'পঞ্চায়েত রাজ' আধুনিক ভারতের শাসন ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি শব্দ। পাঁচজন অর্থাৎ বহুজনের যৌথভাবে আলোচনান্তে গৃহীত অভিমতই যথার্থ সিদ্ধান্ত— এমন ভাবনা থেকেই সৃষ্টি 'পঞ্চায়েত'-এর। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এই পঞ্চায়েতের উল্লেখ 'পঞ্চক' নামে।

ক্রীড়াজগতেও স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ আমার। দাবার 'পঞ্চরং', তাস-লুডো-ডাংগুলি 'পঞ্জা', ব্রতচারীর 'পঞ্চব্রত', মুষ্টিযুদ্ধের 'পাঞ্জাকষা', 'পাঞ্জালড়া', ছোট্ট শিশুর খেলনাপুতুল 'পঞ্চালিকা'—সর্বত্রই মিলবে আমার দেখা। এমনকী অতি আধুনিক যুগের One day cricket —সেও তো 'পঞ্চাশ' ওভারের খেলা।

সঙ্গীতে আমার গুরুত্ব কী আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে ? সপ্তসুরের মধ্যে প্রধান স্থান বোধকরি 'পঞ্চম' সুরের। পঞ্চম সুর 'পা'কে বাদ দিলে সঙ্গীতে হারাবে তার প্রাণ। 'পঞ্চমে' গায় বলেই না কোকিল অখিলপ্রিয়।

বাদ্যেও বাদ নই আমি। শঙ্খ শ্রেষ্ঠ বাদ্য। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীকরস্থিত শঙ্খটির নামেও আমারই স্মরণ— 'পাঞ্চজন্য'। তাল-মানাদি ছাড়া গান-বাজনার কথা কল্পনাও করা যায় না। তাল-বাদ্যের অন্যতম তালটি পরিচিত 'পাঁচতাল' অভিধায়। পঞ্চাঙ্ক নাটকে আবার সেই 'পঞ্চ'-এর স্মরণ। 'জ্ঞা-স-শ্র-ঐ-আ' অর্থাৎ জ্ঞান-সত্য-শ্রম-ঐক্য-আনন্দ এই পঞ্চাব্রতে — ব্রতচারী নৃত্যর মূল ভাবটির প্রকাশ-প্রয়াসেও প্রাধান্য পাঁচেরই।

সুপ্রাচীন চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ুর্বেদে বারংবার উচ্চারিত আমার নাম। বমন-বিরেচনাদি প্রাথমিক পাঁচটি স্বাস্থ্য সুরক্ষাবিধি আয়ুর্বেদে পরিচিত 'পঞ্চকর্ম' নামে। মূল, ছাল, পাতা, ফুল,ফল-নিমগাছের পাঁচটি অঙ্গই ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আয়ুর্বেদে এর উল্লেখ 'পঞ্চনিম্ব' নামে। আঙুর,খেজুর ইত্যাদি পাঁচটি ফলের রসের সঙ্গে গোলমরিচ, এলাচ, কর্পূরাদি মিশ্রিত সুস্বাদু পুষ্টিদ পানীয়ের বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত পরিচিত 'পঞ্চপাদক' বা 'পঞ্চসার' নামে। হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারার্থে অড়হর, কুলথ, মুগাদি 'পঞ্চবিধ' দানাশস্য সহযোগে প্রস্তুত বিশেষ পুষ্টিবর্ধক সহজপাচ্য 'পঞ্চজুস' সেবনের আয়ুর্বেদোক্ত বিধান একালেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। যেকোন প্রকার বিষমজ্বরের প্রতিষেধক হিসাবে বিশেষভাবে প্রস্তুত পঞ্চগব্যঘৃতের ব্যবহার অব্যর্থ ফলদায়ক —অভিজ্ঞ বৈদ্যজনের অভিমত। 'পঞ্চকষায়', 'পঞ্চতিক্ত', 'পঞ্চমূল' ইত্যাদি ভেষজ নাম প্রায় সকলেরই জানা। অম্লকষায়াদি পঞ্চরসসংযুক্ত অতি উপকারী ফল আমলকীর অপর

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

অভিধা—'পঞ্চরসা'।

বর্তমানের চিকিৎসাবিজ্ঞানেও ব্রাত্য নই আমি । ছোট্ট একটি উদাহরণ--মানবজীবনে অশেষ প্রভাব যে-গ্রন্থিটির (পিটুইট্যারি গ্রন্থি) তার ওজন নাকি মাত্র ০.৫ গ্রাম । এখানেও উল্লেখ সেই পাঁচের ।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও সমান সমাদর আমার । পঞ্জিকাকে বাদ দিয়ে জ্যোতিষবিদ্যার চর্চা অকল্পনীয় । তিথি-নক্ষত্র-মাস-ব্যয়-কালাদি 'পঞ্চ অঙ্গযুক্ত' বলেই তো নামটি তার পঞ্জিকা । অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং সংক্রান্তি—এই পাঁচটির একটি বিশেষ সাধারণ নাম-- 'পঞ্চপর্ব'। প্রতিপদ থেকে চতুর্দশী--চোদ্দটি তিথির পর আগমন, তাই অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা উভয়েরই শাস্ত্রসম্মত নাম--'পঞ্চদশী'। 'পঞ্চস্বরোদয়' জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক ।

রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শাদি 'পঞ্চগুণ', পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রূপ 'পঞ্চতন্মাত্র', শ্বেত-পীত-কৃষ্ণ-রক্ত-নীলাদি 'পঞ্চবর্ণ', গোমতী-গোদবরী-গঙ্গাদি 'পঞ্চগঙ্গা', প্রয়াগ-পুষ্কর-নৈমিষারণ্যাদি 'পঞ্চতীর্থ', পঞ্চ অপ্সরার তপস্যাস্থল অগস্ত্যাদি ঋষির নামাঙ্কিত দাক্ষিণাত্যের 'পঞ্চপ্সর', 'পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ' 'পঞ্চমুখী জবা', ইত্যাদি নানাভাবে রয়েছে পঞ্চের ব্যবহার । রজত-কাঞ্চন-তাম্রাদি ধাতুর অপর নাম 'পঞ্চলৌহক' । সুপ্রাচীন পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী-বৃন্দাবনাদি তীর্থ পরিক্রমার বিশেষ পরিচিতি 'পঞ্চক্রোশী' পরিক্রমা নামে। অন্ধ্র চোল-কেরলাদি পাঁচটি অঞ্চলের সম্মিলিত নাম 'পঞ্চদ্রাবিড়' । কনৌজাগত ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি 'পঞ্চজন'ই নাকি অভিজাত বঙ্গবাসীদের আদি পুরুষ। আবার কনৌজ-মিথিলাদি পাঁচটি প্রসিদ্ধ স্থান আখ্যাত হয় 'পঞ্চগৌড়' অভিধায় । 'পঞ্চশিখর'-বিশিষ্ট মন্দির 'পঞ্চরত্ন' মন্দির আখ্যায় ভূষিত হয়। পুরাতাত্ত্বিকেরা বলেন, বৌদ্ধ প্রাধান্যের যুগে শ্রীবুদ্ধের পুণ্য স্মরণে নাকি 'পঞ্চস্তূপ' নির্মাণের বিশেষ প্রবণতা ছিল । ধরা-ছোঁওয়ার রাজ্যের বাইরে যার অবস্থান, কেবলমাত্র আপন অনুভববেদ্য যে-আনন্দ-তাকেও শাস্ত্রে ভোগানন্দ-মোক্ষানন্দাদি পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে । এর সাধারণ নাম 'পঞ্চানন্দ', আবার রঙ্গ-কৌতুকাদির একটি বহুল প্রচলিত নাম ঐ একই- 'পঞ্চানন্দ'।

ষড়্‌রিপুর মধ্যে প্রথম রিপু কাম । বিশ্বব্রহ্মান্ডকে স্ববশে রাখতে কামদেব মদনের কিন্তু শতসহস্র শাণিত শরের প্রয়োজন হয় না। অনায়াসে উন্মাদন-সম্মোহনাদি 'পঞ্চবাণ'ই যথেষ্ট । পুষ্পধন্বার সে-বাণ আবার ধাতু-কাষ্ঠ-প্রস্তরাদি পদার্থে গঠিত নয়, অশোক-বকুলাদি পঞ্চপুষ্পে গঠিত । মদন-দহন মহেশ্বরের নাম উচ্চারণেরও স্মরণ এই অতিসামান্য পঞ্চের । 'পঞ্চানন', 'পঞ্চমুখ', 'পঞ্চবক্ত্র '--ভক্তমুখে কত নাম দেবাদিদেবের !

তপস্বীর তপেতেও পাবে আমায় । চতুর্দিকে প্রজ্বলিত আল । উর্ধ্ব দীপ্রতেজ ভাস্কর । দুঃসহ এই 'পঞ্চবিধ' তাপের মধ্যে স্থিরাসনে একাগ্রচিত্তে ইষ্টস্মরণ-রূপ বিশেষ একটি ব্রত পালন করেন সাধক । নাম--'পঞ্চতপা'। পুরাণ-কাব্যাদিতে এর উল্লেখ রয়েছে । কাশীরাম দাসের মহাভারতে গীত হয়েছে

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

পার্বতীর 'পঞ্চতপা' ব্রতানুষ্ঠানের কথা। আর এযুগে ? বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে জগজ্জননী শ্রীমা স্বয়ং পঞ্চতপার অনুষ্ঠান করেছিলেন। একথা কাব্যকল্পনা নয়, ঐতিহাসিক সত্য। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস—সেও তো 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা'। এ অমৃত উক্তি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের। এ কি আমার অশেষ সৌভাগ্য নয় ?

'পঞ্চমুখে' নিজেই পাঁচের 'পাঁচকাহন' গাইছি বটে, তবে সবই যে আমার ভাল তা অবশ্যই নয়। কারো মুখখানি গম্ভীর হলেই অমনি লোকে বলে, একেবারে যেন 'বাংলার পাঁচ'। আবার যারা বিন্দুমাত্র বিচার-বিবেচনা না করে কেবলমাত্র পাঁচজনের পাঁচকথা শুনে চলে সর্বদা, আখেরে তাদের ক্ষতিই হয়। এজগৎ ভালয়-মন্দয় মিশানো। পাঁচেরও আছে। তবে ভালর পাল্লাই ভারী—এটা বোধহয় স্বীকার করবে সবাই। ঐটুকুই গর্ব আমার।

(উদ্বোধন পত্রিকার সৌজন্যে)

জেনে রাখো

পাঁচ সংখ্যাটি কোন মানুষের কাছে অবিদিত নয়। তবু জীবনের বহুলাংশে পাঁচের অনুষঙ্গ যে কীভাবে ফিরে আসে সে সম্পর্কে আমরা কতটুকু সচেতন ? কলকাতার বেলগাছিয়া রোডে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সংঘের সহ-সম্পাদিকা বর্তমান লেখিকা 'পাঁচের পাঁচকথা' শীর্ষক রম্যরচনারমাধ্যমে সেই বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

কি বনাম কী

পবিত্র সরকার

১

'কি' আর 'কী'র লড়াই আবার কিছুটা জমে উঠেছিল । এ লড়াই শুরু হয়েছে অনেক দিন হল, কিন্তু এখনও কে কোন পক্ষে যোগ দেবেন—এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত লোকের সংখ্যাই বেশী । একদল 'কি'-কে নিয়ে দিব্যি খুশি আছেন, ভাবেন, তেমন কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি সব জায়গায় কি লিখলে ! হ্যাঁ, তুমি কি পড়ছ প্রশ্নটার দু রকম অর্থ হতেই পারে—একথা হল শ্রোতা পড়ছে কি না সেই বিষয়ে প্রশ্ন—যার উত্তরে সে বলবে হয় 'হ্যাঁ পড়ছি' বা 'না পড়ছি না' কিংবা আরও তীব্রভাবে— 'পাগল ! শুধু শুধু পড়তে যাব কেন— আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ?' যার নরম সরম মানে হল— 'না পড়ছি না' । আর একটা উত্তর 'আমি দেরিদার গ্রামাটোলজি পড়ছি ।' প্রয়োগের দিক থেকে দুই 'কি'-র অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। এ রকম আরও কিছু 'কি' আছে ।

ফলে এ দুটোর বানান আলাদা রাখলে সুবিধে হতে পারে এক সময় এমন ভাবা হয়েছিল । যিনি ভেবেছিলেন তাঁর কথায় আমরা একটু পরেই আসছি । কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা হল, তাঁর সে ভাবনা আস্তে আস্তে সচেতন বাঙালি লেখক ও প্রকাশকদের দ্বারা গৃহীত হয়েছে । দু রকমের 'কি' (কী) দেখতে শুধু অভ্যস্ত হচ্ছে বাঙালি পাঠক তাই নয়, তার সংগতিও খুঁজে পাচ্ছে ।

২

ঝামেলাটা প্রথমে খুব সম্ভবত করেছেন রবীন্দ্রনাথ । তিনিই আমাদের প্রথম বুঝিয়েছিলেন যে, 'কী' আর 'কি'—এ দুটো 'ক' শব্দ তফাত করা দরকার । 'ক' শব্দ মানে 'কী' ? মানে হল 'ক' ওয়ালা কিছু শব্দ যা দিয়ে বাংলায় নানান প্রশ্ন করা হয় । যেমন 'কখন' 'কবে' 'কোথায়' 'কে' 'কেন' ইত্যাদি । তারই অন্তর্গত 'কী' আর 'কি' ? হিন্দি, গুজরাটি, মারাঠি ইত্যাদি উত্তর ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোতে, এমনকি ওড়িয়া-অসমিতেও এই ক-শব্দ ব্যবহৃত হয় প্রশ্ন করতে । সেখানে কোথাও বা বাংলাতেও রবীন্দ্রনাথের আগে কেউ এ ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাননি । তাঁরই হঠাৎ কী খেয়াল হল, চমৎকার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝলেন তিনি যে, দুটো 'কি'-র চরিত্র আলাদা, কাজেই একরকম বানানে লেখা ঠিক নয় । সবাই 'কি' লিখে দুটোই বোঝাচ্ছে এতকাল, কিন্তু এবারে এর একটা বিহিত হওয়া দরকার । তিনি নিজে বানান দুটোকে তফাত

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

করতে শুরু করলেন। সম্ভবত ১৯২০-র বছরগুলো বা তারও আগে থেকে, কারণ ১৯২৯-এ মারা গেছেন অমৃতলাল বসু, তিনি নাকি লিখেছিলেন "আমরা 'কী' লিখিলে লোকে 'ছি 'ছি করিবে।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের দুর্ধর্ষ প্রতিবাদী ও নিরতিশয় ক্রুদ্ধ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে এ বিষয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের পত্রবিতর্ক চলছে তখন সেই শ্রাবণ ১৩৪৪ এ প্রথম একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে একটি কৈফিয়ত তৈরি করলেন। বললেন, "অব্যয় শব্দ 'কি' এবং সর্বনাম শব্দ 'কী' এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থানেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে।" এও বললেন যে, প্রসঙ্গ বা Context থেকেও তা বোঝা যায় না। যেমন 'তুমি কি জান সে আমার কত প্রিয়'-এর দুটি সম্ভাব্য অর্থ 'কি' আর 'কী' না লিখলে স্পষ্ট হয় না। তারও প্রায় ছ-বছর আগে জীবনময় রায়কে লেখা একটি চিঠিতেও (নভেম্বর ১৯৩১) 'তুমি কি রাঁধছ' বাক্যটির দুটি অর্থ দুটি বানানে 'কি-কি' লেখার সুবিধে দেখিয়েছেন। পরে তাঁর বাংলা ভাষা পরিচয় বইয়েও লিখলেন (১৯৩৮)। এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি প্রতিবেশ দেখানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, পরেও কারও পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু এই তফাত বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র, পত্রপত্রিকা প্রকাশনা এবং লেখক নিজেদের লেখার অভ্যাসে গ্রহণ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৩৭-এর চূড়ান্ত সুপারিশে এর উল্লেখ না থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান সমতাবিধানের বিধিতে এটি প্রথমাবধি গৃহীত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অনেক মানুষেরই ধন্দ আছে কোন্‌টা কোথায় হবে তাই নিয়ে।

এর মধ্যে একটি চমকপ্রদ খবর তৈরি (এবং বাতিল) হয়েছে। পুরুলিয়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শ্রী হারু মাহাতো মধ্য শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চশিক্ষা সংসদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, পরদিন মহামান্য বিচারপতিদের ভৎর্সনায় তা প্রত্যাহারও করে নেন। মামলায় অভিযোগ এই যে, পর্ষদ ও সংসদ তাদের ছাপা ও অনুমোদিত বাংলা বইয়ে 'কি' আর 'কী'র কোনো মানমর্যাদা রাখেনি— প্রায় সব জায়গায় উলটো পালটা ছাপিয়েছে। আমরা ধরে নিচ্ছি শ্রী মাহাতো নিজে এ বিষয়ে একেবারে নিখুঁত ও স্বচ্ছ ধারণা পোষণ করেন। খবরের কাগজে দেখলাম যে, তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের 'কি' প্রয়োগকে এক পর্যায়ে ফেলেছেন— তাতে আমরা অবশ্য একটু ঘাবড়ে রয়েছি।

যাই হোক, সাধারণ পাঠকদের জন্য আর একবার 'কি' ও 'কি'র বিষয়টি পরিষ্কার করার চেষ্টা করা যাক। আমাদের মতে 'অব্যয়' ও 'সর্বনাম' বললে বিশেষজ্ঞরা যত বুঝবেন সাধারণ পাঠক তত সহজে ধরতে পারবেন না। তাই আমরা একটু অন্যভাবে বোঝাতে চাই।

'কি' হবে এসব জায়গায় ঃ

(১) যে প্রশ্নের উত্তরে হয় 'হ্যাঁ' বা 'না' হবে—তার জন্য শুধু 'কি'। 'তুমি' সন্দেশ ভালোবাস কি' উত্তর—হ্যাঁ বা না 'মমতা বিধানসভার নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন 'কি? উত্তর 'হ্যাঁ বা 'না'। 'আপনি বৈজ্ঞানিক

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

রিগিং ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন কি ?' উত্তর অনুরূপ। 'কী' হবে অন্যরকম প্রশ্নে—সেটা নীচে দেখুন।

(২) এমনকি-তেও 'কি' হবে, তার কারণ এও 'হ্যাঁ না' প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। 'তুমিও কি গান গেয়েছিলে ?' হ্যাঁ এই হেঁড়ে গলায় এমনকি আমিও গান গেয়েছি। 'এমনকি' তে 'হ্যাঁ-না' ই সংশয়াচ্ছন্ন--কিন্তু সংশয়ের নিরসন ওই 'হ্যাঁ বা 'না' তেই। 'মিষ্টি ভালোবাসেন বুঝলাম, কিন্তু নকুলদানা খাবেন কি?' 'এমনকি নকুলদানাও খাব।' অর্থাৎ নকুলদানা সম্বন্ধে 'হ্যাঁ' বলা হল। আবার 'না' ও হতে পারে। 'এমনকি দশ লাখ দিলেও আমি মামলা তুলব না।' কিন্তু 'এমন কী' কোথায় হবে পরে দেখুন। অন্য অর্থে সেটা হবে।

৩

কিনা, কি না ঃ একটাতে 'কি' আর 'না' একসঙ্গে আর একটাতে ফাঁক দিয়ে। এ দুটোও 'হ্যাঁ না' প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত। ফাঁক ছাড়া 'কিনা'—যেমন 'জিজ্ঞেস কর তো ও কালো কফি খাবে কিনা।'—এখানে 'কিনা' মানে 'কি'। প্রত্যক্ষ প্রশ্নে 'না' বাদ দিলেও চলে। আর একটা 'কিনা'আছে যার মানে 'যেহেতু'—'তুই ওর বন্ধু কিনা, তাই ওর সাফাই গাইতে এসেছিস।' এখানে একজন আর একজনের বন্ধু কি ?—এ প্রশ্নের 'হ্যাঁ' উত্তর ধরেই এগিয়েছে বক্তা। 'ও একটা চ্যাংড়া দৈনিকে ঢুকেছে কিনা, তাই ওকে গপ্পো বানাতেই হয়।' ফাঁক ছাড়া 'কি না' ও 'হ্যাঁ না' প্রশ্নেরই 'সহচর। 'তুমি ঠিক করে বলো, আমার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করবে কি না।' অর্থাৎ 'করবে কি ? না করবে না ?' ফাঁক না রাখলেও চলে। অনেকে রাখেনও না।

৪

'কিনা'র উলটো 'নাকি' তেও 'কি'—কারণ একটু সংশয় জুড়লেও তা হ্যাঁ না প্রশ্নেরই অঙ্গ। 'তুমি যাবে না কি ?'

'এক কাপ চা হবে নাকি ?'

'কি' কোথায় কোথায় হবে

(১) হ্যাঁ না প্রশ্নই শুধু নয়, আর এক ধরণের প্রশ্নও আছে বাংলায় যার উত্তরে হ্যাঁ বা না হবে না। তার বদলে কোনো একটা তথ্য বা খবর দিতে হবে। যেমন 'তুমি কী খেয়েছ আজ সকালে ?' এর উত্তরে বলতে হবে 'টোস্ট ওমলেট চা' 'শুকনো লঙ্কা পোড়া আর পানতো ভাত' ইত্যাদি। হ্যাঁ বা না বললে চলবে না। এমন প্রশ্নকে বলে Information question, substantive question, interrogative question বা ইংরেজি Which, why, when, what ব্যবহার করা হয় বলে সোজাসুজি WH=question।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

আমরা বলি 'ক প্রশ্ন'। এই ক-প্রশ্নের 'কী' দীর্ঘ ঈ কার দেওয়া। 'খোকা, বউমা কী কী খেতে ভালোবাসে আমায় বলবি' লক্ষ্য করুন এই 'কী' দুবার তিনবার পুনরাবৃত্ত হতে পারে, হ্যাঁ-না প্রশ্নের 'কি' পারে না। গ্রেগ চ্যাপেল সৌরভকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন কি কি ?'—এ রকম 'হ্যাঁ না' প্রশ্ন বাংলায় হবে না। 'কী' দিয়ে আরও প্রশ্ন হল 'ও ভেবেছে কী ? আমি মরে গেছি ?' অর্থাৎ 'আমি মরে গেছি' এই সংবাদ বা ঘটনার সর্বনাম হিসেবে 'কী'—এসেছে। 'তুমি আমার কাছে ঠিক কী চাও বলো তো ?' এর উত্তর হ্যাঁ বা না হবে না, হবে হয়তো 'হাজার খানেক টাকা' বা 'আপনার নাকের লোম কাটার কাঁচিটা।' বাংলায় এই লোককৌতুক—'কী' নাকে ঘি ! নাক শুকোলে খাবি কী ?'—তে দুবারই 'কী' হবে। যেমন হবে 'ছাগলে কী না খায়, পাগলে কী না বলে'-তে (২) আরও 'কী' দেওয়া শব্দ বা পদবন্ধ ঃ সে কী ? কীভাবে, কী রকম, কীসে, কীসের, কী সূত্রে, কী জন্যে, ও কী কথা ! কী কাণ্ড। এখানে 'কী' অনেক সময় 'কেমন' 'কোন্' ইত্যাদি আরও ক-শব্দের রূপান্তর। এগুলো যে প্রশ্নে থাকে তা হ্যাঁ না প্রশ্ন নয়,ক-প্রশ্ন। 'কীসে' 'কীসের' আগে ক-এ হ্রস্ব ই-কার দিয়েই লেখা হত, কিন্তু ব্যাকরণের গোত্র বিচার করে এদের দীর্ঘ ঈ-কার সুপারিশ করা হয়েছে, তার কারণ কী-এর সঙ্গেই এদের অর্থের যোগ। ওপরের অনেক শব্দের দ্বিত্ব হতে পারে-- 'কীসে কীসে', কীরকম কীরকম' ক-শব্দের দ্বিত্ব স্বাভাবিক-কে কে ? কবে কবে? কিন্তু হ্যাঁ-না প্রশ্নের 'কি-র দ্বিত্ব হয় না।

৩

'এমনকি' বনাম 'এমনকী' প্রথম 'এমনকি' টার কথা আগে বলেছি। ফাঁকি দেওয়া 'এমন কী' আসলে 'কী এমন'এর রূপান্তর বলেছি। 'এমন কী ভালো খেলল শচীন ?' এমন কী অন্যায্য কথা বলেছি যে তুমি আমার মাথার ডান্ডা মারলে ?' এর উত্তরে ও 'হ্যাঁ-না' বলা যাবে না।

৪

আর একটা 'কী' অছে যা বিশেষণকে ঘনতা বা তীব্রতা দেয়, ইংরেজিতে যাকে বলে Intensifier। যেমন 'কী ভালো ! কী কুচ্ছিত।' 'কী বোরিং একটা বক্তৃতা শুনলাম আজ।' 'কী অভাগা মেয়েটা।' আমরা এমন শব্দকে বলি অতি বিশেষণ বা বিশেষণের বিশেষণ। তবে এর অর্থ নির্দিষ্ট নয়, অনির্দিষ্ট।

৫. আর একটা 'কী' আছে যার অর্থ 'এবং' কী দাদা, কী ভাই'—দুটোই সমান হারামজাদা।' কী আমেরিকা, কী রাশিয়া—এখন কোনো ব্যাটা নিজের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু বোঝে না।' এ কী যুগলের অর্থ 'এবং'।

৬. আরও একটা 'কী'র প্রয়োগ দেখুন, তার মানে খানিকটা 'কেমন করে'--'যাব কী—পুরো রাস্তায় হাঁটুজল।' 'খাব কী—দেখি তরকারিতে আরশোলা।' এইসব কী এ দীর্ঘ ঈ-কার হবে। শুধু হ্যাঁ না

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত 'কি' হবে হ্রস্ব ই-কার দেওয়া।

৪

রবীন্দ্রনাথের 'সর্বনাম আর 'অব্যয়' কথা দুটোর অনুশাসন মান্য করার কথা কেউ কেউ বলেলেন (দ্রঃ পলাশ বরণ পাল, দিশা, শারদ ১৪১০)। আমাদের মতে দুটোরই অসুবিধে আছে।

'অব্যয়' কথাটা নিয়ে আমাদের সমস্যার কথা আমরা অন্যত্র বলেছি (দ্রাঃ বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, ২০০৬)। সংস্কৃতে পদশ্রেণির নামের মাত্রা এক নয়। 'বিশেষ্য' মূলত অর্থসূচক নাম, 'ক্রিয়া'ও তাই। সর্বনাম আবার 'ভূমিকা অনুযায়ী নাম--সে বিশেষ্যের আড়ালে থাকা বিশেষ্যের বদলে বসে।

সংস্কৃত বৈয়াকরণরা হয়তো এটা লক্ষ করেননি। (কেউ আবার একথা ভ্রান্ত বলে দেখিয়ে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব) যে সর্বনাম কখনও 'বাক্য' কেও আড়াল করে-- যেমন আগের একটি বাক্য--'ও ভেবেছে কী ? আমি মরে গেছি ?' এখানে 'কী' একটি পুরো বাক্যের বিকল্প। এই রকম আর একটি বাক্য-'সে কী ! তুমি যাবে না ? সে-বাক্যে 'নাম' বা বিশেষ্য একটিও নেই --আছে একটি সর্বনাম ও একটি যৌগিক ক্রিয়া। ইংরেজিতে it এই রকম একটি বাক্যের সর্বনাম।

অপরপক্ষে বলতেই পারেন, তাতে কী হল বাক্যকে বিচ্যুত করলেও সর্বনাম সর্বনামই, 'নামের' সঙ্গে অর্থাৎ বিশেষ্যের সঙ্গে তার যোগ থাকুক বা না থাকুক।

এবার দেখুন এই বাক্যটি--

আমি দৌড়ে দৌড়ে যাব।

এর একটা প্রশ্নের (ক-প্রশ্নের) রূপ এই হতে পারে---

তুমি কীভাবে যাবে ?

'দৌড়ে দৌড়ে নিশ্চয়ই ক্রিয়া বিশেষণ--একথায় কারও আপত্তি হবার কথা নয়। কিন্তু 'কীভাবে' ? তাকে কি ক্রিয়া বলা যাবে না ? কেন যাবে না ? তাকে প্রশ্নবাচক সর্বনাম ও ক্রিয়া বিশেষণ দুইই বলতে হবে। তার 'ভূমিকা' ক্রিয়া বিশেষণের আমাদের মতে 'ভূমিকা'ই হওয়া উচিত শ্রেণিনির্ধারণের আসল মানদণ্ড। শব্দ শ্রেণিতে শব্দের ভূমিকার অদল বদল ঘটে। 'নদী' বিশেষ্য, কিন্তু 'নদীতীর' এ তা 'তীর' এর বিশেষণ হিসেবেই কাজ করে। এ ব্যাপারে ব্যাকরণের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাচ্ছে, অনড় ও অব্যাহত শব্দের শ্রেণি সম্ভব নয় তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। ইংরেজিতে do ক্রিয়াপদ--কিন্তু তা অনেক সময় অন্য 'ক্রিয়ার' বদলে বসে,ফলে তাকে pronoun এর আদলে Pro–Verb বলা হয়। যেমন Have you finished your home task ? এর বদলে। ফলে do একই সঙ্গে Verb ও Pro–Verb।

ব্যাকরণের শ্রেণি সংজ্ঞাগুলো নিয়ে তর্ক তোলার জন্য অবশ্যই অন্য অবকাশ আমরা খুঁজে নেব। 'অব্যয়' আমাদের মতো কোনো স্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট শ্রেণিই নয়। বাংলা ব্যাকরণে নানা বিচিত্র ভিন্নধর্মী

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

শব্দকে এক কার্পেটের নীচে ঠেলা হয়েছে—যে শব্দগুলোর চরিত্রগত কোনো মিলই নেই— ব্যাকরণগত ভূমিকাও আলাদা আলাদা। আমরা মনে করি 'কি' কে অব্যয় আর 'কী' কে সর্বনাম বললে তাদের বিচিত্র ভূমিকা আদৌ পরিষ্কার হয় না।

আমাদের মতে 'কি' 'কিনা' 'এমনকি সবই ক্রিয়াবিশেষণ, যেমন ক্রিয়াবিশেষণ 'না' (আমি যার না) 'কী' ও সর্বত্র সর্বনাম নয়— 'কী রাম কী শ্যাম' এর কী নয়, 'শুনব কী—এমন জোরে টিভি চলছিল'র 'কী' নয়। 'সর্বনাম' আর 'অব্যয়' দিয়ে দুই কি-কী-র ভূমিকার পুরো ব্যাখা হয় না।

৫. এবার তাহলে একটা ছকের সাহায্যে 'কি-কী'র অবস্থান ঠিক করা যাক—

কি-কী শরিকানা

'কি'-র এলাকা	**'কী'-র এলাকা**
– হ্যাঁ-না প্রশ্ন	**- ক-প্রশ্ন**
'তুমি কি খেয়েছ ?'	'কী খাচ্ছ ?' (চিনেবাদাম) 'কী দেখছ ?' (তোমাকে !)
– কিনা, কি না	**– 'কেমন করে' অর্থে কী**
১. হ্যাঁ-না প্রশ্ন 'তুমি যাবে কি না ?' 'জিজ্ঞেস্ কর্ ও খবরটা পেয়েছে কিনা।' ২. হেতুবাচক ঃ তুমি যাবে কিনা, তাই অল্প খেলে।	'যাব কী ! ট্রেনই ক্যান্সেল !'
– নাকি	– না, কী
১. হ্যাঁ-না বাচক প্রশ্ন 'টেবিল থেকে টাকাটা তুমি নিয়েছ নাকি ?' 'চালাকি পেয়েছ নাকি ?'	এই বানানে 'তুই ছাগল, না কী ?' (অন্য কিছু ?) এটাও ক-প্রশ্ন-ই। এরকম 'কী-না কী', তাই দেখতে সব ছুটল !
২. সংশয়ে, কিন্তু একই ধরনের প্রশ্ন 'ওর নাকি মা নেই ?'	**– বিশেষণের বিশেষণ** 'কী ভালো !' 'কী হারামজাদা' 'কী (দারুণ) চেহারা !'
এমনকি 'হ্যাঁ-না' প্রশ্নেই সম্প্রসারণ 'ও-ও কি খাবে ? হ্যাঁ, ও-ও খাবে ?'	**– 'এবং' অর্থে বিকল্প বিশেষণ** 'কী রাম কী শ্যাম'
	এমন কী 'কী এমন'-এর রূপান্তর 'বইটা এমন কী ভালো ?' এটাও ক-প্রশ্নের অন্তর্গত

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

একটি নমুনা মূল্যায়ন

পূর্ণ সংখ্যা - 80

যথা সম্ভব নিজের ভাষায় উত্তর লেখো ।
পাশের সংখ্যাগুলি পূর্ণ মানের দ্যোতক ।

সঠিক উত্তরটি লেখো –

1. ভূতের ভয়ে গোপাল খুড়ো কী করলেন ? 1 x 1 = 4

(ক) দৌড় লাগালেন (খ) জলে ঝাঁপ দিলেন
(গ) মালীদের ঘরে ঢুকে গেলেন (ঘ) কাঠের স্তুপের পাশে লুকোলেন

2. যুগলপ্রসাদ বনের মধ্যে কী করছিল ?

(ক) ভুঁই - কুমড়া তুলছিল (খ) বীজ পুঁতছিল
(গ) গাছ পুঁতছিল (ঘ) গেঁড় পুঁতছিল

3. 'ধূলামন্দির' কবিতাটিতে কবি সংগোপনে কাকে ডাকার কথা বলেছেন ?

(ক) দেবতা (খ) মানব
(গ) দানব (ঘ) বন্ধু

4. সীতাকুন্ড কোথায় ?

(ক) বৈদ্যনাথ ধামে (খ) মুঙ্গেরে
(গ) বিন্ধ্যবাসিনী পর্বতে (ঘ) এলাহাবাদে

সংক্ষেপে উত্তর দাও 1 x 5 = 5

5. কুশীর প্রাচীন নাম কি ?
6. খনিজ হিসাবে পৃথিবীর মাঠিতে আর্সেনিকের স্থান কত তম ?
7. 'জীবন সঙ্গীত' কবিতায় কবি জীব বলে কাকে উল্লেখ করেছেন ?
8. 'শুচি' শব্দটির অর্থ কী ?
9. নবীন যুবক কাশীনাথের গান কার হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারেনি ?

সংক্ষেপে উত্তর দাও 2 x 8 = 16

10. ফৌজি এবং বীরবল কোন - ভাষায় কবিতা লিখে খ্যাতিলাভ করেছিলেন ?
11. স্যু আর জন্‌সির আলাপ কোথায় হয় ? তাদের রুচির মিল কোথায় ?

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

12. 'অবতার' গল্পে বড় দলটিকে 'ডাক্তারবাবুর চলমান চেম্বার কেন বলা হয়েছে ?
13. দেবীকে পাটনী নৌকায় ভাল করে বসবে বলেছিলেন কেন ?
14. বাসে দাঁড়িয়ে থাকা বৃদ্ধের সঙ্গে আমরা কেমন ব্যবহার করি ?
15. 'গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি, গাছ কথা বলে'— এ কথাটি কবি কেন বলেছেন ?
16. 'সামান্য ক্ষতি' কবিতায় মালতী কেন প্রজাদের কুটিরে আগুন লাগাতে চাইল না ?

বিস্তারিতভাবে উত্তর দাও 5 x 5 = 25

17. চন্দ্রগুপ্ত চরিত্রের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এই নাটকের অংশটিতে প্রকাশ পেয়েছে, তা লেখো।
18. ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ঘটনাটি নিজের মতো করে লেখো ।
19. বাংলাভাষা উচ্চারণে কবির মনে কোন্ কোন্ প্রিয়জনের স্মৃতির ছবি ভেসে উঠেছে ? বর্ণনা করো ।
20. " যে নদীটি পলি দেয়, সেই আনে বন্যা,
যে চোখ হাসিতে নাচে, সে চোখেই কান্না ।"

উপরের দুটি পংক্তিতে প্রকৃতির দুটি রূপের বর্ণনা আছে । একটি রূপ সুখ বয়ে আনে, অপরটি দুঃখ । পংক্তি দুটি পড়ে নিজের ভাষায় বুঝিয়ে লেখো ।

21. " ক্ষমতা আছে যার রাখিতে ধন
তারেই দাতা হওয়া সাজে ।"— কথাটি কে এবং কেন বলেছেন ? 'মস্তক বিক্রয়' কবিতাটি অবলম্বনে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. **পদ পরিবর্তন করো ।** 1 x 4 = 4

গাছ, ধর্ম, জাতীয়, গর্ব

2. **উপসর্গ যোগে একটি করে শব্দ লেখো ।** 1 x 4 = 4

প্রতি, পরা, অনু, বি

3. **বাংলা অনুবাদ করো ।** 3

'মাইগে, বাঙালিয়া সবকে দেখলি ! — তিন গোটে ছলেই গে । পুছলকেই ।
-- 'বঙলা বোলিতে পারো ? হম্ কহলিয়েই -- 'হুঁ, হামি পারে' । সচ্চে গে, তাহর কিরিয়া"।

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

4. সাধুভাষা থেকে চলিত ভাষায় লেখো ।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল । লোকটা সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূ-স্বত্ব কিছুই নাই – কি অদ্ভুত লোকটা!

অনুচ্ছেদ লেখন

বর্ষা মানে প্যাচপ্যাচে কাদা, জ্যাবজ্যাবে রাস্তাঘাট, গ্রামের ভরাট ডোবা-পুকুর বাঁধ, শহরের রাস্তা হারানো জমা জল । এই সময় জলবাহিত পরজীবীদেরই সংক্রমণের সুযোগ বেশি খাদ্য ও পানীয় মারফত। অধিকাংশই পেটের রোগের । ভাইরাস দিয়েই শুরু করা যাক । পোলিও ভাইরাসের প্রভাব বর্ষাতে বেশি দেখা যায় । সংক্রমনের কারণ জলদূষণ । পোলিও - মারোলাইটিসের জন্য দায়ী এই আর. এন. এ. এনটেনভাইরাস মুখ্যত খাদ্যনালীর মধ্যে বাসা বাঁধে, কিন্তু সামান্য মাত্রায় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রকেও আক্রমণ করে । তবে 'দো বুঁদ কি দাওয়াই' – এর দাপটে পোলিওকে একদিন না একদিন দেশ ছাড়তেই হবে – যদি না এই ভাইরাসের নতুন কোন স্ট্রেন আলাদাভাবে সংক্রমন না ঘটায় বা পোলিও নির্মূল কর্মসূচি কোনভাবে অপূর্ণ থেকে যায় ।

উপরের উদ্ধৃতি অবলম্বনে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ।

1. রোগ ইত্যাদির এক দেহ হতে অন্য দেহে সঞ্চারকে .... বলে।
   (সংক্রামিত, সংক্রমণ, প্রসারণ, সংক্ষেপিত) 1
2. 'জল' শব্দটির একটি পর্যায়বাচী শব্দ লেখো । 1
3. পোলিও ভাইরাস সংক্রমণের প্রধান কারণ কি ? 1
4. 'দো বুঁদ কি দাওয়াই' স্লোগানটি কোন রোগ উন্মুলনের কর্মসূচিতে ব্যবহার করা হয় ? 1
5. বর্ষা বা বর্ষাকাল শব্দটি মনে এলে আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে, তা লেখো । 2
6. আর. এন. এ. কিভাবে পোলিও রোগের সৃষ্টি করে ? 2

https://www.studiestoday.com

https://www.studiestoday.com

গদ্য

https://www.studiestoday.com